আমি ভূতগ্রস্ত কবি

BANGLADARSHAN.COM

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আমি ভূতগ্রস্ত কবি

আমি ভূতগ্রস্ত কবি, সম্মোহিত শব্দের শিকারী;
আজন্ম তাড়িত আত্মা, অস্থির অশান্ত সিদ্ধবাক;
যে তীক্ষ্ণ আঘাত করে, আমি পায়ে নত হই তারই;
যদি সে পোড়ায়, আমি পুড়ে পুড়ে হয়ে যায় খাক্;
এবং উদ্ভুত ছাই ভ'রে রাখি শব্দের কলসে।
স্রোতে ভেসে যেতে যেতে যে খুঁজে ফিরছে খড়কুটো,
ভাঙন-ভঙ্গুর পাড়ে দাঁড়িয়ে 'নিজেরই মুদ্রাদোষে'
টেনে তুলি তাকে। নেই আমারই আশ্রয়, চালচুলো।

আমার পায়ের নিচে অনন্ত গহ্বর মুখ মেলে
প্রতীক্ষায়; তার চাওয়া সামান্যই–খেতে চায় দেহ!
জ্বলন্ত শরীর নিয়ে আমি ছুটি দর্পিত পা ফেলে,
কখনো দিগন্ত জুড়ে হাত পাতি বিশাল, সস্নেহ;
সেই হাত ভিক্ষাপাত্র–প্রেম আর মৃত্যুর ভিখারী।

BANGLADARSHAN.COM

আমি ভূতগ্রস্ত কবি, সারা বিশ্ব গিলে খেতে পারি।

কোথাও পৌঁছে যাবো!

কোথাও পৌঁছে যাবো একদিন মনে হয়েছিলো সেই কবে!
সবাই যেমন যায়, আমিও তেমনি পৌঁছে যাবো–
এই ভেবে ধারাপাত, ভূগোল, মানচিত্র–এই ভেবে
নদী, জলপ্রপাত, সমুদ্র পাহাড়ের
ছবি ও উচ্চতা, সীমাহীন
বিস্তার মুখস্থ কোরে
পরীক্ষা দিয়েছি ছেলেবেলা।

ক্লাস থেকে ক্লাসে ওঠা, প্রথম হবার স্বপ্ন দেখা। অবহেলা
করিনি। প্রস্তুতি আর সতর্ক পা দেখে আমি
আর সকলের মতো দিব্যদৃষ্টি দিয়ে
দেখেছি–

BANGLADARSHAN.COM

ঐ তো তেনজিং নোরগে এভারেষ্ট করেছে বিজয়।
ঈশ্বরের রত্ন সিংহাসন ছুঁতে কিছু দেরি, তারপর
সমতলে নেমে আসা; মানুষের
বিস্ময় কুড়িয়ে বেঁচে থাকা
সারাটা জীবন।

অর্থ কীর্তি স্বচ্ছলতা প্রেমের উদ্বেল আয়োজন–
‘চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন’
সমুদ্র-মন্থনে লক্ষী উঠে এসেছেন, হাতে
সোনার কলস। তার জল কোনোদিন
ফুরোবার নয়।

আজও দেখি
নদ-নদী সমুদ্র পাহাড় নিয়ে অচেনা বিস্ময়
ছেলেবেলাকার সেই সেদিনের মতো
তেমনি দূরত্ব রয়ে গেছে!
প্রতিদিনকার মতো মেঘছেঁড়া আলো এসে জানলার কাচে

তখনো খেলছে এক শিশুর মতো। আর শুধু আমি
কোথাও পৌঁছোবো ভেবে পথে বের হই না।
গেছি জেনে
কোথাও যাবার নেই। আছি বেশ আছি
অতি সাধারণ হয়ে মানুষের খুব কাছাকাছি।

BANGLADARSHAN.COM

অস্পষ্টতা না রেখেই

অস্পষ্টতা না রেখেই কথা বলে যেতে ইচ্ছে হয়।
সকলের সঙ্গে থেকে এতোদিন, আজ কেন
যাবার সময়
এরকম ইচ্ছে হ'লো? পৃথিবীতো এর বিপরীতে
রয়েছে এখন।
কেউ গলা ছেড়ে গায় যদি গান
তাকে তো পাগল বলে;
হয়ে সন্দিহান
হো হো কোরে হেসে উঠি।
কেউ যদি হু হু-করা শীতে
ভিখারীর দশা দেখে সকাতর, তুলে দেয় তার হাতে
চাদর, কম্বল
ভিখারী বিস্ময়ে দেখে—এরকম নির্বোধ পাগল
আজো আছে পৃথিবীতে? ঘন ঘন সন্দেহে তাকায়।

BANGLADARSHAN.COM

স্পষ্ট কোরে মেলে ধরি নিজেকে যখন
অসহায়
মনে হয়—কেউ যদি চতুরের কারুকলা ভেবে
ঈষৎ তাচ্ছিল্য এনে বাঁকা ঠোঁটে শিস দিয়ে ওঠে?

ও কার দুঃসহ কান্না? কারা মাথাকোটে—
বোঝার মতন মন জীবিতের নেই নাকি?
স্নায়ুও নিঃসাড়?

এখন বুকের হাড়ে ঝুলে আছে বাদুড়ের মতো অন্ধকার!
সুস্পষ্ট আলোর দিন আঁধি ও ঝড়ের তীব্র তান্ডবে
এখন মৃতপ্রায়।

কাঁধে হাত রেখে ওরা কারা হেঁটে যায়?
এখনো সুস্পষ্ট স্বরে কথা বলে?
হেসে ওঠে উচ্ছল উজ্জ্বল?

ওরা তো অচেনা নয়। এ গ্রহেরই।
আজো অবক্ষয়
খায়নি যা কিছু সত্য, জেনে
আরো কিছুকাল
বেঁচে থাকতে বড়ো ইচ্ছে হয়।

BANGLADARSHAN.COM

যা নেবে এখনি নাও

যা নেবে, এখনি নাও। নিঃস্ব করো, কিংবা দাও ভ’রে;
নেই অফুরন্ত দিন, দিগন্তবিস্তারী পরমায়ু;
মাঝে মাঝে কেঁপে উঠি দূর থেকে আসা কার স্বরে!
মুহূর্তে শীতার্ত করে। যদিও চৈত্রে জলবায়ু
এখন উন্মাদ, রোদে উদ্‌ভাসিত আমার পৃথিবী;
কোথাও দৈন্যের ছায়া পড়েনি, শিথিল নয় স্নায়ু
এখনো; মৃত্যুর কাছে দাঁড়াইনি হয়ে ভিক্ষাজীবী;
আজো অবসন্নতায় গ্রস্ত হয়নি পরমায়ু।

এসো, যা নেবার নাও; নিঃস্ব করো, কিংবা নাও ভ’রে।
নির্ভার, অথবা ভারবহনের যথার্থ পুরুষ
হ’তে গিয়ে আজ দেখি—শূন্যতা জেগেছে চরাচরে;
পরমান্ন নেই; মাঠে পথে কিছু প’ড়ে আছে তুষ।
‘যদিও এ স্বচ্ছদিন, রৌদ্রকরোজ্জ্বল তবু ঝড়
ওড়াবে তোমার ঘর।’—বলে ওঠে দৈবী কণ্ঠস্বর।

BANGLADARSHAN.COM

আমার কবিতা

উপরে সরল জল, নিচে ঘূর্ণি—আমার কবিতা।
জলে প্রতিবিম্ব ভাঙে পাখি ও মেঘের, নক্ষত্রের,
জলে প্রতিচ্ছবি কাঁপে গাছেদের, মহাশূন্যতার,
ঢেউ ভাঙে, ঢেউ ওঠে.....তবু জল থাকে নির্বিকার!
দু'পাড় ভাসিয়ে ছোটে বন্ধ্যামাটি, অগণ্য শস্যের
মা হবে—এ স্বপ্ন দেখে। আমি দেখি—গর্ভযন্ত্রণার
অবসানে জন্ম নিচ্ছে আত্মমগ্ন অমোঘ কবিতা।
প্রতিটি জন্মের পরে সৃষ্টির আনন্দ কী নির্ভার।

প্রতিটি জন্মের পরে মরে যাই, ফের বেঁচে উঠি।
এ আমার আত্মক্ষয় সরল শান্তিতে ভ'রে ওঠে;
এ-শান্তি জলের। তবু সংগোপনে জলের ভ্রুকুটী
তোমাকে হয়তো নেবে তলদেশে। প্রতিদিন ফোটে
যেখানে ঝিনুকে মুক্তো, বিচিত্র প্রবাল। আত্মক্ষয়ে
কবিতার জন্ম হয় অনাসক্ত জয়ে পরাজয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

জীবন দেখিনি ততো

জীবন দেখিনি যতো দেখা প্রয়োজন ছিলো
সৃষ্টি ও নির্মাণে
ভেবেছি–অনেক হলো, কে দেখেছে এমন গভীর?
বহু অপমান ভেঙে, মাড়িয়ে
মৃত্যুর সতর্কবাণী অস্বীকার কোরে
এসেছি; ভাবিনি–
যার সামান্য হাওয়ায় গেলো ঝ'রে
যখন প্রচণ্ড আঁধি উঠেছিলো দুর্ভিক্ষে দাঙ্গায়, তার
আঘাতে হারালো কারা, না ভেবেই
'জীবন দেখেছি'–বলে আমি
সুখের উদ্‌গার তুলছি, সে মুহূর্তে হেসে উঠলো
কারা যেন নিষ্ঠুর ধারালো।
অনেক দেখার জন্যে কত দিন বেঁচে থাকা ভালো?
শিশু জন্মাবার আগে সম্পদের স্তূপ
গ'ড়ে তুলে যায় কেউ অসংখ্য বিপন্ন মানুষের
মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে লালায় জড়ানো পিন্ডগুলো।
কেননা, চেতনা যদি খুব বেশি প্রখর হয়
তার থেকে শিখা
কেউ যদি জ্বেলে নেয়,
দেখে নেবে সে আলোয়
গভীর পরিখা
কাটা হয়ে গেছে, তাকে ডিঙেবার সাধ্য নেই কারো!

কে বোঝাবে কাকে–পারে সাজানো বাগান
যেতে শুকিয়ে যে তারো
যে কোনো মুহূর্তে,–চাবি লাগিয়ে কারখানা গেটে
মালিক ফেরার।
কে আছে পেছনে, জমে খানাখন্দে কতো অন্ধকার

BANGLADARSHAN.COM

মেপে নিতে কেউ আসে?
ট্রামবাস ছোটে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

সবাই নীরোর মতো উদাসীন, কেউ কাঁপে ত্রাসে।
আগুন লেগেছে খোড়ো ঘরে ও বস্তিতে,
হাওয়া অন্যদিকে বয়,
তার ঘর নিরাপদ। এ মুহূর্তে বিষাদের ভয়
নেই বলে কি রকম নিরাপদ সুখি।

জীবন দেখিনি যতো দেখা প্রয়োজন ছিলো;
কোনো একজন
দেখে নিয়ে কোরে যাবে কবিতায়
ফোটাবার পূর্ণ আয়োজন
এই ভেবে বসে আছি।
চাঁদ ফুল তারা নিয়ে লেখার সময়
শেষ হয়ে গেছে–মনে হয়।

BANGLADARSHAN.COM

সহজ জীবন থেকে ক্রমশ...

সহজ জীবন থেকে ক্রমশ যাচ্ছি স'রে, দূরে।
বিস্ময়বালক আজ কোনোখানে নেই।
হা-কোরে গেলে না অপু মেঘের দালান কোঠা;
বুড়ো হয়ে যাচ্ছি অকালেই।
'কল্পনার উচ্চবৃক্ষচূড়ে'
বাসা বাঁধবার স্বপ্ন আগে দেখে, এরকম
কপোতকপোতী আজ
বিরল প্রজাতি।

বর্ষা এলে ময়ূরের মতো মন পাখা মেলে
নাচেনা এখন; ডাকব্যাকের বর্ষাতি
গায়ে দিয়ে পথে নামি,
লক্ষ্য স্থির থাকে।
সময়ের দাম জানি সকলেই; পেছনের সহৃদয় ডাকে
সাড়া দিতে রাজি নই কেউ আর,
লক্ষ্যভেদ চাই,
মৎস্যচক্ষু ভেদ করা চাই।

এই রূপ, রূপান্তর সময়েরই দান; চাই
যতোই মেলাতে পায়ে পা, বাড়াই
মানববন্ধনে হাত, দেখি
সকলের পা-ই সেই দূরে, হাত
স'রে স'রে যায়। আমি
পাইনা নাগাল।

বালিবধে সবাই তো রামের মতন সপ্ততাল
ভেদ করে অপরেরে দেয় প্রতিশ্রুতি;
সিংহাসন ছেড়ে দেবে তাকে
যে দেবে উদ্ধার কোরে সীতা,
নাহলে দুজনে দুই মুখো।

সহজ মেলেনা হাত, জীবন এমন রুখোশুখো।

BANGLADARSHAN.COM

সব আছে সব থাকবে

সব আছে, সব থাকবে, তবে কি
যেরকম ছিলো, সেরকম নয়।
যে রক্তজবা ফুটেছে দুয়ারে তার নির্ভয়
বেপরোয়া এই উপস্থিতিটা
আজকের মতো সেদিনোতো ছিলো
রামপ্রসাদের গানে যে পেয়েছে
আত্মদানের প্রতীকী অর্থ!
তারো কতো আগে-কে জানে, কি জানি
সুন্দর হয়ে ফুটেছে উঠোনে! কোন্ কবিয়াল
দেখে, মুগ্ধের আবেশে হঠাৎই বেঁধেছিলো গান;
কবিতার সেই স্ফূর্ত আবেগ
মুখে মুখে বেঁচে আছে কতোকাল।

BANGLADARSHAN.COM

যে সব ভাবনা করেছে মাতাল
একদিন–কেউ হয়েছে অন্ধ, অন্ধের চোখ
গিয়েছিলো খুলে;
তার ঝড় এসে আছড়ে পড়েছে, উপ্‌ড়ে নিয়েছে
সত্তা সমূলে।
মনে হয়েছিলো–আর দেরি নেই, বদলে যাবেই
পৃথিবীর মুখ।

স্বপ্ন দেখার শুরুতেই এলো কঠিন অসুখ,
ভেসে গেলো সব অস্ত্রশস্ত্র পুজোউপচার সেদিনের বানে।

জীবনতো থাকে, বদলায় শুধু জীবনের মানে–
তার বেশি নয়।

দুঃসময়ের পাথর সরিয়ে আসে সুসময়,
পৃথিবী দেখার রূঢ় মুখ তার; পৃথিবী তো নয়–
মানুষের মুখ।
শিশু-মুখে ধুলো;

ঘাসের ডগায় হীরে ও মুক্ত ছড়িয়ে সকাল
হয় সেরকমই,–পিতামহদের শৈশবে ছিলো যেমন শান্তি–
সেরকম নেই হয়তো কোথাও। এই পৃথিবীতে
রয়েছে ভোরের সাবলীল সুখি যুবকেরা আজো;
প্রিয় যুবতীর কোমল স্পর্শে সেরে যাবে ক্ষত
এই বিশ্বাসে আজো রামধনু–
সাতরঙা হয়ে যুবকের চোখে
জ্বলে আর নেভে। যুবতীর মুখ সেরকমই দেখি
আনন্দে শোকে।

BANGLADARSHAN.COM

যতো নিরর্থক ভাবছো

যতো নিরর্থক ভাবছো বেঁচে থাকা, ততোখানি নিরর্থক নয়।
স্নান সেরে উঠে এলে বালিতে পায়ের ছাপ রেখে
যেন বা উঠেছে লক্ষী সমুদ্রমন্থনে, আর কেউ
নজর করেনি, আমি দেখেছি তোমার
পায়ের আল্পনা; তুমি
ঐভাবে বালিতে হেঁটেছো, আজো হাঁটো।

শুধু পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটে নাভিশ্বাস উঠছে বলেই
জীবনটা খাটো,
বঞ্চনায় বিড়ম্বিত মনে হয়; যেন
কিছুই ছিলো না, আজো নেই।
রূঢ় অন্ধকারে কিছু কঙ্কালের চলাফেরা আছে।

আজকাল খুব হাঁটি। ভিড় ঠেলে একা হয়ে হাঁটি।
হেঁটে হেঁটে কতোদূর চলে যাই, দেখি–
লকেট ঝুলিয়ে নয়, বুকে
মোবাইল ঝুলিয়ে সপ্রতিভ যুবতীর
নিরুদ্‌বেগ হাঁটা
স্ব-নির্ভর সুন্দর উজ্জ্বল।
তামসিক জীবগুলো দিন-দিন ভীষণ প্রবল
হয়ে উঠছে; ওদেরো হয়েছে বিশ্বায়ন।

নারী-ফুল-প্রেম আর প্রকৃতির স্তোত্র নেই
আজকে তেমন;
‘হঠাৎ নীরার জন্যে’ যৌন কাতরতা
শৈশবের কথা মনে হয়।

আজকের শিশুরও চোখে নেই কোনো মায়াবী বিস্ময়;
আকাশের রঙবদলের অপরূপ
সৌন্দর্য দেখে না অপু। দৌড় শুধু...লক্ষ্য তার স্থির।

BANGLADARSHAN.COM

ইনফোটেক বলে দিচ্ছে–এই পৃথিবীর
কোনখানে চাবির গোছা হাতে নিয়ে কুবেরপুরীর
যক্ষ বসে আছে, ডাকছে–আয়...

ব্যক্তির চৈতন্য, স্বপ্ন, শান্তি, সংবেদনা অতিকায়
তিমি গিলে খাচ্ছে, তাই অস্থিরতা বাড়ছে প্রতিদিন।

এই সবই সময়ের শস্যদানা–
বীজ বুনে রাতদিন দিচ্ছি পাহারা
যাতে কোনো মানবিক ছোঁয়া লেগে নষ্ট হয়, তার
সতর্ক প্রহরী আমরাই, থাকবো...আছি।

তবু অর্থ খুঁজে পাই, খেলি ছুটে ভো ভো কানামাছি।
চোখ বাঁধা। হাত্‌ড়ে ফিরি
কেউ আছে, ছুঁতে পারবো তাকে!

সব নিরর্থক নয়। ঝরে যায়, তবু কিছু থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

আছি খুব সন্তর্পণে

আছি খুব সন্তর্পণে গা-বাঁচিয়ে যেরকম আছে
অসংখ্য মানুষ।
কেন?—এই প্রশ্ন মাথা তুলবার
সময় পায় না; তার আগে
অজস্র প্রশ্নের মৃতদেহ।
যারা আমার মতন
একদিন প্রশ্ন কোরে কোরে নাজেহাল হয়ে, শেষে
বুঝেছে উত্তর নেই
উত্তর দেবার
মতো কেউ নেই। তাই
'মৃত' বলে ঘোষণাই ভালো।

ভিখারী বালক কেন খুন করে খোঁড়া বালকেরে?
খোড়া, বিকলাঙ্গ, তার মুখ থেকে রুটি
কেন কেড়ে নিলো? খিদে শাসন মানেনি? তার
খুন দেখে আমার মতন
কোনো পথচারী খুব আন্তরিক যন্ত্রণা পেয়েছে?
পেলেও কী লাভ হতো?
বিকলাঙ্গ ক্ষুধার্ত বালক
ফিরে পেতো প্রাণ?
যদি ফিরে পেতো, তাতে
মানুষের অগ্রসরমান
সভ্যতার ক্ষতিবৃদ্ধি কণামাত্র হতো?
প্রশ্ন করি কাকে?

থামাতে পারেনি কোনো প্রশ্ন কোনোদিন জনতাকে।
মুঠো তুলে শূন্যে ওরা সংগঠিত কোরে যায় দাবি
মিছিলে। এখন তা-ও শুধুমাত্র নিরীহ প্রথায়
পরিণত, আভ্যাসিক, প্রশ্নহীন, নিছক প্রক্রিয়া।
কারখানার গেটে তালা লাগিয়ে ফেরার ছাবড়িয়া

BANGLADARSHAN.COM

অথবা সোমানি, ওরা রয়েছে মুম্বাই মালাবারে।
মার্কিনী লগ্নির জন্যে মার্কসবাদী মন্ত্রীরাও পারে
পাড়ি দিতে মার্কিন মুলুকে, আর
অসহায় দুঃখী মানুষের ঢল নেমেছে বাংলায়;

এই শান্ত সহিষ্ণুতা উবে যাবে একদিন খিদের জ্বালায়!
সে এক দুঃস্বপ্ন, তাই বিভ্রান্তি।
উদ্‌ভ্রান্ত দেশনায়কেরা, চোখে–
ঘুম নেই। তবে সেই দূরদৃষ্টি সকলের আছে? প্রশ্ন করি।

মৃত কবিতার জন্ম দিতে আসছে প্রসূতিরা;
...শিল্পের প্রহরী
সব্যসাচী বঙ্কিমের দেখা পাওয়া এখন কঠিন।
সকলেই রাজা এক অলিখিত সংবিধানে, সকলেই কবি...
এরকম হলে মৃত শিশুদের জন্যে গণকবরের আয়োজন করে
যে মহাসময়, সেও ভুল পথে চলে যেতে পারে।

BANGLADARSHAN.COM

হাঁটি খুব সন্তর্পণে, দিনের আলোয় নয়;
রাতের প্রচ্ছন্ন অন্ধকারে
হাঁটা খুব নিরাপদ।
প্রশ্ন করবার মতো কেউ আর
এখন জীবিত নেই, শুনশান পথের ধারে
অঘোরে ঘুমোচ্ছে ভিখারীরা।

বেওয়ারিশ কুত্তা আর দিনমজুরেরা, উহারাও
ভারতের নাগরিক; লোকসভা, মন্ত্রিসভা
উহাদের কথা
ভাবে, হট্টগোল করে। লালুপ্রসাদেরও চোখে জল।

শরতের মেঘ পর্দা সরিয়ে দিচ্ছে উঁকি। এবার কম্বল
বিতরণ শুরু হবে দেবী উদ্‌বোধনে।
নেতা, কবি, খেলোয়ার
দানের আনন্দে হবে সাময়িক আত্মহারা,
আমিও তো তাদেরই একজন।

কবিতা লেখার জন্যে প্রকৃতি কোরেছে আয়োজন
ছেঁড়াখোরা শাদা মেঘ,
ক্ষেতের সোনার শস্যে অতিথি রোদ্দুর,
শিরশিরে ভোরের হাওয়া, ঘাসে ঘাসে হীরকের দ্যুতি,
উৎসবের দিনগুলো কিভাবে যাপন, তার
হাজারো ভাবনার কাটাকুটি।

এবার বোনাস নিয়ে ভিজাগাপত্তন কিংবা উটি
নাকি পশুপতিনাথ?
মাত্রাহীন স্বপ্ন মেলে পাখা।

এদিকে সন্ত্রাসে কাঁপছে ইরাক, আফগানিস্থান, ঢাকা।
জীবিত জানে না, তার শব হতে দেরি আর কতো।
উৎসবে, মিছিলে, স্কুলে, রাজপথে, ফ্ল্যাটে বস্তিতে
কোথায় কে থাবা তুলে লুফে নেবে
কেউ তা জানে না।
আজকের দিনের আলো রাত থেকে নিরাপদ নয়।

BANGLADARSHAN.COM

হুমায়ুন আজাদের স্বাধীন আত্মাকে দেখে ভয়
পায় যারা, তাদের হাত কতোদূর প্রসারিত কেউই জানিনা।
ধর্মখাদকেরা আজ নরখাদকের বেশে, অথবা ঘাতক!
‘ধর্মযোদ্ধা’ বলে ঘোরে প্রকাশ্য রাজপথে।
ওরা জনতার ভিড়ে,
মিশে থাকে, কখনো বা সিংহাসনে ঈশ্বরপ্রতিম।

সামান্য বাঁচার জন্যে রক্ত জল করে, খাটে কি অপরিসীম
তারা তো ওদের কেউ নয়,
তবু চোখে উষ্ণ পানি!
স্থিতাবস্থা নড়বড়ে। দশটায় আতঙ্কগ্রস্ত শ্রমিক কেরাণী,
ছুটে যায়, দেখে
দরজা বন্ধ, গেটে পড়ে গেছে তালা।
দুঃস্বপ্ন বা দুর্ভাবনা, আত্মঘাৎ নিত্যসঙ্গী,
বিস্মিত হবার পালা

কিছু নেই; সব কিছু জানা হয়ে গেছে।
সবাই ত্রিকালদর্শী, নিরাসক্ত; প্রাণ বাঁচাবার
প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদকবিজয়ী হতে চেয়ে
দেখে—সে পৌঁছে গেছে;
পাশে তার ছায়ামাত্র নেই।
সভ্যতা এখন শুধু
একা কোরে দিতে চায় উটের মতন।

চারদিকে মরুভূমি, মরুঝড়। কোনখানে আছে গুপ্তধন
জেনে নিতে সাংকেতিক লিপির প্রকৃত পাঠোদ্ধারে
আমাদের ছেলেমেয়ে দূরদেশে পাড়ি দিচ্ছে,
দিয়ে যাবে নাকি?

আমরা নিতান্ত একা, অসহায় যাত্রী। আজ বৃদ্ধাবাসে থাকি,
স্মৃতি রোমন্থন করি পরজীবী, লোলচর্ম অস্থির জটায়ু।

BANGLADARSHAN.COM

জোলাপ, টি.ভি ও পরনিন্দায় মসৃণভাবে
ফুঁকে দিচ্ছি অবশিষ্ট আয়ু।

শিল্পী তো নই, ক্রীতদাস

সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারিনি বলেই
আমার দুঃখ আমাকে ছাড়েনি কোনোদিন;
অথচ আমার সামর্থ
শুধু হাত–বাড়ালেই আগুনে
পুড়ছে, পুড়বে–জেনেও
হাত দেওয়া সেই সচ্ছলতার ঝুঁকিতে।

নিম্নবিত্ত কবির জীবন স্যাঁতসেতে দিনপাতেই
কেটে যায়;
শুধু অনুভব আর ভাবনা–তাছাড়া কি পারে?
রাষ্ট্রশক্তি টাকা ঢালে ফিল্ম উৎসবে, ঢালে কবিতায়
ছবি ও নাটকে, গানে, নন্দনে বারোমাস;
আমাদের আছে প্রতিদিন সভাসমিতি;
আমাদের আছে 'নন্দন';
রাজা ও প্রজার দেওয়া ও নেওয়ার বন্ধন।
নিম্নবিত্ত কবির সময় কাটে, কেটে যায় এভাবেই।

মন চলে যায় শীত-কুয়াশায় ঢাকা সেই
মৃত্যুর দেশে, দু'মুঠো ভাতের জন্যে; শুধুই দুমুঠো
ভাত পেলে যারা শারীরিকভাবে কিছুদিন
বাঁচতেও পারে। কিছুই পায়নি, শুধু শ্রম দিয়ে
চা-বাগান
বাঁচাতে হয়েছে প্রাণান্ত, তবু
প্রভু চাননি তা বাঁচাতে।
কেউ পাশে নেই! দিনের ভাবনা, রাতের মৃত্যু আগত
ভেবে ভেবে হলো কঙ্কালসার তবুও
কুম্ভকর্ণ মন্ত্রীর ঘুম ভাঙে না।
আমরা এখন শিল্পী তো নেই, ক্রীতদাস;
পথেও নামি না, যদি তিনি-সেই
আমাদের প্রভু রেগে যান।

BANGLADARSHAN.COM

অন্নদাসের থালাতে যেটুকু খুদ কুড়ো পড়ে, তাতেই
চাকরী বা ফ্ল্যাট, পুরস্কারের ছিঁটেফোঁটা, সবখাতেই
বরাদ্দ আছে, সে সবের কথা না ভেবে
মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে কে আছে, কতোজন আগে মরেছে,
তার খোঁজ নিলে, সে দায় নেবার ক্ষমতা
আমার তো নেই, ভেবে শেষমেস
শিল্পের কাছে ফিরে যাই
ঝোলা কাঁধে কিছু মহৎ কবির শিল্পীর তবু দেখা পাই।

BANGLADARSHAN.COM

দশকের ঘেরাটোপে

দশকের ঘেরা টোপে আমিও হেঁটেছি দীর্ঘকাল!
আকাশ খন্ডিত নয় মাথার ওপরে–সবই জেনে।
দশক না শেষ হতে অন্য ঢেউ হয়েছে উত্তাল,
পড়েছে আছড়ে। আমি
স্থির লক্ষ্যে পা টেনে পা টেনে
পার হয়ে গেছি; যুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছি নিজের।
কখনো উপেক্ষা, ঠাণ্ডা উদাসীনতার অস্ত্র দিয়ে
আমার শরীর মন ছিঁড়ে খুড়ে দিয়েছে,
করেছে শঙ্খনাদ!

কবি কারো শত্রু নয়, প্রতিযোগীতায় নেই।
যদিও অমোঘ প্রতিবাদ
একান্ত একার, তা-ই শব্দে ধরে রাখে কবিতায়।

BANGLADARSHAN.COM

কে বিজয়ী? পরাজয় কার? কবি নিজে তা বহন কোরে
পার হয়ে যায়
দশক, শতাব্দী–বোধে আলোকিত পথ ধরে
পথ কোরে দিতে।

বিপন্ন মানুষ পারে মুখ দেখে নিতে সে আরশিতে।

যে যার নিজের পথ

যে যার নিজের পথ খুঁজে নেবে, আমি তাকে ডেকে বলবোনা
ওই পথে নয়, শোনো, এ পথ তোমার,
এই পথই স্বর্গে পৌঁছে দেবে।

আমার হিসেবে
তা-ই বাঁচে যার সৃষ্টিমূলে আছে বিন্দু বিন্দু রক্তের ক্ষরণ,
স্বেদ, ক্লান্তি; অবিরল খননকর্মের
বিরল মগ্নতা; আছে
নিজেকে নিঃশেষ কোরে শব্দ জ্বালাবার প্রতিশ্রুতি।

সামান্য স্বস্তির জন্যে জীবনানন্দের আত্মহুতি–
পুড়ে ছাই হলো, নাভি পুড়লোনা,
শব্দ হয়ে মাটির কলসিতে
রেখে গেলো কবি। কবি রেখে যায় ঠিক ওইভাবে,
একালে সেকালে কবি রেখে যায় ওইভাবে
উত্তরাধিকার।

BANGLADARSHAN.COM

আছে শব্দজীবী, ধূর্ত বেনিয়ার নম্র চাটুকার;
আছে রক্তহীন মৃত শব্দের পাহাড়
গড়ার ওস্তাদ, খেলে পথে ঘাটে ভালুক নাচায়
এমন ছটাকি পদ্যকার।
সব আছে, থাকে, তবে চিনে নিতে হবে ঐশ্বরিক
প্রজ্ঞার আলোকে।

কবি হেঁটে যান, এই প্রতিদিনকার প্রাণধারণের
তুচ্ছ দুঃখে শোকে
পা ডুবিয়ে; নিরন্তর একা তার পথ
খুঁজে নিতে হবে যে তাকেই।

এই পথে যাও, অন্ধ বলে দিতে পারে অন্ধকেই।

বেনে সভ্যতার যুগে

বেনে সভ্যতার যুগে আমার কবিতা ব্যর্থ হবে।
মুহূর্ত স্থিরতাহীন এ-সময়; দাঁড়িয়ে দেখার
মতন সময় নেই; কারো হাতে
উদ্‌বৃত্ত সময়
নেই আর; স্বদেশ, স্বভাষা
অনায়াসে ছেড়ে যাবে, যায়
অনেকেই; যাবে
তলিয়ে কোথাও।

আমি তো বাংলার মাটি ছেড়ে কোনোদিন এক পা-ও
যাইনি; মুছেছি ঘাম কৃষ্ণচূড়োর নীচে দাঁড়িয়ে, প্রখর
বৈশাখে; দেখেছি নীলে শান্তির পরম
শুয়ে আছে;
রোদছুরি ঢুকে যাচ্ছে শরীরে; বাতাস
কল্যাণী নার্সের শুশ্রূষা
ক্ষত মুখে প্রলেপের মতো
বুলিয়ে, বিনম্র অপেক্ষায়।

চুবড়িতে শাকান্ন নিয়ে যে মেয়ে মাঠের পথে যায়
তাকে আমি চিনি, সে তো কতকাল ধরে
চেনে আমাকেও, তবু
বিস্ময় ফুরোয়? আছে। থাকে।

মাটি ও মানুষ, ভাষা আমাদের রাখে, টেনে রাখে;
মৌরীফুলের মতো সহজ সুন্দর
বলে, সেই টান
বুঝিনা। বোঝার মতো স্থিরমুহূর্তের দেখা মেলে?

উত্তরপুরুষ বাঁকা হাসি হেসে
উদাসীন পায়ে চলে গেলে
অন্য কোনো ব্যস্ত লঘু সময়ের ডাক

BANGLADARSHAN.COM

বলি: যাও,
থাকো শুয়ে বৃষ্টি-ধোয়া ঘাসে,
ঝরে যাওয়া মহানিমপাতা
রাতভর ভিজুক শিশিরে।

নৈঃশব্দ্য জননী হয়ে জেগে থাক কবিতাকে ঘিরে।

BANGLADARSHAN.COM

যায়না কিছুই

যায়নি কিছুই, গেছে যৌবনের কিছু উন্মাদনা;
স্বপ্নও যায়নি ছেড়ে, উদ্যমে পড়েছে কিন্তু ভাঁটা;
সত্যের স্বরূপ দেখে ছেড়ে গেছে উদ্‌বৃত্ত কল্পনা।
ফুলের বিছানা নেই অবিমিশ্র, সঙ্গে কিছু কাঁটা।

আসলে যায়নি কিছু, যেরকম ঈশ্বরের চোখ
বৃষ্টি ভেজা বাগানের ঘাসে ও পাতায় জেগে থাকে
অলৌকিক রোদ হয়ে; বিকেল গড়ালে অন্ধকার
ফুলেদের উপস্থিতি ঢেকে দিয়ে বলে ‘আর নেই
যা তুমি দেখেছো, তাতো অর্ধসত্য, অথবা অলীক
নেই বা ছিলো না; এই অন্ধকার থেকে অন্ধকারে
থাকা কিংবা যাওয়া। তুমি
যা দেখেছো, দেখার বিভ্রম,
নয় অন্য কিছু। তুমি পৃথিবীর ক্ষণ আবাসিক।

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টিভেজা, শুদ্ধ এই বাগানের ঘাসে ও পাতায়
ঈশ্বরের চোখ-দেখি উদ্ভাসিত আমার আত্মায়।

সাফল্যের পরিমাপ

সাফল্যের পরিমাপ করা আজ দারুণ কঠিন মনে হয়।
ব্যাঙ্কে ও লকারে অর্থ, সোনাদানা কে কত সঞ্চয়
করেছে, জানার ইচ্ছে উবে গেছে আমাদের;
জেনে লাভ নেই।
ওই সুরক্ষিত দুর্গে হানা দেবো
এই অভিসন্ধি থেকে দূরে
অনেকেই আজ।

উপমা উৎপ্রক্ষা, শ্লেষ, রূপকের সূক্ষ্ম কারুকাজ
ছেড়েছে কবিতা। চাই আত্মার সহজ উন্মোচন।

মানুষের বাঁচা আজ সম্পূর্ণ সঠিক অর্থে যুদ্ধ এক
জীবন মরণ।
দেশ ও মাটির গন্ধ মুছে কিছু প্রযুক্তির দক্ষ কারিগর
হতে যুবকেরা ভিন্ দেশে দিচ্ছে পাড়ি
অর্থই ঈশ্বর–জেনে।
কি যে তারপর।

রাতের নগরী ফুঁড়ে উঠে আসে অন্য এক অচেনা নগর;
পরিচিত গলিপথে, রাজপথে হ্যালোজেন আলোও পারে না
জমে ওঠে অন্ধকার ঈষৎ তরল কোরে দিতে।
ওৎ পেতে আছে, থাবা তুলে আছে কারা
ভেঙে নৈঃশব্দ্য, কোথায়
দুপাদাপ ছুটে যায়। সাফল্যের চিহ্ন পড়ে থাকে,
ছিন্নমস্তা নারী, কাত্রায়
বিধ্বস্ত পুরুষ, বয়
আতঙ্কের হাওয়া চরাচরে।

বইমেলা, ফুটবল, আর ক্রিকেটের জ্বরে
কোলকাতা কাঁপছে; ঘুরে কবিতামেলায় গানমেলায়
মনে হয়,–মনে হতে থাকে

BANGLADARSHAN.COM

জীবন জড়িয়ে আছে শিল্পসুন্দরের
অভিপ্রেত সুন্দর পৃথিবী।

এসব মুহূর্তে আমি হয়ে উঠি শুধু স্বপ্নজীবী।
স্বপ্নভুক্ মানুষের দুঃখ তো ঘোচে না কোনোদিন!
পায়ের তলায় বৃষ্টিধোয়া ঘাস, মায়ের মতন
ক্ষতচিহ্নে ভরা পায়ে আঙুল বুলিয়ে
নিরাময় এনে দিতে চায়।

ছিটেফোঁটা মেঘ নেই; আকাশের নক্ষত্রসভায়
চাঁদ, দিব্যজগতের আভা
ছড়িয়ে বসেছে। জ্যোৎস্না
মুঠো মুঠো ঘাসে ও পাতায়
সুস্থির শান্তির প্রতিশ্রুতি
দিয়েছে। প্রকৃতি নির্বিকার।

BANGLADARSHAN.COM

পাশের গলিতে কার আর্তকণ্ঠে সুতীব্র চিৎকার?
মসজিদে মানববোমা। হত বা নিহত,
প্রার্থনায় নিরত মানুষ! ঈশ্বরের
পৃথিবীর বিভাজনরেখা
কে করে নির্ণয়?

সাফল্যের পরিমাপ করা আজ দারুণ কঠিন মনে হয়।

সন্ত্রাসতাড়িত মৃত্যুপুরী

কোনোখানে নেই আজ শান্তির সামান্য সম্ভাবনা?
শান্তি নয়, আজ সুখ!
প্রভূত সচ্ছল হওয়া দারুণ জরুরী!
পৃথিবী এখন এক সন্ত্রাসতাড়িত মৃত্যুপুরী
মনে হয়। তবে–
সব নয়।

এখনো কোথাও ভোর সূর্যবন্দনায় শুরু হয়,
শুরু হয় উদাত্ত আজানে।

অন্ধবিশ্বাসের বশে কেউ বা মৃত্যুকে ডেকে আনে;
বেঁচে থাকা তার কাছে অর্থহীন–মনে হয় না কি?
ঈশ্বরের দেশে পৌঁছে যাবার অলীক তাড়নায়।

BANGLADARSHAN.COM

এ-প্রিয় শরীর, প্রিয় পরিজন ছেড়ে
বন্ধন বিমুক্ত প্রাণ কেন আত্মঘাতী?

কেমন নিশ্চিন্তে হেঁটে চলে যাচ্চে, মাথায় বর্ষাতি
বুকে দূরাভাষযন্ত্র–ঈশ্বরী যুবতী, প্রাণোচ্ছল।

অঝোরে শ্রাবণধারা আধপোড়া পৃথিবীকে কোরেছে সজল
রূপলোক কোরেছে নির্মাণ।

শান্তি শুয়ে আছে ঘাসে, পিচ্ছিল মাটিতে। অবসান
হয়নি এখনো চিরমুগ্ধতার এ-পৃথিবী।
তেমনই রয়েছে, নয়
লোলচর্ম বুড়ি।

তাকে কেন কোরে তোলে সন্ত্রাসতাড়িত মৃত্যুপুরী?

আমিও তোমারি মতো

আমার নিজস্ব আলো কতটুকু, যা দিয়ে তোমার
মুখের বিষাদ
মুছে দিতে পারি?
তবু ভাবি–দান নয়, ভাগ্য নয়, ওসব নিতান্ত বিধাতারই;
আমারো রয়েছে দায়, সামান্য মানুষ আমি; তবু
জঞ্জাল সরাতে পথ থেকে
কাঁটা উপ্‌ড়ে ফেলে
মসৃণ সড়ক দেবো গড়ে।

ইচ্ছে হয় ঘাতকের চোখ থেকে খুবলে নেবো মণি;
এক চড়ে
হাত থেকে পড়ে যাবে খুনির অমোঘ আত্মঘাতী
যন্ত্র। সেও হবে দিশেহারা।

BANGLADARSHAN.COM

কারো কারো মৃত্যু হলে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে থাকে পাড়া।
উদ্‌বিগ্ন যুবক আর ডেকে আনছে না অ্যাম্বুলেন্স;
যে যার নিজের ঘরে টেলিভিসানের সিরিয়াল
দেখে যায়। হয়তো বা কোনো প্রতিবেশী
কৌতুকলবশত জানালা
খুলে দেয় উঁকি।

বাইরে বেরিয়ে এসে কাঁধে হাত-রাখবার ঝুঁকি
নেয় কোনো প্রতিবেশী? আলো জ্বলে তার রুদ্র চোখে?

মানবতা এসে আজ তলানিতে ঠেকেছে। দুঃখে শোকে
একা হাঁটো, খুঁটে খাও। পৃথিবীতে তুমি শুধু একা।

মৃদুতম আলো যদি চোখে জ্বলে কারো
সেও আজ
খুঁজছে তোমাকে; তারও

প্রয়োজন তোমাকেই।

যদি তুমি পারো

সামান্য লণ্ঠন নিয়ে তাকে গলিঘুঁজিপথ পার

করে দাও। বলো: আমি এইটুকু পারি

আমিও তোমার মতো দুর্গম পথের পথচারী।

BANGLADARSHAN.COM

লালন ফকির

তোমাকেই আজ যেনো দারুণ জরুরি মনে হয়।
আছি পাশাপাশি, সেও কতোকাল।
তবু কেউ কাউকে চিনি না।
সরে গেছে জল রেখা বালিয়াড়ি। একুশ শতক
সবে শুরু হল। কেন ভয়
তাড়া করে? অবিশ্বাস, ঘৃণা?
মানুষের মাঝখানে মাথা তুলে ধর্মের দেয়াল।

পৃথিবীতে কোনোদিন অবিচ্ছিন্ন ছিলো শান্তিকাল?
ছিলো স্বপ্নপূরণের কণামাত্র সম্ভাবনা? ছিলো?
স্বচ্ছ চোখ, স্বচ্ছন্দ স্বাধীন হাঁটা যাবে এরকম
পথ? আর দেশকাল পার হতে পেরেছে মানুষ
সেই পথে? ছিলো অবিরল হানাদারি?
‘ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ।’

BANGLADARSHAN.COM

তোমার আত্মার আলো উৎসারিত গান যন্ত্রণারই
ক্ষুদ্রতম প্রকাশবৈভব।

সবিতাব্রতের কণ্ঠে বেজে ওঠে জীবনের স্তব;
অমোঘ প্রশ্নের মুখোমুখি
করে দিতো কতো সহজেই।
মানুষ দাঁড়িয়ে আছে দুর্ভেদ্য দেয়াল হয়ে। মনে হয়
–নেই

ঐ চিরসত্য শুনে নেবার মতন সুসময়।

তোমাকেই আজ যেনো একান্ত জরুরি মনে হয়।

নিবৃত্তি আমার নয়

নিবৃত্তি আমার নয়; যৌবরাজ্য হারিয়েছি, তবুও
যাবো না নির্বাসনে।
জাগতিক সুখ দুঃখ দেখেছি, দুহাত ভরে
বিষ ও অমৃত
পান কোরে
বেরিয়েছিলাম একদিন
মহাকাল জয়ে,
তারপর লক্ষ্যচ্যুত; সামান্যের
ঈষৎ দাক্ষিণ্য পেতে
দুহাত পেতেছি; একদিন
কেমন বিমূঢ়
আপন সাফল্য আর ব্যর্থতায়। বড়ো বেশি
সাফল্য চেয়েছি; জাগতিক
তাবৎ তুচ্ছের দীন সঞ্চয় কোরেছি। আজো তারি
সৌগন্ধে মাতাল এক মর্ষকামী
ধরে আছি মন্ডুক জীবন!

আমাকে নিভৃতি দাও। যৌবরাজ্য যাক্ চলে;
আমি প্রৌঢ়তার
ঈষৎ হলদে হওয়া সবুজের প্রাজ্ঞতার কাছে
হাত পেতে
নিতে চাই আর এক সৃষ্টির কাল, আর এক
সফল-প্রসূ প্রজননকাল!
আড়ালে নিড়েন দেবো, জল ও উত্তাপ দেবো,
প্রোথিত বিষাদ
ঢেলে দেবো, শেষতম রক্তবিন্দু দেবো।

একান্তে প্রতীক্ষা করবো সফল শস্যের দানা
জ্বালাবে প্রজ্বল প্রাণ মাঠে মাঠে
দেখে যাবো চলে।

BANGLADARSHAN.COM

উন্মোচিত আত্মার সামগান

এক

আমি শুধু হয়ে পড়ি বিষণ্ণ, হতে পারিনা একজন
দ্রোহীপুরুষ।
খুবলে নিয়ে দুরাত্মার চোখের মণি
অন্ধকে ফিরিয়ে দেবো দৃষ্টি, এমন
দুঃসাহসী হলাম না।
আমার দরজায় টাঙানো রয়েছে
অসহায় পুরুষের ব্যর্থতার
দীর্ঘতম তালিকা।

তাই–
আমি বিশ্বাসী আর বিনম্র আর উদাসীন।
বিশ্বাসী–
প্রভুর করুণায়;
নির্ভরতা
তাঁর দয়ায়;
মুগ্ধ তাঁর অপরিসীম দানশীলতায়, তাঁর মহিমায়।

পৃথিবী বদলে দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন ঠাকুর্দা;
দেখেছিলাম
ধীরে ধীরে নদী কেমন বয়ে যাচ্ছে অন্যখাতে;
মরা বালিতে উদ্‌ভিদ নাড়ছিলো মাথা
জেগে উঠছিলো শস্যক্ষেত;
ঠাকুর্দার চোখে অপরিমেয় স্বপ্নবীজ
অপরিম্লান শস্যভান্ডার।
পরিশ্রুত প্রতিজ্ঞা, তাও ছিলো নির্দ্বন্দ্ব।

এই সবই নিরর্থক যদি পশ্চিমী ঝড়ের আস্ফালন
রুখে দেবার
না থাকে সামর্থ্য।

BANGLADARSHAN.COM

আর ঘটেছিলো ঠিক সেই রকমই, ঠিক সেই রকম
উঠলো ঝড় আদিগন্ত কাঁপিয়ে
উড়ে গেলো স্বপ্ন-খচিত বইয়ের পাতা,
ফুটে উঠতে লাগলো
শয়তানের দৃষ্টিনন্দন পণ্যপৃথিবীর নির্দয়।
কারা যেন ইচ্ছে করলো বিনিময়
অমনি মুখ লুকোলেন ঠাকুর্দা মেঘপাহাড়ের আড়ালে।

আমাদের শিরদাঁড়া এখন তুলতুলে কষ্টেসৃষ্টে ধরে রেখেছে মাথার খুলি
খুব হালকা, যে কোনো হাওয়ায়
ঘুরতে পারে হাওয়া-মোরগের মতো
মেধাহীন নিস্পন্দ একতাল মাংস।

আমি
দ্রোহহীন অসফল এক পুরুষ
ব্যর্থতার দীর্ঘ তালিকা রয়েছে টাঙানো আমার দরজায়,
এবং আমাদের।

BANGLADARSHAN.COM

দুই

বয়ে বেড়াই পরাজিতের গ্লানি, এক গৌরবহীন অর্ধনমিত পতাকা–
আমার জীবন।
হিমযুগের ওপার থেকে ভাসতে ভাসতে এসেছি কাঠকুটোর কঙ্কাল,
জানিনা আমার গন্তব্য; কোন নিস্পন্দতার নৈরাজ্যে
হবে তার অবসান! আর তা
কোন মুহূর্তে।

যাত্রা কোরেছিলাম একদিন কোন সকালে। তখন
পথই ছিলো আমার অন্বিষ্ট,
আর কখন যে আমি বৃত্তে পড়েছি বাঁধা,
চলমান এক বৃত্তে রেখেছি পা!
সকাল থেকে রাত সমাধিভূমির নিশ্চল বিষাদ,
শ্লেজ গাড়িতে এসে পার হচ্ছি তুষার মেরু!
পার হতে পারবো কি কোনোদিন? পারবো কি?

বুঝতে পারছি–কোলকাতার ফুটপাতে
ধুলোমাখা যে ভিখিরি বালক
খেলা কোরছে পথকুকুরের সঙ্গে,
তার বন্ধুতার নিষেধ নেই;
দুটি মুক্ত জীবনের নিরহংকার সৌহার্দ্য,
নেই প্রতিদানের অপেক্ষায়, নেই বিচ্ছেদ।

কার পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটবো,
কোন ধ্রুবতারা আমার লক্ষ্যে!
পৌঁছে বলবো–এইতো পূর্ণতা;
এতো গদ্যময় খিদের রাজ্যে পার হয়ে
পৌঁছে গেছি সবপেয়েছির দেশে।

বয়ে বেড়াই এইসব চেতনা এক পরাভূতের আত্মা–
এক অর্ধনমিত পতাকার জীবন।

BANGLADARSHAN.COM

সাধারণ হয়ে বাঁচি

সকলেই বেঁচে থাকে একান্ত নিজের মতো করে।
কেউ কেউ ভাবে
ইতিহাসে ও স্মৃতিতে স্বর্ণাক্ষরে
তার নাম লেখা হবে, অথবা থাকবে কিছুকাল।

সাধারণ যারা, ভাবি, প্রাণ ধারণেই নাজেহাল
সংসার সন্ত্রাস, প্রিয় পরিজন
মুখ চেয়ে আছে আমাদের।
পাথুরে মাটিতে বীজ বপনের প্রাণান্ত প্রয়াস
করে, আকাশের দিকে চেয়ে, দিন গুনে
যাদের জীবন যায়, তাদের তো
স্বপ্ন দেখা ভুল।

BANGLADARSHAN.COM

তবুও তো স্বপ্ন দেখি, গুনে চলি তারপর স্বপ্নের মাশুল;
যদিও সে সব স্বপ্ন সাধারণ, প্রতিদিনকার
বাসি হতে থাকা প্রেম, প্রেমের ফসল
শিশু, ও ওদের ভবিষ্যৎ
ঘিরে কিছু উজ্জ্বল দিনের;
তার বেশি নয়।

আমার বাবার মতো ধর্মভীরু, নিতান্ত নিরীহ দিনগত পাপক্ষয়
করে, মরে গেছে যারা, তারাও
নিজের মতো করে,
একান্ত নিজের মতো নয়, তবে সংসারের সবার মতন
হতে চেয়ে, প্রচলিত নিয়মের প্রতি
আনুগত্য দেখিয়ে, মাটির গন্ধ মেখে
সমস্ত শরীরে, বেঁচে ছিল; বাঁচবার
স্বপ্ন দেখেছিল শুধু সন্তানের মুখে
দু মুঠো অন্ন তুলে দিতে।

ধুলো বা পাথরে, বালি, ঘাসের সজল শান্তিতে
ঢাকা আছে বলে
প্রকৃতির অবিরল বিরুদ্ধতা থেকে জনপদ
প্রাণধারনের যোগ্য মাতৃদেশ হয়ে ওঠে,
না হলে শ্মশান, মরুভূমি।

পুরাণ বা ইতিহাস লোকশ্রুতি নিতান্ত মরশুমী
ফসলের মতো মৃত অক্ষরে সাজিয়ে রাখে
কারো কারো মুখ।

সাধারণ হয়ে বাঁচি নিতান্ত ঘাসের মতো,
নই স্বপ্নভুক।

BANGLADARSHAN.COM

অনৈসর্গিক চতুর্দশপদী

১

কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে পরিচিত দেশ-কাল-মানুষের মুখ?
এ আমি কোথায় যাচ্ছি? মরুযাত্রিকের চোখে মুখে
গরম বালির ঝড় আছড়ে পড়ছে। পড়ছে তো পড়ুক,
এখনো চৈতন্য পারে সমুত্থিত ঝড় দিতে রুখে।
এ সত্য, বস্তুর চেয়ে ধ্রুবতায় নিশ্চিত বাস্তব
বোধে নিয়ে গেলে প্রাণ জ্বলে ওঠে সহজ নিয়মে;
চারিদিকে পতনের শব্দে বুঝি—জমে ওঠে শব,
শবের পাহাড়। আমি শব হয়ে যাবো কালক্রমে?

বেঁচে কি রয়েছি, ছিলো যে রকম পূর্বপুরুষেরা
উৎসবে, বিলাসে, কামে, বিশ্বাসের বিদীর্ণ ভূমিতে
পা ডুবিয়ে? যেরকম ছিলেন অভ্যেসে তারা,
প্রিয় সন্তানেরা
তাঁদের। এখন ক্লান্ত; পরাজয় বাজে ধমনীতে।
মনে হয়—তারা আজ কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে
এই দেশকাল
পরিচিত নয় আর। মৃত্যুর গহ্বর নিয়ে
জেগে উঠছে রাত্রির পাতাল।

২

বিদায়ী দিনের শেষ আলো এসে পড়েছে শরীরে;
এখন নিশ্চিত জানি—আমার ভ্রমণকাল শেষ
হয়ে এলো; তারাগুলি ফুটে উঠছে চন্দ্রাতপ ঘিরে
দারুণ উজ্জ্বল। তুমি হে অসীমা! দীর্ঘ স্বপ্নাবেশ
থেকে কী নিষ্পাপ মুখ নিয়ে আজ দিনের বিদায়ী
আলোয় এসেছো! এই যৌবনের উত্তাল তান্ডব
শুরু হয়েছিলো, আর শুরুতেই তুমি পরিযায়ী
পাখি হয়ে উড়ে গেলে। নিভে গেলো দুরন্ত উৎসব।
তারপর কতো রাত তারাদের নিরুচ্চার ভাষা

BANGLADARSHAN.COM

বুঝে নিতে কেটে গেলো! দিন। সেতো অফুরান নয়।
তোমার পাখার ধ্বনি শুনে যাবো এমন দুরাশা
বুকে নিয়ে বহুবার বহুবার বহু মৃত্যু জয়
করেছি। শরীর থেকে ঝরেছে পালক। আজ
যখন একাকী
বিদায়ী আলোয়, তুমি ফিরে এলে পরিযায়ী পাখি।

৩

সকলি যায় না, থাকে অবশেষ বোধের ভিতরে।
সকলের বোধে নয়। সংবেদী মানুষ শুধু জানে
শূন্যই খেয়েছে তাকে, সে আছে সম্পূর্ণ চরাচরে
নির্জ্ঞান শান্তিতে মিশে। প্রকৃতির অলক্ষ্য বিধানে
সে প্রিয় শরীর ছেড়ে আলো জল মাটি ও বাতাসে
ফিরে গেছে। এরকম যাওয়ায় কোথাও কোনো ঘাস
নড়ে না; ওঠেনা কোনো বিচ্ছেদের বাষ্প; পরিহাস
এমনই। মানুষ তবু, সে আছে–ভাবতে ভালোবাসে।
BANGLADARSHAN.COM
সে আছে কি নেই– ভেবে জীবিতের দাঁড়াবার মতো
মাটি নেই পৃথিবীতে। সকলেই ত্রস্ত। পেছনের
দিকে মুহূর্তের জন্যে ফিরে দেখা, তারপর চলা অবিরত
যে যার দৃষ্টির আলো ফেলে দ্যাখে যতোদূর। ঢের
যাওয়া হলো। থেমে যদি যাই, কেউ রাখবে কি মনে?
সংবেদী মানুষ রাখবে কিছুদিন, তারপর যাবো বিস্মরণে।

৪

শব্দের ভিতরে এতো নৈঃশব্দ রয়েছে অন্তহীন,
ঠিক যেরকম থাকে আদিগন্ত বিস্তীর্ণ নদীর
আকাশে; নির্ঘুম তারা–তারাদের স্বরাট স্বাধীন
শূন্যের সাম্রাজ্যে আমি; অবিরল খননে গভীর
সত্যের মুখশ্রী পাবো, এই ভেবে শব্দকে বাজাই।
পাথর ফাটিয়ে যারা উঠে আসে মনে হয়–তারা
বাচাল, ভিখারী, নিঃস্ব। আরো নিচে খুঁড়ে চলে যাই
দেখি, পাতালের শূন্যে অনুরূপ শব্দের সাহারা।

শূন্যের সমুদ্র ছেঁচে শব্দ তুলে এনেছি যখন,
রেখেছি বিন্যস্ত বাক্যে; ভেবেছি তা অপরূপ আলো
বিকীর্ণ করেছে যেনো কবিতায়; অভাবিত অর্থের ক্ষরণ
এইভাবে হবে, যদি মানুষের বোধের ধারালো
আলো পড়ে। কিন্তু কই; এ কবিতা অতিশয় দীন।
শব্দের শূন্যতা ভরে দিতে যে পারিনি অন্তহীন।

৫

যে যার নিজের মতো, কেউ কারো অনুরূপ নই;
যেমন প্রতিটি গাছ একই প্রজাতি, তবু স্বাতন্ত্র্যে স্বরাট!
প্রকৃতির এই শিল্প মানুষেরও। বিচিত্রের হাট
বসিয়েছে কোন্ মহাশিল্পী? আমি রহস্যের থৈ
পাই না, পাবে না কেউ। প্রাজ্ঞজন, তোমরা কি পাও?
যেরকম ভোর হয়, প্রতিদিন প্রত্যাশা জাগায়
দিনের শুরুতে,–জানি, পুনরাবৃত্তিতে হবে
বর্ণহীন, তাও
অসম্ভব স্বপ্ন আনে; দিন যায়, স্বপ্ন মুছে যায়।
যে যার নিজের মতো। অনুরূপ নই বলে, তুমি
আমাকে এমনভাবে গ্রাস করো; এতো তীব্র টানে
টেনে নিয়ে যাও নৌকো; মধ্যগাঙে বসে তীরভূমি
দেখি...কতোদূর! ফের ফিরে যাবো সন্ধ্যার উজানে
তোমার কাছেই, এতো আগ্রাসী তোমার ভালোবাসা!
ভিন্ন প্রতিভায় জ্বালো, তাই টান এতো সর্বনাশা।

৬

দু একটি আকাঙ্ক্ষা থাকে একজন্মে হয় না পুরণ;
মনে হয়, আরো জন্ম প্রয়োজন, যদি তাতে মেটে
এমনই দুরন্ত চাওয়া; ছুটিয়ে সে মারে অনুক্ষণ;
যতোই বিরুদ্ধ হোক, যেরকম ঢেউ কেটে কেটে
প্রাণপণে, মজ্জমান ব্যক্তি চায় মাটির আশ্রয়,
সেরকমই এই চাওয়া। এ জন্ম যথেষ্ট নয় পেতে

BANGLADARSHAN.COM

তোমাকে অসীমা! চাই জন্মজন্মান্তরের অক্ষয়
জীবন, কে পায়? আমরা উঠি বসি মৃত্যুরই সঙ্কেতে!

অথচ প্রাপ্তির ঘর শূন্য তো থাকে না, কতো দানে
ভরে যায় সামান্যের তুচ্ছ ও মহৎ ইচ্ছেগুলি;
চাইনি, পেয়েছি তবু অভাবিত দানের কল্যাণে;
শূন্য তো থাকেনি, প্রিয় বস্তুভারে ভরেছি এ-ঝুলি;
তবু কেন মনে হলো–কিছুই পাইনি; হাহাকারে
ভেঙে যাই, তুমি থাকো জ্যোতির্ময়ী, দূরের পাহাড়ে।

৭

তোমার সুন্দর ওই ফুটে আছে করবীর ডালে।
শোনো, প্রৌঢ় কবি! দীর্ঘ পদযাত্রা কেন তীর্থে গিয়ে
শেষ হবে জানো না তো! চাঁদ, ছেঁড়া মেঘের আড়ালে
ডুবে যাচ্ছে, দ্যাখো; তবু জ্যোৎস্না পড়ে তারই ফাঁক দিয়ে
ঘাসের উপরে; হিম পৃথিবীর মৌন সমাহিত
শান্তি এইখানে শুয়ে; আর তুমি রয়েছো অসীমা
ওইভাবে। কাল, স্থির হয়ে আছে বড়ো সমর্পিত
আত্মার মতন। থাকো, প্রেমিকের একান্ত গরিমা।

চলে যাক শীতঋতু, তুমি থাকো করবীর ডালে
একটি করবী হয়ে বিকেলের রোদের মায়ায়;
প্রৌঢ় কাল শূন্য বলে মনে হবে ওটুকু হারালে;
অসীমা, শূন্যতা নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা যায়?
তুমি তা জেনেছো বলে ফুয়ে আছো, আমার সুন্দর।
থাকো অন্তরাত্মা জুড়ে জাগরণ, ঘুমের ভিতর।

BANGLADARSHAN.COM

পথ রয়েছে, থাকবে, কিন্তু...

পথ রয়েছে, থাকবে; কিন্তু আমার পায়ের চিহ্ন তো থাকবে না;
যা থাকবে তা শাদাপাতার মুদ্রিত অক্ষরে,
তার বেশি নয়
পোকায় কাটবে তা-ও–
বই অথবা পাণ্ডুলিপি, সুরক্ষিত চিঠিপত্র
বিবর্ণ সব ছবি
উইকাটা এক কম্বলে সব জড়িয়ে রেখে মাচায়
নিতান্ত এক জীবনযাপন, তার বেশি নয়
দাবিও নেই কোনো।

দাবি করলে বাড়বে যদি
মনকে বলি
আমার কথা শোনো
একার জন্যে কিই বা লাগে
একলা হতে শিখেছি বারবেলা
যুগটাও তো একা হবার দৌড়ে মাতাল
একার বোঝার ভারে
শিরদাঁড়া সব দুমড়ে মুচড়ে পড়ছে, পড়বে
যতই দিন যাবে
ভোগ্যপণ্যে বোঝাই ফ্ল্যাটে
একলা মানুষ
টেলিফোনের দিকে
কান রেখে আধ-ঘুমের দেশে জাগবে প্রহর, যদি
দূর দেশে তার রাখালছেলে বাজায় মিষ্টি বাঁশি
‘কেমন আছো তোমরা?
আমরা ভালোই। রাখছি তবে?’

পৃথিবীতে হাতের মুঠোয় এসেই গেছে কবে
হাত বাড়ালেই স্বর্গ থেকে
সুখের ঝর্ণা

BANGLADARSHAN.COM

ভাসাচ্ছে ঘরবাড়ি
মানুষ কেবল ছুটছে এবং ছুটছে এবং ছুটে
সবার আগে পৌঁছে যাবার দারুণ খেলায়
করছে ঠোকাঠুকি

কি পেলে তার সুখ
অথবা না পেলে নয় সুখি
বোঝার মতন বোধ হারিয়ে
সরে যাচ্ছে দূরে;
আমার থেকে তুমি
এবং তোমার থেকে আমি
যাচ্ছি সরে।

মিডিয়া দিনরাত্রি ধরে বলে যাচ্ছে–
ভুগছে ক্রিকেট জ্বরে
সারাটা দেশ
শেয়ারবাজার তেজী
শ্রীলংকা নয়, ইন্ডিয়া হোক অনেক রানে জয়ী
আমরা সবাই তাকিয়ে আছি
টিভির পর্দা জুড়ে উত্তেজনা
দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসে সব সমস্যাই
সোজা জলের মতো।

পাড় ভেঙ্গে গ্রাম গ্রাস করছে মহানন্দা, গঙ্গা অবিরত
কেউ পাশে নেই
নিঃস্ব মানুষ
ছুটছে টাকার খোঁজে
ঘোলাজলের ঘূর্ণিতে মুখ দেখছে আকাশ
সূর্য চন্দ্র তারা
হাওয়া বইছে লক্ষ ফাঁকা বুকের হা হা নিয়ে
উপড়ানো গাছ, শেকড়গুচ্ছ
শূন্যে কিছু
আঁকড়ে ধরতে চায়

BANGLADARSHAN.COM

আমার মতো
ঘরছাড়া ওই মানুষগুলোর মতো
বুকের ওপর আছড়ে পড়ছে হাত।
ধর্মোন্মাদ দেশে দেশে বাধাচ্ছে সংঘাত
মৃত্যু এখন সংবাদেরও শিরোনামের
হারিয়ে গৌরব
নিয়মমাফিক উপস্থাপন
উপর উপর চোখ বুলিয়ে এসে
একটু থমকে দ্যাখা কোথায়
সুদ বেড়েছে ব্যাঙ্কে পোস্টাপিসে।
একটু নিশ্চয়তা
তাও নিশ্চিত নয়,
যুবক প্রবীণ বৃদ্ধ
কারো কাছে;
ত্রস্ত সবাই আতঙ্কে দিনরাত।
BANGLADARSHAN.COM
গ্রাম ছাড়ছে নিরন্নেরা
দখল করছে শহুরে ফুটপাত
স্বাধীন ভারতবর্ষ অর্ধশতক তো পার হলো
আকাশচুম্বী প্রাসাদ খাচ্ছে ধানজমি
আর কৃষক ছেড়ে লাঙল
শহরমুখী
শহর বাড়ছে হু হু
বসতবাড়ি প্রোমোটারের থাবায়।

কি নিয়ে আর লিখবো
চারপাশের দৃশ্য ভাবায় শুধু ভাবায়
শিরশিরে হিম হাওয়া উঠছে শিরদাঁড়াটা বেয়ে
পথ ক্রমশ ছোট্ট হয়ে আসছে
দেখতে পাচ্ছি দূরের ছবি

স্কন্ধকাটা ভবিষ্যতের
নীরব অগ্রসরণ দেখে
ভাবছি থেকে থেকে–
যেমন দেখবো ভেবেছিলাম
পথ গিয়েছে ভিন্নদিকে বেঁকে।

BANGLADARSHAN.COM

অস্থির সময়ের প্রশ্ন

আমার শিশুকে আমি এতোটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারছি না;
সে আজ সম্পূর্ণ অরক্ষিত!
তাকে ঘিরে সপ্তরথী, সৈন্যদের নিশ্চিদ্র প্রহরা;
তাকে ঘিরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

অস্থির সময়। শিশু বালক যুবক যুবতীর
চোখের ভাষায় যেনো বিভ্রান্ত দিনের সম্মোহন!
পড়ে নিতে চাই, কিন্তু অক্ষর অস্পষ্ট হয়ে আসে।

একদিন যে শরীর ছায়া হতো, সর্বস্বান্ত মানুষের পাশে
নিঃশর্তে, প্রত্যাশাহীন দাঁড়াতো;
যে কোনো অস্পষ্টতা
না রেখেই দৃষ্টিতে জাগাতো
অর্ভ্যথনা, সেই
চোখ কেনো এতো উদাসীন?

BANGLADARSHAN.COM

কি এমন ঘটে গেছে পৃথিবীতে? কেন স্বপ্ন এতো অর্থহীন
মনে হয়? অবিশ্বাস গড়েছে সন্ত্রাসকবলিত
আর এক পৃথিবী; একে অপরের মুখ থেকে গ্রাস
কেড়ে নিতে এতো যে তৎপর
কেন হলো, প্রশ্ন করি কাকে?

আগ্রাসী তিমির মতো বিশ্বায়ন গিলে খাচ্ছে জাতীয় সত্তাকে;
মানুষ হারাচ্ছে তার ‘ভূমিপুত্র’ আত্মপরিচয়
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে সাতসমুদ্দুর
পার হয়ে নীলরক্ত–ঈশ্বরের দেশে।

মেধা ও তরলসোনা ছদ্মবেশী বান্ধবের বেশে
লুণ্ঠনের আয়োজন; কুবেরপুরীতে করে জড়ো
তাবৎ লুণ্ঠিত রত্ন; প্রয়োজনে বাধায় সংঘাত;
মৃত্যু করে হানাদারি। বিশ্বজুড়ে তার আস্ফালন।

পঞ্চপান্ডবেরে পাঁচটি গ্রামও দেবেনা দুর্যোধন;
বিনা যুদ্ধে সে দেবেনা সূচ্যগ্র মেদিনী;
দেশে দেশে কুরুক্ষেত্র গড়ে তোলে আত্মপ্রয়োজনে।

বিবেক, বিদ্রোহ, শুদ্ধ মানবতা আজ শবাসনে
বসে আছে। এরকম ছিলো কোনোদিন?

অস্থির সময়ে বসে প্রশ্ন করি ষাটোর্ধ প্রবীণ।

BANGLADARSHAN.COM

চলে যাওয়া

চলে যাওয়া, শুধু চলে যাওয়া
দুধারে সেতুর মুখ মাটিতে ছুঁয়েছে
মাঝখানে
অস্পষ্ট বন্ধনী, নিচে জল
উচ্ছল স্রোতের শব্দ, হাহাকার...পিছে করে ধাওয়া
যতো যাই পিছে রেখে
থালা বাটি লোহা ও কম্বল
'যাবি যদি আয়...' কোন্ অলৌকিক স্বর দূরে ডাকে!

ঢালু পাড় জল ছুঁয়ে; এলোমেলো পড়ে আছে পাঁকে
অস্পষ্ট পায়ের ছাপ!—যাত্রী ছিলো ওরা?
শূন্য, না কি ভরা হাতে
যে যার ডেরায় গেছে ফিরে?

BANGLADARSHAN.COM

এইখানে পড়ে আছে কিছু ছেঁড়াখোড়া
অক্লান্ত পায়ের ছাপ।
এরকমই থাকে নদী তীরে
চিরদিন! তা-ও জল আপন তাগিদে
খেয়ে নেয়। তার বড়ো খিদে।

নিস্পৃহ থাকার কাল নয়

খুব বেশি নিস্পৃহ থাকার কথা ভাবি, কিন্তু
হতে পারি কই?
অশ্বত্থ গাছের মতো ধ্যানীবৃক্ষ, অথবা শ্মশান–
ফলকের মতো নির্বিকার?

জঘন্য হত্যার দায়ে অভিযুক্ত এই সভ্যতার
উত্তরাধিকারী আমরাও,
পাথুরে আঙুলগুলো মুঠো করে ভাত তুলি মুখে।
আমাদের হাতে পায়ে চোখে ও চিবুকে
সামান্য কম্পন নেই,
নিথর...নির্দায়...নির্বিকার।

খুন, রক্তপাত, জিঘাংসার
খবরে সকাল রাত দিনভর অনুভূতিমালা
ভোতা হতে থাকে, হয়ে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

ডলার নামক প্রভু কখন যে নিঃশব্দে দাঁড়ায়!
সম্মোহনী জাল ফেলে বড়ো বা মাঝারি
খুদে মাছ
ধরে ফের ফেলে দেয় জলে।

আমরা যে মুক্ত, জানি বিজ্ঞাপনের যাদুবলে,
জেনে, পাশ ফিরে শুই; ধর্মযুদ্ধে দিতে হবে প্রাণ
সকাল হলেই, এই ভেবে।

চোখের স্বচ্ছতা ফের ফিরিয়ে কে দেবে
জানি না। এ কঠিন সময়
ডলার অথবা ধর্ম, প্রেম না কি প্রতিহিংসা, জয়–
কার দিকে? পরাজয় কার?

পারিনা পাথর কিংবা বিশুদ্ধ কবির মতো
হতে নির্বিকার।

প্রশ্ন বড়ো ক্লান্ত করে

স্বল্প দৈর্ঘ্য ছায়াছবি কতোটুকু জীবন দেখাবে?
যারা ছিলো একদিন স্ক্রিন জুড়ে,
তাদের সদম্ভ উপস্থিতি
নেই কোনোখানে, ঘাসে অথবা পাথরে।
না থাকাই স্বাভাবিক। খেলা
এই মাঠে উঠে নেমে, মাঠ জুড়ে–
নব্বুই মিনিট, তারপর
মাঠের স্তব্ধতা
জেগে আছে।

উঁচু থেকে নয়, আমি মাটিতে পা রেখে খুব কাছে
দেখতে চেয়েছি–কোন অর্থহীন প্রতিযোগিতায়
জলের মতন স্বচ্ছ জীবনও ঘূর্ণিতে
তলিয়ে যাবার সাধনায়
ছোটে দিশাহীন।

BANGLADARSHAN.COM

বাগানে ফুটেছে জবা, করবী, টগর। ওরা
মাটির এ ঋণ
শোধ করে দিতে ওই সুন্দরের হাট
বসিয়েছে; পাশাপাশি ঝড়ে ও বৃষ্টিতে
এ ওর শরীরে ছায়া ফেলে–
রূপে অরূপের
চরম উদ্ভাস।
সমস্ত বিলীন
হয়ে যেতে দেখি।

প্রতিযোগিতার এই প্রস্তুতি ও ঘোষণায় তবে রয়েছে কি
গোপন ব্যাধির বীজ বপনের গূঢ় আয়োজন?

স্বপ্নদৈর্ঘ্য ছায়াছবি, তার স্ক্রিনে আজ বিশ্বায়ন
ঘরকে করেছে পর, পর কি হয়েছে প্রতিবেশী?

প্রশ্ন বড়ো ক্লান্ত করে এসে জীবনের শেষাশেষি।

পন্যযুগের ডাক

এসো, লেখো, জয় করো, যশ অর্থ কেড়ে নাও তুমি;
নির্বোধই অপেক্ষা করে,
সহৃদয় সংবেদী পাঠক
পাবে একদিন–ভেবে তুমি হও দক্ষ সংগঠক;
যেখানে প্রতিভাবান সাজিয়ে রেখেছে রণভূমি,
সে তার দিব্যাস্ত্র রেখে পাশে ঘুমে অচেতন হলে
তুমি জয়যাত্রা করো, বুঝে নাও–
এ এক সময়
যখন মেলাচ্ছে হাত কবি, চোর, নেতা, বুদ্ধিজীবী।

পণ্যপ্রতিভার ভিড়ে নাভিশ্বাসে মুমুর্ষু পৃথিবী।
প্রতিভার জন্ম হয় বহুজাতিকের প্রয়োজনে।
মুকুট পরায় কিংবা খুলে নেয় ওরা ইচ্ছেমতো।
ওরাই প্রভু ও পরিত্রাতা।

BANGLADARSHAN.COM

দাস্যভাবে উপাসনা করো তাঁর, সর্বফলদাতা
তিনিই; পাঁচ লক্ষ টাকা, বিজ্ঞাপনী হ্যালোজেন মুখে
তোমার, তুমিই কবি, অনন্য প্রতিভা, বলে
চিনে নেবে সর্বজ্ঞ পাঠক।

সময় দাঁড়িয়ে হাসছে, সময়ই তোমার হন্তারক।
সে তো ঢের দূরে, তুমি লুঠে নাও
ধর্ম, অর্থকাম।

ঠান্ডা কাচঘরে বসে ভেবোনা
ঝরিয়ে কালঘাম
আত্মার উত্তাল দুঃখ ছুঁয়ে ছেনে কে লেখে কবিতা।
আমৃত্যু পুড়ছে কোন নির্বোধ–
শরীরে জ্বেলে অনির্বাণ চিতা।

ভাবনাগুলো কখন

ভাবনাগুলো কখন দুর্ভাবনায় বদলে যেতে থাকে
সরলরেখা আঁকতে গিয়ে এঁকে ফেলি বৃত্ত
আমার এখন এইরকমই।

এইরকম যে হবে, কথা ছিলো না;
শাদাকে শাদা আর কালোকে কালো বলতেই ভালোবাসতাম
মাটির টবে করবী আর রক্তজবা ফোটাবো
সারা শরীরে বৃষ্টি মেখে উদোম হয়ে নাচবো
মাঝমাঠে, এরকম, ঠিক এইরকমই
স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে উঠেছি, ঠিক এইরকমই।

অকৃত্রিমতার সাধনা ছিলো আমার।
ঐ মাটি ঐ জল, আর ঐ শূন্যতায়
মিলিয়ে যাবার প্রস্তুতিহীন আয়োজন, এই আয়োজন
অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের ওপর গা-ভাসানো
ভাসতে ভাসতে পৌঁছে যাবো কোথায়
কোন পাড়ে, ভাবিনি তো কোনোদিন।

BANGLADARSHAN.COM

অসম্ভবের স্বপ্ন নিয়ে খেলেছি, শুধু খেলেছি
দৈত্যের হাতের চেটোয় দাঁড়াবো তা
ভাবিনি কোনোদিন
বিড়ালছানার নির্ভরতায় চিড় ধরে না
মা তাকে মুখে কোরে রেখে আছে ছাইয়ের গাদায়
চেয়েছি সেই নির্ভরতা, ঠিক সেই রকম

একশো বছর বাঁচবো বলে তো আসিনি
উড়িয়ে দিতাম শাদা পায়রা ছেলেবেলাকার আকাশে
ফিরে এসে বসবে হাতের উপর, ছিল
অসম্ভবের আশা।
সকালের ফোটা ফুলের ওপর কাঁপছে শেষবেলার রোদ

আকাশ ঢেকেছে আঁধির ধুলো
সাদা পায়রা হারিয়ে গেছে মেঘ-পাহাড়ের আড়ালে

ভাবনাগুলো দুর্ভাবনা হয়ে এলোমেলো উড়ছে
ঝড় উপড়ে নিচ্ছে খুঁটি
উড়িয়ে নিচ্ছে ঘরের চালা
এখন এই মধ্য মাঠের শূন্যে
দৈত্যের হাতের চেটোয় আছি, দাঁড়িয়ে
আমার এখন এইরকম, ঠিক এইরকমই।

BANGLADARSHAN.COM

জ্ঞানত জেনেছি

ছেঁড়া কাঁথা গায়ে অতীতের কথা ভাবি–
স্বর্ণযুগের আমি না কি সন্তান
ইতিহাসে তার হদিশ পেয়েছে কেউ?
হয়তো পেয়েছে। আমি তো সন্দিহান।

চল্লিশ থেকে দুহাজার দুয়ে এসে
জ্ঞানত জেনেছি–পায়ের তলার ঘাস
কোমল ছোঁয়ায় মাটির রুক্ষতাকে
ঢেকে রাখে শীতগ্রীষ্মেও বারোমাস।

অনাবিল হাসি উধাও হয়েছে কবে?
ত্রাসে সন্ত্রাসে ভোর হতে কাটে দিন!
শিশু ও বালক উচ্ছল হতে ভুলে
গিয়েছে কবেই, হয়েছে যেন প্রবীণ।

BANGLADARSHAN.COM

রূপকথা নয়; এখন উজ্জীবিত
হয়ে ওরা দেয় মার্কিন দেশে পাড়ি;
দেশপ্রেম আজো হয়েছে উদ্বেলিত–
ঘটনা এমন ঘটেনা ক্রান্তিকারী।

মাঝমাঝে পথে ধুলোর ঘূর্ণি ওঠে
ছেঁড়ে কিছু তার, ওড়েও শুকনো পাতা;
প্রলয়ের কাল এলো কি? প্রবীণ ভাবে,
চিন রুশ থেকে এলো কি পরিত্রাতা?

ভুল ভেঙে যায় পাশ ফিরে শুয়ে, শেষে
ছেঁড়া কাঁথা গায়ে ডুবি অতীতের স্রোতে;
ভেসে যেতে যেতে দেখি–খা খা আকাশের
কোণে একফালি কালো মেঘ কোথা হতে
এসে জমা হলো কখন আগেরই মতো!

হয়তো প্রবল বৃষ্টিও হবে তাতে
বৃষ্টির শেষে পৃথিবীও শুনশান;
ঘরের ছাউনি ফুটে হলে, খড়কুটো
জড়ো করে কেউ খুঁজবে পরিত্রাণ।

এক বেশি কিছু ঘটে নাকি ইতিহাসে?
স্বর্ণযুগের কে দিয়েছে সম্মান?
দেখি—খ্রীষ্ট বা চৈতন্যের পাশে
চেঙ্গিজ আর হিটলার হেঁটে যান।

BANGLADARSHAN.COM

সরলরেখায় হাঁটি

সমপাদ্য বা উপপাদ্য কোনোদিনই মাথায় ঢোকেনি।
সরলরেখায় হাঁটি, সবশেষে বৃত্তাকার দিন,
মাথা গুঁজে তার মাঝখানে
এই এতোকাল।

উচ্চাভিলাষীর কাছে আস্তাকুঁড়ে জমানো জঞ্জাল;
সামান্যেই খুশি, নেই অন্তহীন প্রতিযোগিতায়।

একগুচ্ছ উচ্চাশা নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষের দায়
থেকে দূরে; একটুকরো জমি,
মাথা গুঁজবার মতো বারান্দা একফালি,
ক্লান্ত ধ্বস্ত শরীর সেখানে
নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নেবে, শুধু
এইটুকু চাওয়া।

BANGLADARSHAN.COM

রাজপথে মিছিলে গলা মিলিয়ে জানাইনি দাবিদাওয়া
সজোরে চিৎকার কোরে
–'দিতে হবে, আরো দিতে হবে।'
'অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়,
ছানা পোনা নিয়ে দুটো ভাত;
পরিবর্তে শরীর দুইয়ে নাও ঘাম রক্ত–;
এইটুকু, শুধু এই দাবি।

কে শোনে কাহার কথা! প্রতিশ্রুতিময় মৃগনাভি–
সুগন্ধ ছড়িয়ে ঘুমে নিশ্চেতন করে সারাদেশ।

চোখে হাত রাখি। ভাবি–দেখবো না
দ্রৌপদীর উলঙ্গিনী বেশ,
দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণের বীভৎস হাসাহাসি।
ওরা সব কেড়ে নিয়ে শান্ত হবে?
কোনোদিন হবে?
সরলরেখায় হাঁটি। হাত ধরাধরি কোরে–
রাজপথে আলো করে কৌরবে পান্ডবে।

তোমাকে হত্যার জন্যে

ছেলেবেলাতেই তুমি শিখে নিলে–আমরা সবাই
সকলের প্রতিদ্বন্দ্বী! ঠেলে বা মারিয়ে
যেতে হবে, জয়ী হতে হবে, তা
যেভাবেই হোক।

জেনেছিলো অভিমন্যু, মহাভারতের সেই
নিষ্পাপ বালক–
মাতৃগর্ভে বসে শত্রুসৈন্যের প্রাচীর ভেঙে
কিভাবে প্রবেশ, কিন্তু বেরিয়ে আসার
কৌশল জানার আগে মা
ঘুমিয়ে পড়লো, ফলে সেও
ঘুমে অচেতন।

যে শত্রু, চেনালো বাবা, কে বন্ধু কে বন্ধুর মতন
সুদিনে দুর্দিনে হাঁটবে পাশাপাশি
কাঁধে হাত রেখে
তাতো শেখালে না; শুধু ফার্স্ট
হতে হবে দৌড়ে; পিঠে
এক ব্যাগ বই নিয়ে
দুমড়ে মুষড়ে যেতে যেতে ছুট্।

কলকাতা বাঙালোর হয়ে পৌঁছে যেতে হবে আমেরিকা
এই লঙরুট
একালের মানচিত্রে ভূগোলের নতুন বিন্যাস।
শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর–সকলি মায়া
মনে রেখে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ
তোমার সাধনা!

যশ নয়, কীর্তি নয়, শুধু লক্ষীর আরাধনা–
আরো চাই, আরো।
বৃদ্ধাশ্রমে কাতরাচ্ছে বুড়ো মা ও বাবা; যদি পারো

BANGLADARSHAN.COM

বৎসরান্তে একবার দুদিনের জন্যে দেখে যেও;
তোমার ছেলেটা যেন সঙ্গে আসে,
শিখে নেবে করণীয় তার।

তোমার আরাধ্য প্রিয় বস্তুপুঞ্জ; চারপাশে দুর্ভেদ্য পাহাড়
নির্মাণ কোরেছো;
এই চক্রব্যূহে তুমি আজ একা, নেই
বেরুবার পথ।

তোমাকে হত্যার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে জয়দ্রথ।

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিদিন আমি

প্রতিদিন আমি বেঁচে থাকবার প্রেরণার গাছে
জল দিই ভোরে;
শুধু আমি নই, তোমরাও আছো, থাকো চিরদিন।
দুঃখে ও শোকে রোগজর্জর শরীরে এভাবে
থাকাও কঠিন।

মাটিতে পা রেখে হাঁটছি, এ সুখ সাধারণ নয়।
দুর্ঘটনায়
পড়ে গেলে খাদে, যেতে যেতে দেখি
বিশাল হাঁ-মুখ মেলেছে মৃত্যু।
কী ধরে বাঁচবো? বাড়িয়ে দিয়েছে মাটি তার হাত
বুনো গাছপালা লতাতন্তুর।
পাথরে আছড়ে পড়ছে আঘাত
থেকে যে বাঁচালো
তাকে ছেড়ে যাব কোন স্বর্গের হাতছানি দেখে,
কিসের আশায়?

ভূমিকম্প বা সুনামি, প্লাবন বা অনাবৃষ্টি দস্যু শাসায়;
নশ্বর এই শরীরটা নিয়ে ওরা লোফালুফি
করে যায় যুগ যুগান্ত ধরে।

তবুও মানুষ অবিনশ্বর জীবনজন্ম ফোটায় পাথরে;
মৃত্যুর মুখ ম্লান করে দিয়ে
হাসপাতালের বেডে উঠে বসে;
সকালের তরতাজা রোদ্দুর মুখে মেখে হাসে
শিশু ও বালক।
দিনের শুরুতে কেউই জানে না
সারাদিন যাবে
কেমন, কি ভাবে।

BANGLADARSHAN.COM

খটখটে দিন কালো হল মেঘে নামল বৃষ্টি;
থই থই জলে ডুবে গেছে মাঠ, তবু ও পায়ের
নীচে তার তাপ
সেই উত্তাপে আমাকে দিচ্ছে নতুন জন্ম
বাঁচি তার জোরে।

প্রতিদিন আমি বেঁচে থাকবার প্রেরণার গাছে
জল দিই ভোরে।

BANGLADARSHAN.COM

এখন প্রাণের দাম

এখন প্রাণের দাম কতো, বলে দিতে পারে রিমোট-কন্ট্রোল;
আয়ু তো প্রকৃত অর্থে পদ্মপত্রে জল–
মনে হতে না হতেই গলিতে শংকিত চলাচল
কানে আসে, কারা যায়?
সারারাত ঘুমোয়নি ওরা?

অজস্র সাপের এই আস্তানায়
গোখড়ো অথবা জলঢোঁড়া
বেছে যে পা রাখবো, তাতে জীবন কাবার হয়ে যাবে।

হরিণ বা কোলাব্যাঙ, যে-ই হই, ওরা ধরে খাবে।
এ হলো খিদের রাজ্য, জেগে উঠছে রাতের পৃথিবী।
সকলেই সশঙ্কিত বালবৃদ্ধ বাবু আর বিবি;
চক্ষুষ্মান সকলেই; কেউ কারো নির্দেশিত পথে
হাঁটেনা, হাঁটান ভান করে।

BANGLADARSHAN.COM

অশরীরী অন্ধকার শরীরী পাহাড় হয়ে পথের ওপরে–
যেনো চক্রব্যূহে বন্দী।
একা তুমি অভিমন্যু, বাঁচা অসম্ভব!
এতো ধর্মযুদ্ধ নয়, অন্তর্ঘাত...দূর থেকে শব্দভেদী বানে।

কোনো চিহ্ন পড়ে থাকবে না কোনোখানে।
শত্রু মিত্র একাকার। সকলেই অসহায় প্রাণী
প্রতিযোগিতায় নেমে
জেনে বা না জেনে গায়ে ঠেকিয়েছি পা।

এই বৈশ্যযুগে নামছে পৃথিবী জুড়েই অন্ধতা।
তোমার প্রাণের দাম কতোটুকু
ঠিক হবে শেয়ার বাজারে।
সেই দাম ওঠানামা করে প্রতিদিন।

এক চিলতে আকাশ নেই বুক ভরে শ্বাস নেবো
সম্পূর্ণ স্বাধীন।

সবাই বিভ্রান্ত নয়

ভালো নেই। ভালো থাকা এখন সম্ভব নয়। এখন দুর্দিন।
প্রেম নির্বাসিত, স্বপ্ন পলাতক
ইচ্ছা?–মৃতশিশু;
পেছনে নিষ্পাপ ছায়া, কার ছায়া? তাকে
ফিরে ফিরে দেখি,
ও কি আমার? সংশয়!
আমাদের আগে পিছে বুনো মোষ তাড়া
করেছে। সবাই ছুটছি।
সবাই বিভ্রান্ত, দিশেহারা!

সবাই বিভ্রান্ত নয়। বনসৃজনের ব্রতে বট, শালচারা
রোপন কোরেছে, সাতপুরুষের সঞ্চয় লকারে
ব্যাঙ্কে শেয়ারে লগ্নি; শেকড় গিয়েছে
বহুদূর। আরো দূরে...কতো?
এখানে বিভ্রম নেই।
জল নেই...এরকম
মেঘেদের আনাগোনা এখানে আকাশে প্রায় নেই।
সংকল্প–প্রোথিত পা, মেরুদন্ড
আকাশ ছুঁয়েছে...মনে হয়।

আজ আমাদের ঘিরে আত্মঘাতী ক্লান্তি ও সংশয়
এভাবে গোগ্রাসে গিলে খায়
দিন, মাস ও বছর!
নড়েচড়ে বসি। ভাবি–ভবিতব্য, সাফল্য, ব্যর্থতা
নিয়ে ভাবনার চাইতে স্বপ্ন-হীন ঘুম
ঢের বেশি ভালো।
স্থিরসত্য কিছু নেই। সত্যের অন্ত্যেষ্টি জমকালো
রকমের হয়ে গেছে বিশশতক ফুরোবার আগে।
উত্তাল স্বপ্নের ঢেউ আছড়ে পড়ে
ভাঙেনা তো পাড়!

BANGLADARSHAN.COM

আধখানা পৃথিবী আজো চির অপুষ্টি ও অনাহার
নিয়ে বাঁচে।
তৃতীয় বিশ্বের কাঁধে বিস্ফোরক বৈদেশিক ঋণ।

প্রকৃতি বা প্রেম নিয়ে ফুরিয়েছে কবিতার দিন।

BANGLADARSHAN.COM

এখন স্বপ্নেও

এখন স্বপ্নেও আর নারী নয়, ভেসে ওঠে
টয়েটো, কন্টেসা।

কি এক দুর্বোধ্য নীলনেশা
ডাকে—আয়, আয়
ঐ সমুদ্রের ওপারে স্বপ্নের দেশ, আয়।
এখানে কি আছে? পূর্বপুরুষদের ধ্বংসস্তূপে
প্রেতাত্মা বেড়ায়
দিনেও নির্ভয়ে, বুক ফুলিয়ে চৌরঙ্গী লিন্ড্‌সে স্ট্রিটে;
ওরা শুধু—
হাঁটেনা, সর্বত্র আছে। তাছাড়া এদেশ
অন্নবস্ত্রহীন, মরুভূমি ধূ ধূ।

আনন্দ নিয়েছে শুষে গন্ডুষে অগস্ত্যরূপী বেনে,
আমরা শুধু—
বেঁচে আছি হাড়গিলে শরীরে, কিছু রতিক্রিয়া,
ক্লান্তিকর দিনযাপন বরাদ্দ, নিয়ে। আর
দুর্বৃত্ত দাপিয়ে হাঁটে পথে ও সংসদে।

মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে দুর্যোধন লুকোয় না হ্রদে।
অদ্ভুত আবেশে চোখ বুজে থাকি,
ঠান্ডারক্তে, কিসের অন্বেষা?
স্বপ্নেও এখন আর নারী নয়,
ভেসে ওঠে টয়েটো, কন্টেসা।

BANGLADARSHAN.COM

শিখরে বসেছো বলে

শিখরে বসেছো বলে ভেবোনা যে গিরিখাদ অদৃশ্য হয়েছে।
সে আছে হা-মুখ মেলে, তুমি যতো আড়চোখে তাকাও।
ভেবোনা–এড়িয়ে যাবে, পতনের ভয় নেই আর।
তোমার উপরে আর কিছু নেই,
একমাত্র মহাশূন্যতার
শাসন রয়েছে। তুমি বসে থাকবে উত্তুঙ্গ চূড়ায়।

দূর সমতলে, অতি সাধারণ জীবনের প্রাত্যহিকতায়
পতন উত্থান জন্ম–তুচ্ছ জীবনের দায়
বহনের ভারে
নুয়ে পড়ে যারা, তারা
তোমার তো কেউ নয় আজ!
চোখ স্থির রেখে, পিছে ফেলে রেখে প্রিয়জন মানবসমাজ
পৌঁছেছো ঐখানে, তুঙ্গ খ্যাতির চূড়োয় আছো বসে।

BANGLADARSHAN.COM

কতো তারা জ্বলে আর কতো তারা পড়ে যায় খসে
খাদের আদিম অন্ধকারে, তুমি
দ্যাখো, কোনোদিন?

যে তোমার হাত ধরে শেখালো চড়াই, তুমি তার
সব ঋণ
ভুলেছো, ভেবেছো–তুচ্ছে মন দিলে কোনোদিন
হবেনা চূড়ান্ত শৃঙ্গজয়–
এই ভেবে–যুধিষ্ঠির ব্যস্ত পায়ে হেঁটে গেলো
স্বর্ঘ যেই পথে।
পেছনে রইলো পড়ে দ্রৌপদী, নকুল, ভীম,
সহদেব, অর্জুন ইত্যাদি
ওরা প্রিয় পরিজন সকলে সফল প্রতিবাদী,
তোমাকেই দিলো ছেড়ে সিংহাসন, যুদ্ধ শেষ হলে।

এমনই স্বার্থান্ধ তুমি, অনায়াসে ফেলে গেলে চলে
স্বর্গের উদ্দেশে। স্বর্গ–কতোদূর?
সিঁড়ি খুঁজে পেয়েছো কি তার?
আজো কি পেয়েছো? রাখছি এ প্রশ্ন আমার।

BANGLADARSHAN.COM

এক একটা সময় আসে

এক একটা সময় আসে মানুষ যখন বড়ো
একা হয়ে যায়;
কেনো একা? এই প্রশ্নে উদ্‌ভ্রান্ত চোখের
দৃষ্টি মেলে
চেয়ে থাকে। জানে না সে
কেনো প্রিয় পরিজন পরিবেশ ফেলে
চলে যায় তার মন কার টানে
কেনো যেতে চায়।

কতো মাস বছরের এতো মায়াজড়ানো সংসার
পথের অজস্র বাঁকে গোড়ালি-নিঃসৃত রক্তঘাম
জমে আছে; কতো অবিস্মরণীয় সুখস্মৃতি
বিছনার আরাম
শিশুর দুর্বার টান...মাংসশিল্প
অচ্ছেদ্য আত্মার।

BANGLADARSHAN.COM

সবি তো হয়েছে, তবে কেনো আজ একা মনে হয়?
উত্তর জানে না। কেউ সারল্যে ঈশ্বরপুত্র নয় কোনোদিনই!

জীবনে সহজ শর্তে অসংখ্যের কাছে সেও ঋণী
সবার মতোই,–সেও মহার্ঘ ও সামান্য সঞ্চয়
কোরেছে; পূর্ণতা নয়,
তবু কিছু তৃপ্তি তারো আছে এই
সংসার মায়ায়।
তবুও সময় আসে সে যখন একা হয়ে যায়।

রাজা হতে চাই

রাজা হতে চাই আজ সকলেই, প্রতিদ্বন্দ্বী সবাই, সবার।
নির্মাণে বিশ্বাসী নই,
যৌথ স্বপ্নের নেই দায়।
সুখের অজস্র উপকরণের আড়ালে হারায়
ব্যক্তির প্রতিভা।
কেউ স্বভাবের দোষে যদি হয় প্রতিবাদী
'অস্পৃশ্য'–ঘোষণা কোরে
ঢ্যাঁড়া দেয় পিটিয়ে তারাই
যারা বন্ধু, পরিজন, প্রতিবেশি।
অরণ্যে নিষ্ফল আর্তনাদই
তার ভবিতব্য দেখি–এই দৃশ্য মানচিত্র জুড়ে।

নিষ্পাপ নির্বোধ যতো ইঁদুরেরা মুগ্ধ হয়ে সুরে
চলে তার পিছু পিছু
মায়াবাঁশি টানে যাদুবলে।
যে যার নিজের শব টেনে নিয়ে যায়
গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে;
কেউই জানেনা–বাঁশিওলা তাকে টেনে নিয়ে যায়
কোন পথে? প্রশ্নহীন
অনুগমনের এক নির্বোধ প্রক্রিয়া
শুধু চলে।

জন্মান্ধ রাজার ছেলে, বণিকের, কোতোয়াল পুত্রের
দখলে
সারাদেশ। স্থির শান্ত গুঁটিপোকা
প্রজননে তৃপ্তি খোঁজে, বাড়ায় সংসার।
কোথাও কি জেগে আছে কেউ
এই নির্বিকল্প চেতনার ভার
নামিয়ে-ঘুমের দেশে,
অন্য এক আরম্ভের দিন

BANGLADARSHAN.COM

এনে দেবে?
আমার বিষাদযোগ ঘনিয়ে এনেছে মৃত্যুদিন।
কে নেবে গাণ্ডীব তুলে হাতে?
পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেশের স্বাধীন
আত্মা, পুনর্জন্ম চায়। এদেশের
রাজপথে গলিপথে সংসারের আনাচে কানাচে
এমন কী কেউ বেঁচে আছে?

BANGLADARSHAN.COM

এখনই তা নয়

ঘুম এসে নিয়ে যাবে আমাকেও, তাবলে এখনই
ঘুমের প্রস্তুতি নয়। জেগে থাকবো আরো কিছুক্ষণ।

আরও অনেকদিন দূরে থাক অনিবার্য অতিথি মরণ;
আমার রয়েছে ঋণ, পরিশোধ করে যেতে চাই।

অপরিশোধ্য ঋণ আলো মাটি আকাশের কাছে। শুধু তাই

শোধ দিতে পারি, যা মানুষের নিরাবেগ হাত
দিয়েছে। আবেগই জানে পরিশুদ্ধ আত্মার সন্ধান।

ভোরের প্রথম আলো ঈশ্বরের অযাচিত দান।
যদি বলো–প্রকৃতির, অর্থের হয়না হেরফের।

একান্ত দুঃখের দিনে তুমি হাত রেখে, কপালের
তাপ মুছে দিয়েছিলে, বসে ছিলে পাশে কিছুক্ষণ।

BANGLADARSHAN.COM

সেই যে নিঃশর্ত দান, যা আমার শান্তির কারণ,
মৃত্যুকে সরিয়ে দূরে উঠে বসেছিলাম সেদিন!

মানুষের কাছে দেনা বেড়ে গেছে শুধু অন্তহীন।

ঘুম এসে নিয়ে যাবে আমাকেও; এখনই তা নয়।
বেদনার্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবার এই তো সময়।

তুমি নাও

তুমি নাও, যতো নিতে পারো।
আমি তো চাই না। আছি আত্মার প্রগাঢ়
বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে।
এইভাবে বহুকাল আছি।

নোঙর তুলেছি নিয়ে গুটিয়ে সংসক্ত দড়িকাছি।
ঢেউ ভেঙে ভেঙে নৌকো অবারণ যায়–
দেখি বসে।

তারা জ্বলে, তারা পড়ে খসে।
ওদের নিজস্ব কোনো পরিচয় জানা নেই কারো;
যে যার নিজের পথ কোরে নিয়ে হাঁটে
তাতে জগৎ সংসারও
ভ্রূক্ষেপ করে না; তার গড়ানো চাকায়
ঘাস-মাটি
লেগে যায়, মুছে যায়; শব্দ কোরে ফাটে
মাথা বা হাড়ের গাঁট; তোবড়ানো রাজপথ
পরিপাটি
কোরে দিয়ে যায় যাতে সম্রাটের রথের মসৃণ
অক্লান্ত যাত্রার গতি
নির্বাধ নির্দ্বন্দ্ব হতে পারে।

গুপ্তধন খুঁজে পেয়ে প্রচন্ড চিৎকারে
ফেটে পড়ে কেউ কেউ–
সব সোনা লুঠে নিতে চায়!
‘এসবই আমার, আমি নেবো, সব নেবো’–সীমাহীন
দাবি ও খিদেয় ওরা ভুলে যায়
প্রতিবেশিদের
হাড়িতে শুধুই জল ফোটে, পোড়ে নাঙাছেলে
খিদের আগুনে।

BANGLADARSHAN.COM

অসহায় জননীর সান্ত্বনার শুকনো কথা শুনে
কাঁদেনা বালক আর’
এরকম অভিজ্ঞতা এই জীবনের
কোথায় জমেনি? শুধু থকথকে বিষাদ
শুকিয়ে পাথর হয়; পাথরে ফলে না শস্যদানা।

যেটুকু সঞ্চয় করি, মাঝে মাঝে বর্গী দেয় হানা,
মন্দির মসজিদ দেয় গুঁড়িয়ে,
বিগ্রহ ভেঙে লেপে দেয় কালো।
কে জ্বালাবে ধ্বংসস্তূপে আলো?

BANGLADARSHAN.COM

যৌবনেই হয়ে যাই

অনিত্যে বেঁধেছি বাসা। প্রতিদিন বস্তু খুঁজে মরি।
সন্তের আরাধ্য স্বপ্নে আমি নেই,
মানুষের সামান্যতে বসতি আমার;
সাধারণ দুঃখে হই আলোড়িত, তুচ্ছ সুখে
আমার সংসার
উদ্বেলিত হয়। দেখি–ঈশ্বরীয় আলো
জ্বলে আছে করবীর ডালে। এই ভালো,
সব চাইতে–মনে হওয়া ভুল? ভুল নাকি?

অনিত্যে আমার শান্তি,–হোক শীত রাত্রির জোনাকী,
নিভে যায় বলে তার এমন দুরন্ত জ্বলে ওঠা!
অবিচ্ছিন্ন শান্তিকাল ছিলো কোনোদিন ইতিহাসে?
কিছু মেঘমুক্ত দিন, কিছু দিন ঝড় হয়ে আসে,
শেকড় উপড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে বড়ো বনস্পতি।
মনে হয় কেউ নেই। এ মুহূর্তে এতো বড়ো ক্ষতি
জীবনের এই অপচয়
মনেই রাখবে না কোটি বছরের এ পৃথিবী এতো উদাসীন।
তবুও বিষাদ থেকে উঠে আসে আশা অন্তহীন;
সমুদ্রমন্থন থেকে লক্ষ্মী উঠে আসে হাতে সোনার কলস।
শুধুই অমৃত নয়, বিষও ওঠে
শ্রমের ফসল নিয়ে হয় কাড়াকাড়ি;
দেবতারা কেড়ে নেয় আকাঙ্ক্ষিত অমৃতের হাড়ি;
বিষপানে নীলকণ্ঠ হয়ে ওঠে অনার্য পুরুষ।

কম্বলও জোটেনা। শীত তাড়াবার জন্যে চাই তুষ
অথবা দু আটি খড়। এ টুকুতে খুশি হতে পারে
সংখ্যাহীন মানুষেরা,
লোকগণনায় তারা হিসেবের মধ্যে আজো নয়।

BANGLADARSHAN.COM

তাদের সাফল্য নেই, জয় নেই, নেই পরাজয়;
একটানা করাতকলে তাদের শরীর মন হয় ফালা ফালা।

সর্বস্ব দিয়েও দেখে, তাদের সামান্য সুখ মুছে দিতে
কার কর্মশালা
গোপনে সক্রিয়। তার পরাক্রম খুবলে খায়
নিত্যবস্তু, শ্রমের স্বেদের খুদকুড়ো।
অনিত্যে বেঁধেছি ঘর। যৌবনেই হয়ে যাই ত্রিকালজ্ঞ বুড়ো।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষ, ঈশ্বর নয়

মানুষ ঈশ্বর নয়, রোগ, শোক জরার অধীন
মৃত্যু শেষ পরিণাম প্রাকৃতিক নিয়মের বশে।
এ সত্যে বিশ্বাসী নয় বলে একজন অপরের
জীবন দুঃসহ কোরে তোলে, ভাবে–
ছোট্ট মুঠোয় ধরা দেবে একদিন
তাবৎ সংসার।

যথেষ্ট কুলীন নয় বলে গ্যাস চেম্বারে হিটলার
ইহুদি নিধন করে। একা রাজ্য খাবে দুর্যোধন।
কতশত কুরুক্ষেত্র–স্বামীহারা পুত্রহারা নারীর ক্রন্দন
শোনো কান পেতে–
মাটি যতো রুক্ষ হোক, ধরে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষও ঈশ্বর হয়, শুভঙ্কর বোধে যারা বাঁচে
শুধু তারা জানে; কিন্তু বড়ো অসহায়।
তাদের জানার কোনো মূল্য নেই;
শকুনির কূটবুদ্ধি তাদের নির্বোধ কোরে রাখে।

মেরুদন্ড কিনতে চাই–বলে দর হাঁকে
কারা ওই? পান্ডবেরা মাথা নীচু কোরে যায় বনে।

‘বনবাস শেষ হলে ফের শুভক্ষণে
ফিরে পাবে রাজ্য, পাবো প্রজাবর্গ, হারানো সম্পদ
কাঁটাবন ছেঁটে পথ সুমসৃণ কোরে, ফের অবশিষ্ট দিন
নির্বিঘ্নে যাপন কোরে উত্তরপুরুষে দিয়ে যাবো’–
ভাবনা উদ্বেল করে, স্বপ্নে চোখ বুঁজে আসে বেশ।

এদিকে বোতাম টিপে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ কোরে
যায় শত্রুদেশ–;
পুড়িয়ে ছারখার কোরে ভাবে–এই মানুষই ঈশ্বর;

অনন্তকালের বুকে অন্ত্যকাল বুঝে নিয়ে
তারা ও তাদের অনুচর
বেঁচে থাকে কিছুকাল। তারপর
জরা-ব্যাধি মৃত্যু দেয় হানা।
এসব সত্যের দায় জানা, তবু থেকে যায়
তেমনি অজানা।

BANGLADARSHAN.COM

নিঃস্ব কোরে নাও

ধরো, নিঃস্ব কোরে নাও সর্বস্ব আমার।

ওই দ্যাখো, ছায়া কাঁপছে শ্বেতকরবীর মূলে;
ও কার? ও কার?
কে ওখানে ওঁৎ পেতে, ফুঁ দিয়ে নেভাবে বলে
আটান্নটি জ্বলন্ত মোমবাতি?

সরিয়ে নিইনি হাত মানুষের কাঁধ থেকে, আছি
শেকড়েবাকড়ে এক জড়ানো জীবন;
কোন মহাকালের করাতি
আমাকে বিচ্ছিন্ন কোরে দেবে বলে চালায় করাত?

শিখর আড়াল কোরে হা-মুখ মেলেছে গিরিখাদ!
অন্তর্বাহী রক্ত চলাচল
যে কোনো মুহূর্তে যদি থেমে যায়
তোমাকে দিয়েছি প্রতিশ্রুতি
সম্পূর্ণ করার আগে, আমাকে বিহ্বল
করে যদি; স্থির হতে হতে যদি নিভে যায়
বাঁচার আকুতি–
যা কিছু দেবার জন্যে রেখেছি সঞ্চয় কোরে, তার মহাভার
বইতে পারবোনা।
নাও, নিঃস্ব কোরে তুমি নাও সর্বস্ব আমার।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষের জানা আছে

কী আর জানার আছে? মানুষের অভিজ্ঞতা বহুপথ হেঁটে
জেনেছে–কিছুই নেই নতুন জানার।
অথবা হয়তো আছে–
সংকট মুহূর্তে কোনো বিষণ্ন আত্মার
গভীর কান্নার স্বর–অর্থ তার চিরদিনই
থাকবে অজানা!
ব্যক্তি, তার নিষ্ফলতা বোঝাতে পারবে–এরকম
ভাষা নেই। সব নিষ্ফলতা ঝেড়ে ফেলে
যখন সক্রিয় হয়ে ছোটে ফের
পায়ে লাগে পাথরে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে,
বাঁচার সামান্য অর্থ খুঁজে পায়।
এরও কিছু প্রয়োজন আছে।

BANGLADARSHAN.COM

এতো যে প্রাচীনা হলো পৃথিবী, শেখেনি কেউ
আজো তার কাছে
নিঃশর্তে দেবার মতো আনন্দের অর্থ বুঝে নাও।
বট-অশথের মতো শর্তহীন প্রশাখা ছড়াও
বহুদূর...যতোদূর মানুষ উদোম হয়ে
আশ্রয়ের আকুল আগ্রহে
ছোটে, কিংবা বাসা বাঁধে। তুমি হও মানুষী প্রতিভা।
তোমার তাবৎ সৃষ্টি-আশা-স্বপ্ন
মানুষের উত্তরাধিকার।

আমার সন্তানই থাকে দুধেভাতে–এরকম ইচ্ছে সবাকার
হলেও ফ্যানের বাটি নিয়ে ঘোরে আমারি সন্তান;
মাটির ভূস্বর্গ ভাগ কোরে নেয় বানরেরা,
এমনকি–শূন্যকে জরিপ
কোরে নেয়। নোনা জলে ঘেরা ভেরি, দ্বীপ-অন্তরীপ
বেদখল কোরে নিয়ে
অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে হাত

বাড়ায়–এসব জানা আছে দীর্ঘপথ হেঁটে হেঁটে।
কারো পা বামন হয়ে ত্রিপদে পৃথিবী মাপে
কেউ বন্দী ঘরেই রিকেটে,
অথবা চলার যোগ্য পা-ই নেই, তবু কিছু
থাকেনা অজানা।

ক্ষত নেই, তবু কুষ্ঠ রোগী, অন্ধ না হলেও কানা,
বোবা না হলেও মুখ বুঁজে শোনো–
কারা হাতে নিয়ে
প্রকাশ্যে অথবা অন্ধগলিপথে ঘোরে
নিয়ে লোহার শেকল!

তারা দেবতার মতো! মানুষের মতো অবিকল।
তোমার বাঁচার সুতো তার হাতে
তুমি শুধু নির্বোধ ভালুক।
ইংগিতে নাচবে তুমি, বেয়াদপ হলে পিঠে
আছড়ে পড়বে সপাটে চাবুক।

BANGLADARSHAN.COM

কবিতা আমার

কবিতায় আমি গড়েছি আমার ঘর,
কবিতা আমার আরাধ্য ঈশ্বর।

সামান্য সুখ, দুঃখ অপরিসীম
অনুভব আর প্রজাশাসিত কথা
এক বিন্দুতে মিশেছে, সিন্ধুতেই
মিশে যাওয়া তার চরম সার্থকতা।

কবিতায় বাঁচি, কবিতায় যাই মরে,
দুইটি নদীর মাঝখানে জাগে চর।
সংসার বাঁধি রক্তের অক্ষরে।
আমি ও আমার কবিতার ঈশ্বর।

BANGLADARSHAN.COM

আমি থাকি

এতো যে মানুষ! তবু আমি থাকি একজন
মানুষেরই খোঁজে।
পাইনি তা নয় তুমি
প্রতিচ্ছায়া হয়ে
আছো, ধরে
প্রখর গ্রীষ্মের দিনে মাথার উপরে ছাতা–
তোমার হৃদয়;
ভাঙা সাঁকো পার হতে দীর্ঘ হাত মেলে ধরো
নিতান্ত সহজে!
যখন নিজেরই নেই সেরকম সুস্থ সুসময়।
নড়বড়ে সাঁকোর যাত্রী দুজনেই;
অসংখ্য মৃত্যুর ভারে থাকি জড়োসড়ো,
তখনো বাড়াও হাত এ কঠিন সময়কে পার
কোরে দিতে, মানুষের এই দান
মানুষেরই যোগ্য অহঙ্কার।

আমি যে-শহর এতো ভালোবাসি, তাকে কেনো
সুন্দরবনের
ভয়ংকর প্রতিরূপ মনে হয়?
শিকারী জন্তুর
চলাচলে রাজপথ মুখরিত হতে দেখি!
কয়েকটি টাকার
পিতৃপুরুষের রক্তে বিষ ঢেলে দিয়ে ওরা
শিশ্নোদর প্রাণী
পরিতৃপ্ত হয়ে ফের নতুন নারীর খোঁজে
নখের ধারালো প্রয়োগের
প্রয়োজন অনুভব করে দালালের হাতে
গুঁজে দেয় নোট?

BANGLADARSHAN.COM

পাঁচকিলো চালের পরিবর্তে যারা কিনে নেয় ভোট
আমি যে তাদেরই দেখি সিংহাসনে;
দেবোপম স্বাস্থ্য ও সম্পদ
ভোগ কোরে নীতি, ন্যায় অকাতরে বিলায় মানুষে!

এখন কবিতা আর সত্যসুন্দরের লবেঞ্জুষ
চুষে চুষে
লেখাই হবেনা, হবে রূঢ় জীবনের পান্ডুলিপি।

মানুষ খুঁজতে গিয়ে যদি খুঁজে পাই উইটিবি,
তাতে কোনো রত্নাকর
পরিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে আজো বেঁচে আছে
যদি দেখি, সেই পাওয়া হাজার মৃত্যুর মাঝখানে
দেবে সান্ত্বনার আলো:
অন্তত একবার যেনো বলতে পারি
–ভালো আছি। তুমি থেকো ভালো।

BANGLADARSHAN.COM

কেউই দেবেনা

কোনো প্রতিশ্রুতি কেউ দেবে না তোমাকে–
তুমি থাকবে সুরক্ষিত সকলে পড়লেও দুর্বিপাকে–
এরকম সরল সান্ত্বনা
নির্বোধেই দিতে পারে,
আমাকে ছাড়ে না দুর্ভাবনা–
আমি কী উচ্ছিন্ন গাছ
শেকড়ের বাঁধন ছিঁড়েছি কোনোদিন?

যদিও দিগন্ত থেকে ঝড় আছড়ে পড়লে সংজ্ঞাহীন
হয়ে পড়ি, মানুষের সামর্থ তো আসুরিক নয়।

মৃত্যুর শেকলে বাঁধা জীবিতের জয় পরাজয়
স্বাভাবিক,–মেনে নিলে
মুহূর্ত রঙিন হয়ে ওঠে।
অসম্ভব বলে কিছু থাকে না তখন।
নৈরাশ্য দারুণ রোগ, মন থেকে মনে সংক্রমণ।
আজকের পৃথিবী জুড়ে এই বীজ
অনু হয়ে ছড়িয়ে বাতাসে।
জ্ঞানের কল্যাণে সবই স্পষ্ট আজ, লাগে অসহায়,
শিশু ও সন্দিগ্ধ আজ সন্তের আশ্বাসে।
সন্দেহের ঊর্ধ্বে কোনো মানুষের
সহনীয় হবার সময়
নয় বলে, চেয়ে দেখি–একটিও তারা নেই
বিস্তীর্ণ আকাশে, কোনোখানে।
খুবলানো গহ্বর শুধু চেয়ে থাকে ভৌতিক নিশ্চল।

আজো নদী বয়ে যায় বুকে নিয়ে শুশ্রূষার জল।
প্রকৃতির সহিষ্ণুতা টলে যাচ্ছে আমাদের লোভের আঘাতে।

BANGLADARSHAN.COM

চৈত্র শেষ হলো, নেই ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টিও; ক্ষেতের
মাটি ফুটিফাটা, ঝা ঝা রাক্ষুসে রোদের দাঁতে
মৃত্যু জমে থাকে।
তুমিই বাঁচবে—এই প্রতিশ্রুতি আজ কেউ দেবে না তোমাকে।

BANGLADARSHAN.COM

আমাকে সহজ হতে বলে

আমাকে সহজ হতে বলে তুমি নিজে হলে সহজ শিকারী?
পৃথিবীর আলোকিত দিন ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত
হয়ে আসছে; অন্যদিকে
নিরঙ্কুশ হয়ে উঠছে আগ্রাসী তামস জীবগুলি;
ওদের কুটিল মুখে সৌম্যজ্যোতি
মনে হয় প্রাচীন ঋষির
লৌকিক বিগ্রহ
নারী পুরুষ সকল নির্বিশেষে!
টিভি'র রঙিন পর্দা জুড়ে অলৌকিক দেব দেবীদের
মোহের আবেশে
শিশুর চোখের মণি লুব্ধক তারার মতো
জ্বলে আর নেভে;
আমার সহজ দিনযাপনের ভ্রান্তি দেখে কোঁচকায় ভুরু;
"বাতিল মানুষ" এই গ্রহে আজো আছে, ভেবে
কিছুটা উদ্‌বেগে চোখ বুঁজে, দরাপরবশ হয়ে
কিছু বুঝে নিয়ে শেষে নেড়ে যায় মাথা।

কোথাও যাচ্ছেনা দেখা দ্রৌপদীর আর্তনাদে
নেমে এসেছেন পরিত্রাতা,
বরং শিকার–জেনে অদৃশ্য ফাঁসের দড়ি টেনে
ফেলে ফাঁদে!

বস্তির ওপারে চলে অন্নকূট, সুখাদ্যের সুন্দর সুস্বাদে
বাতাস কেমন এলোমেলো হয়ে ছোটে
সানকি পেতে বসে যায় শিশু,
নারী ও বৃদ্ধের দল; জোয়ান ভিখিরি
ঘেঁয়ো কুকুর তাড়ায়।

আমি সহজের টানে হাঁটি, দেখি–স্তাবকেরা ব্যস্ত আছে
স্তোত্র রচনায়;

BANGLADARSHAN.COM

কবিতায় পরিশুদ্ধ শব্দ খুঁজে পাই না তো!
বিশুদ্ধ কবিতা
লিখে পরিতৃপ্ত কবি
সুসজ্জিত ফ্লাটে বসে লেখেন আত্মার চারুপাঠ!

‘জীবন্ত ভাষার জন্ম যারা দেয়, সেই সব সাধারণ
নিতান্ত আকাট’
বলেই ফ্যানের স্পিড্ বাড়িয়ে আত্মার খোঁজে
বোজেন দুচোখ।
কবিতাপাঠের জন্যে আমন্ত্রিত সভাঘরে বেনিয়ার সভাকবি
এবং স্তাবক
সমস্বরে পড়ে যায় এ-মুহূর্তে
মানুষের আত্মার সদ্গতি
হবে কোন পথে; পড়ে মুহূর্মুহূ হাত্তালি।
এবং প্রগতি
কোন পথে আসবে তার অনুপুঙ্খ ঠেঁসে যারা লেখেন কবিতা
তারাও ইনাম আর কুর্নিশে লুটোয়,
জয় উভয়ত আছে।

আমাকে সহজ হতে বলে, তুলে দিয়ে ওই দীর্ঘতম গাছে
মই কেড়ে নিতে ব্যস্ত হলে তুমি
কোন অপরাধে?

মগ্ডালে নেহাৎ শূন্যে একরাশ শূন্যতা নিয়ে
কোন্ পাখি কাঁদে?

BANGLADARSHAN.COM

কারো কারো মুখ

কারো কারো মুখ দেখে মনে হয়, এই মুখ মানুষের মতো;
চৈতন্যের আলো এসে পড়ে মুখে–অদ্ভুত মরমী,
দারুণ অচেনা ঠেকে তাকে; ভাবি
এ কোন মানুষ
সকলের হয়ে যেনো কাঁধে বয়ে নিয়ে যায় ক্রুশ
গলগথার দিকে।
তাঁর জ্যোতির্ময় শরীরের ছায়া
পড়েছে পাথরে, তাই
পাথরও গলছে, একদিন
শুশ্রূষার জল
হয়ে, যাবে বয়ে।
মনে হয় একদিন নির্ভার নির্ভয়ে
বসে থাকি তার পাশে।
দীর্ঘদিন রোগে ভুগে ভুগে
জ্যোতিহীন নিভু নিভু চোখ;
খিদে নেই, দু পা হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, অন্তর্লোক
জুড়ে এত ক্ষয়?
আর হয়তো আরোগ্যের সুখানুভূতির স্বাদ
কখনো পাবো না।

তখনি সে উঠে এসে পাশে বসে, সেই চিরচেনা
আমার মায়ের মতো শুশ্রূষার আঙুল বুলোয়
শরীরে আমার; তার চোখে দিব্য চেতনার আলো।

রোগমুক্ত হতে থাকি। অস্ফুটে সে আমাকে জানালো–
যেতে যেতে কিছু পড়ে থাকে।
আমি তা এনেছি, দিচ্ছি শরীরে বুলিয়ে। তুমি যাকে
'মৃত' বলে ভেবেছিলে সে কখনো
মরে যায় না কি?

BANGLADARSHAN.COM

সমস্ত মরে না, থাকে কি,
চিরদিন হবে সে উদগত।
মানুষ রয়েছে দ্যাখো, আজো সেই মানুষেরই মতো।

BANGLADARSHAN.COM

মাঝে মাঝে মনে হয়

মাঝে মাঝে মনে হয়–বেঁচে থাকা বড়ো অর্থহীন।
যখন অদৃশ্য সুতো আমাকে নাচায়, আমি
আছি অপরের ইচ্ছাধীন
একজন নর্তক শুধু; ইচ্ছেমতো বেঁচে থাকবার
অধিকার হারিয়েছি অদৃশ্য প্রভুর ইংগিতে;
আমার শিশুর দিকে তাকালে সুস্পষ্ট দেখি–
–অশুভ আগামী
যৌবনে পা রেখে সে তো জেনে যাবে–
'ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার!'
কেউ নেই ভাঙা সেতু হাত ধরে পার করে দিতে;
সুস্থ বাঁচার ইচ্ছে অসুস্থ পাগলামী;
দিনগত পাপক্ষয়ে অতঃপর ভাসাও নিজেকে।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষুধার্ত হায়নার চাপা উল্লাসের হাসি দিকে দিকে।
শরীর নিঙরানো ঘাম-রক্তে তার মারুতির চাকা
উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে। আমি
ক্রমশ হারাতে থাকি দুচোখের জ্যোতি।

আমার মেয়েকে যদি কেউ বলে: হও আয়ুষ্মতী!
সে ভাবে–নিষ্ঠুর শ্লেষ
এর চাইতে ঠাট্টা আর নেই;
সে তার পৃথিবী থেকে হারিয়েছে বিশ্বাস কবেই!
তৃতীয় বিশ্বের প্রাণী
চোখ ফোটে তরুণ বয়সে।
প্রাজ্ঞ নারী।

অন্ধকার ফুঁড়ে ওঠে, ঝলসায় সুতীক্ষ্ণ তরোবারি,
সর্বত্র আগুনে চোখ
গিলে খেতে চায় প্রেম, প্রকৃষ্ট প্রতিভা।
শঙ্কায় বিপন্ন বোধে তাড়িত আত্মার কাটে দিন।
এইভাবে বেঁচে থাকা মনে হয়–বড়ো অর্থহীন।

আমার একান্ত শিল্পে

আমার একান্ত শিল্পে স্থান নেই প্রতিযোগিতার।
এ আমার স্বপ্ন-সাধ-সংকল্পের জয়ে পরাজয়ে
আন্দোলিত মহাবিশ্ব;
আমি গাই অক্লিষ্ট আত্মার
চেতনা-নিষিক্ত গান–বেজে ওঠে নিত্য আত্মক্ষয়ে।

যে আমি অনেক মৃত্যু পার হয়ে এসেছি, দেখেছি
উচ্ছিন্ন মানুষ
ফেলে জন্মপরিচয়, নিশ্চয়তা
ছুটেছে সংসার নিয়ে অনির্দিষ্টে
প্রিয় মানুষের শব ঠেলে
বাঁচার একান্ত আর্তি বশত, আমি যে তার ছেলে
মৃত্যুজিৎ। দীর্ঘপথ পার হতে হতে জেনে গেছি–
মানুষেরই নিষ্ঠুরতা রক্তের পিচ্ছিল পথ
নির্মাণ করেছে, কোরে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

আমার কবিতা তাই নেই কোনো প্রতিযোগিতায়।
এ তো খেলা নয়, যার লক্ষ্য জয়ী হওয়া
পাওয়া, তুমুল হাততালি!
বিষাদ খেয়েছে যাকে জন্মকাল থেকে, শোনো
আমি সেই মালী
অক্লান্ত প্রয়াসে যতো ফোটাতে চেয়েছি ফুল
তছনছ কোরে
ছুটে আসে ঝড়, যায় থেত্‌লে দিয়ে, তবু
ফোটে...ঝরে।

আমি তার রক্তরস ধরে রাখি অক্ষম অক্ষরে।
এর বেশি কিছু নেই, পারিও না মুছে নিতে
ব্যথিত আত্মার দুঃখভার।
এ তো কোনো খেলা নয়, স্থান নেই প্রতিযোগিতার।

প্রতিপক্ষ নই

তুমি প্রতিপক্ষ নও যে নয় তোমার প্রতিযোগী।
যে চায় বাঁচতে, সে-ই জানে–
সকলের বেঁচে থাকা
কতোটা জরুরী। চাই মানুষের তাপ।
চাই গরম নিঃশ্বাস, ভালোবাসা।
কে দেবে তোমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা?
বহু পথ হেঁটে ক্লান্ত তুমি,
এসেছো অনেক কাঁটা মাড়িয়ে ভৌতিক মাঠে, ফাঁকা–
অশরীরী খন্ড মেঘ চলেছে মন্থর,
ছেঁড়াখোড়া চাঁদ
পেছনে কোরেছে তাড়া;
রুদ্ধশ্বাস, পা চালিয়ে যখন হয়েছো দিশেহারা
থেকে থেকে মনে হচ্ছিলো–মৃত্যুফাঁদ
সবখানে; তখনি তো দেখেছো অস্পষ্ট ঘরবাড়ি,
জানলা টপ্‌কে আলো পড়েছে উঠোনে।
কী দারুণ
এই পাওয়া! বেঁচে আছি। বেঁচে থাকবো–
এই বোধে উদ্দীপ্ত তোমার
আত্মা। কেন? অন্ধকার ফুঁড়ে উঠছে ঐ তো সারি সারি
মানুষের ঘর। আমি জীবন পেলাম পায়ে ঠেলে
মৃত্যুময় রূঢ় অন্ধকার।

এরকম মনে হলে ব্যক্তির সামান্য অহংকার
অন্তসারহীন, বড়ো করুণ কঙ্কাল বলে মনে হয়, হবে।
পণ্যজীবিতার যুগে সবাই করেছে তাড়া সকলকে,
ফিরে তাকাবার
সময় কোথাও আর নেই। দেখি–
সকলেই দারুণ বিক্ষোভে
ফেটে পড়বার আছে অপেক্ষায়। ক্রমশই ধ্বস্ত হতে থাকি।

BANGLADARSHAN.COM

শিশুর পৃথিবী দেখে মনে হয় না কি
রূপকথা নির্বাসিত? মা-ও চাঁদ মামাকে ডাকেনা
খোকার কপালে টিপ হয়ে জ্বলতে; বরং উদ্‌বেগে
আকুল জননী
ঠ্যালে প্রতিযোগিতায়; বলে—সকলকে ঠেলে
যেতে হবে, এই রণনীতিতে উদ্‌বুদ্ধ করে
হয়ে অসহায়।
ভিকট্রি-স্ট্যান্ডের দিকে হেঁটে যাচ্ছে শিশু
দেখে স্বস্তিতে ঘুমায়!

সকলে সমান যোদ্ধা নয়
কেউ হেরে যায় প্রতিযোগিতায়;
আত্মঘাতী হতে গিয়ে প্রতিহিংসাবশে হাতে
তুলে নেয় ছুরি।

প্রতিযোগীদের দেশ কখন কি ভাবে হয়ে ওঠে মৃত্যুপুরী
বোঝার আগেই খড়্গ নেমে আসে
বণিকের শ্বাপদ-ইংগিতে।

কেউ কি থাকবে বেঁচে পিতৃপুরুষের জন্যে
আকাশ-প্রদীপ জ্বেলে দিতে?

BANGLADARSHAN.COM

যদি বলি

যদি বলি–আমাদের হারাবার কিছু নেই, তবে
ভুল হবে, বড়ো ভুল হবে।

যা কিছু অর্জন তা তো ব্যক্তিগত নয়; মানুষের
শ্রমের নির্মাণ; অসংখ্যের
স্বপ্নের সফল উপহার।

জন্মকাল থেকে আমি বহন করছি তার-ই
উত্তরাধিকার,
কোনো প্রশ্ন না রেখেই, প্রত্যাশায় না বেঁধেই বুক
সন্তানেরে দিয়ে যায় অফুরান ভাঁড়ারের চাবি
এই ভেবে–
মরণের আগ্রাসন থেকে
কিছুটা ছিনিয়ে নিয়ে রেখে যেতে পারি
যদি, তা-ই সন্তানের মুখে
তুলে দেবে ভাত।
ওটুকুও কেড়ে নিতে দেশে কালে বেঁধেছে সঙ্ঘাত,
মৃত্যুকে এনেছে ডেকে অসময়ে, তার
প্রয়োজন ছিল না, তবুও।

পাথর খনন কোরে তারাই বানিয়ে পাতকুঁয়ো
দায় নিয়েছিল প্রতিবেশীদের তৃষ্ণা মেটাবার।

আমরা পেয়েছি সেই মেধা, শ্রম, স্বপ্ন, সাফল্যের
উত্তরাধিকার।
মরুভূমিতেও ঢেলে দিয়েছে সংকল্প, শ্রম পূর্বপুরুষেরা
শ্রমজীবী।

আমরা পেয়েছি সেই শ্রমের নির্মাণ, এক
অভাবিত সুন্দর পৃথিবী।

এই সবই আমাদের, আমাদেরই। যদি তা হারিয়ে বাঁচি, তবে–
ভুল হবে, বড়ো ভুল হবে।

BANGLADARSHAN.COM

ধর্মান্ধদের প্রতি

দৈত্যকে বোতল থেকে মুক্তি দিলে নিজেও বাঁচবে না।
তোমার আগ্নেয় মৃত্যু-উপহার, তোমার অদম্য ছত্রীসেনা
তিলে তিলে মারণের জীবাণু ছড়িয়ে শস্যক্ষেতে
লোকালয়ে, জলে ও বাতাসে
কোন্ স্বর্গে পৌঁছে দেবে?
কোন স্বর্গে? যেখানে নারীর মাংসলোভী শিকারীরা
হা-ভাতের মুখ থেকে কেড়ে নিচ্ছে ক্ষুদ?

তৃতীয় বিশ্বের যতো স্বপ্নভুক মানুষেরা হয়ে আছে বুদ
'মার্কিন' ভূস্বর্গে গিয়ে
একবার ছুঁতে চায় তাকে।
ভোগ্যপণ্যে চাপা পড়ে মরে যদি, মৃত্যু হয়, হোক;
বুড়োশালিখের ঘাড়ে রোঁয়া উঠবে, গজাবে পালক।
স্বপ্নভুক মানুষেরা উড়ে যাবে সামান্য ইংগিতে।

BANGLADARSHAN.COM

এদিকে কাঁপছে বুড়ো, বুড়ি, নাঙা শিশু তীব্র শীতে!
একটুকরো শীতবস্ত্র পেলে
একবুক খুশির প্রস্রবণ
নিয়ে বাঁচে যারা, কেন তারা হয় ভয়ের কারণ?
তাদের সংহারে কেন ব্রহ্মাস্ত্র বা নারায়ণী সেনা
করো জড়ো?
তোমার মুদ্রার গায়ে কালোরক্ত
রক্তে চলাচল করে এড্‌সের জীবাণু;
বোতলে রেখেছো বন্দি করে ভয়ংকর দৈত্য–
অণু, পরমাণু
হাতে এতো অব্যর্থ মারণ
যন্ত্র নিয়ে কোন শান্তি এনে দেবে
নতুন শতাব্দী হলে শুরু?

সিংহকে স্বাধীন দেখে তোমার সোনালি দুটো ভুরু
বেঁকে যায়; হিংস্রতায়
শরীরে আগুন জ্বলে, সে আগুনে
জ্বলে মরুভূমি–
শিশু, বৃদ্ধ, নারী নির্বিশেষে গণকবরের গহ্বরে আস্তানা
খুঁজে নেয় অকালেই।
জয়ী হও, ফের দাও হানা।
দৈত্যকে দিয়েছো মুক্তি! তার মুখ সকলেরই চেনা।

আমাকে পোড়াবে, কিন্তু তার হাতে তুমিও বাঁচবেনা।

BANGLADARSHAN.COM

আমি ফিরে যাই

সুখে নেই আমি, নেই স্বস্তিতে এই দুর্দিনে।
নদীর চরায় কাশফুল দোলে আজও আশ্বিনে!
আজো ছেলেবেলা! মেঘ ও রৌদ্রে লুকোচুরি খেলা;
সকাল ফুটেছে; গড়িয়েছে দিন; ফুরোচ্ছে বেলা;
ফিঙে ও দোয়েল দুলতো শীর্ণপাতার আড়ালে।

কিশোরের চোখে স্বপ্ন-পৃথিবী মেলে সে দাঁড়ালে
সেই কিশোরীর থোকা থোকা চুলে ফুটেছিল তারা।
সুখে নেই আমি, দূরে চলে গেছে কাছে ছিল যারা।

মানুষ কোথায় চলে যায় তার হদিশ কে পায়?
অন্ধ আতুর স্মৃতির বাক্‌সো খুলে হাতড়ায়;
উৎস কি জানে স্রোত কোন দিকে দিতে চায় পাড়ি?
ছেলেবেলাকার হালকা পা দুটো হয়ে ওঠে ভারি;

BANGLADARSHAN.COM

কামিনী ফুলের সুগন্ধে মোড়া ভোরের বাতাসে
সেই সব দিন কখনো সখনো আসে, ফিরে আসে।
বাবার কণ্ঠনিঃসৃত শ্লোক, মনসার গান,
ভরা শ্রাবণের দিনগুলো জুড়ে মায়ের পুরাণ
পাঠ, সুর কোরে, বেহুলার শোকে আর্দ্র বাতাস
ফুলে ওঠা নদী, স্রোতে তার ভেসে চলে মান্দাস;
দেখেছি। হতেই পারে না তা ভুল। এই আশ্বিনে
আমি ফিরে যাই বিষাদ-জড়িত ফেলেআসা দিনে।

এখনো রয়েছে

ভোরের নদীর জল–শান্তি...ছুঁয়ে বয়ে যায়
বাতাস এখনো!
এখনো টুনটুনি, টিয়া করবীর ডালে রোদ মাখে,
একঝাঁক হরিয়াল অনন্তের দিকে উড়ে যায়!
কেউ গান গেয়ে ওঠে আত্মার অতল থেকে,
আমি তার কোনো
অর্থই বুঝিনা; শুধু আর্ত-আনন্দের এক
উন্মোচন লক্ষ্য হয় কারো।
বুঝে নিতে পেরে ভাবি–আজো হয়না কি
অকারণ আনন্দের বিষাদের গাঢ় অভিঘাত?

ব্যর্থতার ভারি বোঝা বইতে অক্ষম, ভাবি–
কারো আছে হাত
আমাকে ধ্বংসের পথে টেনে নিতে?
জটিল সময় যায় ঘুরে ঘুরে
চলে যায় কোন দিকে? আমি বুঝে নিতে গিয়ে–পথ
কখন হারিয়ে ফেলি! ভ্রান্ত আলেয়ার মতো টানে!
কেউ কি দাঁড়িয়ে আছে আজো কোনোখানে
বুদ্ধ বা কৃষ্ণের মতো। তাঁদের মহৎ
পথ নির্দেশিকা নিয়ে?
ভ্রান্তির বলয় পরিক্রমা
শেষ কোরে সেই পথ চিনে নিতে পারি?

কঠিন সময় শুধু কোরে যায় এক একটি অধ্যাদেশ জারি।
ব্যস্ততম দিন কাটে উদ্‌বেগে,
রাতের ক্লান্তি ঘোচেনা নিদ্রায়,
শ্বাসনালি চেপে ধরে। রক্তচাপ বাড়ে। করি
ঈশ্বর স্মরণ।
ঈশ্বর কোথায়? ভাবি–রয়েছে এখন

BANGLADARSHAN.COM

পরিশুদ্ধ আত্মা হয়ে ভোরের নদীর মতো শান্ত, হয়তোবা
অন্য কোনো পৃথিবীতে,
সেই পৃথিবীর দিকে অভ্রান্ত মায়ায়
একঝাঁক হরিয়াল আজো সহজের টানে যায়...উড়ে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

বিস্ময় মরেনি বলে

বিস্ময় মরেনি বলে স্বাদে-গন্ধে সমুজ্জ্বল আমার পৃথিবী।
যৌবনবিগত, সেও কতোকাল!
পড়ে আছে করুণ কঙ্কাল।
নদীর নির্জন চরে মহাজনী নৌকো ভাঙাচোরা–
মাঝে মাঝে দেখি
এক রোগজীর্ণ বুড়ো তার ধরে আছে হাল।
আলো ও ছায়ার জাল সরলে যে মুখ দেখি
তার, দুই জোড়া
ভুরু শাদা, চোখ দুটি উজ্জ্বল, প্রখর, তাও
বিস্ময় নিবিড়।
সে জানে
শেকড় তার আজো আছে তেমনি মাটির
প্রত্যন্তে ছড়িয়ে, রস
সেদিনের মতো আজো শুষে নিতে পারে।
কোথাও শূন্যতা নেই–থাকে না,
বাতাস এসে ভরে দেয় তারে;
শুকনো পাতার স্তূপ মাড়িয়ে সে চলে যাবে
সহজ নিয়মে, একদিন।
রঙন ফুটেছে টবে, জবা ও করবী আছে
সুন্দর স্বাধীন
পতাকা উড়িয়ে এই জীবনেরই,
বিস্ময় জাগিয়ে অন্তহীন।

BANGLADARSHAN.COM

যে লোক দেখেছে ঢের

যে লোক দেখেছে ঢের, তাকে বলি–মহাশয়,
অন্ধ হয়ে যান।
এখন আকাট আর মর্কটেরা সকলের কাছে চক্ষুষ্মান,
বলে অর্ভর্থনা পাচ্ছে। কালচক্রে অন্তহীন ঘুরে ঘুরে, শেষে
পৃথিবী দিয়েছে ভার বানরকে–
পিঠে ভাগ করো।
দুর্বল ওড়ায় পায়রা শান্তির উদ্দেশে।

কে শোনে যে কার কথা? এমন কি বধির ঈশ্বরও
ঈশ্বরপ্রতিম কোনো মানুষের দায়
গ্রহণ করে না; একা পথ হাঁটে খালি টেনে টেনে,
নুয়ে পড়ে অকালেই।
বিড়ালের মতো পায় পায়
ঘোরে ফেরে অকিঞ্চিত–জীবনের অন্তহীন নৈরাশ্য ইত্যাদি।

BANGLADARSHAN.COM

কে আছে আকাট আর মর্কটের দেশে প্রতিবাদী?
যে শিশু জন্মালো তার মাথায় ঋণের বোঝা
কতোশত কোটি?
কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই-প্রবচন
ঋষিবাক্য মনে হয়।
অজস্র কুটিল প্রশ্নে ভরে যায় মগজ, করোটি।
অভ্রান্ত কিছুই নয়। ডুবে যাই নৈরাশ্যে, কোহলে।
এই বোধ ডেকে আনে অনিবার্য পতনের কাল।
প্রতিদিন সূর্য ওঠে, পেয়ে যাই আরো এক প্রার্থিত সকাল
মনে হয় কোথাও বা জ্বলে উঠবে আশ্বাসের আলো

যতো বেলা পড়ে, আশা
হয়ে ওঠে অশেষ, ঝাঁঝালো।
সামান্য সময় ধরে এই শুভকাল স্থির থাকে
তারপর গাঢ়তম কালো

মেঘের সর্পিল ঘৃণা অদৃশ্য জগৎ থেকে এসে
পাকে পাকে
বাঁধে। করে শ্বাসরোধ।
মাটি থেকে ওঠে বাষ্প বিষাদের
শেষ আলো করে অন্তর্ধান।

যে জন দেখেছে, বলি—মহাশয়, অন্ধ হয়ে যান।

BANGLADARSHAN.COM

শূন্যতা রয়েছে পড়ে

শূন্যতা রয়েছে পড়ে শূন্য হয়ে বড়ো দীর্ঘকাল।

যে আমি রয়েছি ভরা পুকুরের মতো ভরে কানায় কানায়
সামান্য বাতাসে জল ভাঙে...শিহরণ, সুখি...
ছায়া ধরে রাখি...
কলস সে ঢেউ ভাঙে সেই ঢেউ ভেঙে মুছে দিয়ে
বৃত্ত এসে বিন্দুতে মেলায়।

দিনের শূন্যতা ঢেকে নক্ষত্র সাজার তার রাতের আকাশ।
সব কিছু শূন্য কোরে যে গেলো
সে তার শূন্যতাকে
ঢেকে দিতে পারে শুকনো ধুলোকে যেমন ঢাকে ঘাস?
মৃত্যু কিছু রেখে যায় ধুলোতে ছড়িয়ে একরাশ?

BANGLADARSHAN.COM

সে সব কুড়িয়ে নিয়ে স্মরণীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণে কিছুটা
শান্তি পেতে পারি; তবু শূন্য হয়ে থাকে চরাচর;
মনে হয়...কিছু নেই, কিছু নয়
জল সরে গেছে
খেয়েছে পায়ের মাটি, পড়ে আছে নদীর কঙ্কাল।

শূন্যতা রয়েছে পড়ে শূন্য হয়ে বড়ো দীর্ঘকাল।

ভুখা মানুষের কান্না

ভুখা মানুষের কান্না আজো শুনি সারাবিশ্ব জুড়ে।
যা কিছু অমৃত, ভাগ করে নিতে দেবতা অসুরে
ষড়যন্ত্র করে; আর ছলে বলে চতুর মার্কিনী–
দেবতা সর্বস্ব কেড়ে নিতে
বদ্ধপরিকর।

কখন ঝাঁপিয়ে পড়ে নয়াবর্গী, শহর বন্দর
কাঁপে মৃত্যুভয়ে, এও হলো কতোকাল!
ওদের আগুনে দাঁত হাড়মাস চুষে খেয়ে
ছুড়ে দেয় জীবিত কঙ্কাল;
দেশকাল ভেদ নেই তাতে।

এক হাতে ছিবড়ে হাড়, ছুড়ে দেয় মৃত্যু অন্য হাতে;
ধর্মোন্মাদ যুদ্ধোন্মাদ–দুই-ই মুখোমুখি।
আকাশ ও মাটির ব্যবধান
ঘুচিয়ে চলেছে দাপাদাপি
তরল সোনার স্রোতমুখ
ঘুরিয়ে দেবার
প্রচন্ড ইচ্ছায়
এই বিস্ফোরণ।
ধর্মযুদ্ধ নয়, নয়া নাৎসীদের এই আগ্রাসন
কেড়ে নিচ্ছে মানুষের মন থেকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা।

নিরন্নকে খাদ্য নয়, সমুদ্রে উদ্‌বৃত্ত শস্যকণা
ঢেলে দিয়ে বাজারের নিম্নগতি সামলাতে তৎপর
ফেরিওলা এই সভ্যতার।

নাগরিক হিরোসিমা ভিয়েৎনাম অবিরাম মৃত্যু উপহার
দিয়ে আজ ইরাকের গলিত সোনার
ভান্ডার লুণ্ঠন করে দুনিয়ার একচ্ছত্র
প্রভু হতে চায়।

BANGLADARSHAN.COM

ওকে চিনে নাও।

না ভুলে, সমস্ত বিশ্ব হাতে হাত রেখে বিশ্বায়ন

প্রতিরোধে প্রতিবাদে দৃঢ় করো মানববন্ধন।

BANGLADARSHAN.COM

অনেক ব্যর্থতা, আমি

অনেক ব্যর্থতা আমি ভুলে যাই নিতান্ত সহজে,
কিছু কাঁটা বিঁধে থাকে পায়ের তলায়;
সারাটা জীবন ধরে নীচু স্বরে কারা বলে যায়–
ব্যর্থ তুমি। নিরাময় নেই।

সকলেই সাফল্যের শিখরে উঠবে, ঠিক এই
প্রতিশ্রুতি দেয়না জীবন;
ভোরের মসৃণ পথ দুপুরের আঁধির ধুলোয়
ঢেকে যেতে পারে, সকালের
আনন্দের হাট ঝড়ো হাওয়ার তান্ডবে
স্মৃতি অবশেষ রেখে
মুছে যেতে পারে। এই
অনিশ্চয় কখন কোথায়
মেঘে মেঘে কালোদিন নিয়ে আসবে
কেউ কি তা জানি?

BANGLADARSHAN.COM

জানিনা বলেই ঝেড়ে ফেলে সব ব্যর্থতার গ্লানি
উঠে আসি; ভিড়ের ভিতরে কোনো মুখ
যদি দেখা যায় জ্যোতির্ময়,
নির্মাণের প্রস্তুতি নিয়েছে–
ব্যর্থতার স্তূপ ভাঙাচোরা
সরিয়ে সৃষ্টির দিকে
বাড়িয়েছে হাত
যে দিকে সুন্দর।

অনেক ব্যর্থতা ভুলে কাঁটাবেঁধা পায়ে হাঁটবো
জনপদ শহর বন্দর।

কেউ কারো বুকের ভাষা

কেউ কারো বুকের ভাষা শুনতে পায়না কান পেতে
ভিতরে আগ্নেয়গিরি নাকি শান্ত সমাহিত জল?
উপরিতলের ঢেউ দেখে পরিমাপ
করা যায় গভীর অতল
না কি অগভীর
জলের বিস্তার এইখানে?

আমরা সবাই থাকি উন্মোচিত আত্মার সন্ধানে,
অথবা সকলে নয়, কেউ কেউ খুঁজি
ভিড়ের ভিতরে একা–তাকে
যে শুদ্ধ আমাকে
দেখাবে হৃদয়।

BANGLADARSHAN.COM

এতো যে বিদ্বেষ ঘৃণা সন্ত্রাসের অবিশ্রান্ত ভয়
তাড়িয়ে ফিরছে যেন শিকারী কুকুর একপাল;
ক্রমশ জীবন থেকে উবে যাচ্ছে পর্যাপ্ত শান্তির
প্রতিশ্রুতি, এনেছে আকাল;
প্রেম টিকে আছে টি ভি সিরিয়ালে, সংসারে উধাও;
মুখে ঠোঁট চেপে বিদ্রুপের
হাসি প্রয়োজন মতো, তারপর
কিছু বিনিময়।

আমাদের সাফল্যের পরিসংখ্যানের কথা নয়;
সে তো ব্যক্তিগত, চাই আত্মার সম্পূর্ণ উন্মোচন:
যাতে বুঝে নিতে পারি কথা বলবার মতো ভাষা
সুন্দর মোড়কে মুড়ে তুলে দিচ্ছিনা, পণ্যায়ন
সর্বত্র হলেও; মাটি
আছে কোনোখানে, আছে অবশিষ্ট কিছু সজীবতা
আছে ভাষা।

তোমাকে সম্পূর্ণ করে পারো, এ কি নিতান্ত দুরাশা?

চিরমৌনী নীলকণ্ঠ

(নজরুল ইসলাম)

একদিন ছিলে তুমি এ-শহরে জন অরণ্যের মাঝখানে
অক্লান্ত প্রাণের স্ফূর্তি, সংগ্রামের উদ্দীপনা নিয়ে
একজন
পূর্ণমানুষের মতো রক্তমাংসে আদ্যন্ত মানুষ;
নিয়েছো যেমন, ফের
নিজেকে উজাড় কোরে ফিরিয়ে দিয়েছো;
মৃতপ্রায়, উদ্দীপনাহীন অনিচ্ছুক হাতগুলো
নিয়েছে তোমার প্রেম ভরাপাত্র থেকে;
তাতে তোমার প্রাণের
অফুরাণ শক্তি হয়নি ভরে দিতে; কার্পণ্য ছিলো না।
তোমার দানের বিশ্বে পাত্রে ও অপাত্রে কোনো
বিভেদ ছিলো না।
ধর্মের প্রাচীর আর কতো উঁচু হতে পারে? মানুষের
মাথা তার অনেক উঁচুতে উঠে যায়।
যেখানে আকাশ আর মানুষের ঘরবাড়ি প্রাচীরবিহীন।

তুমি সেই পৃথিবীতে হেঁটেছো উড়িয়ে উত্তরীয়
মানুষের মাঝখানে প্রিয়জন হয়ে;
কেঁদেছো, উঠেছো গর্জে প্রতিবাদ হয়ে;
সর্বস্ব খোয়ানো যতো মানুষের জন্যে অস্থিরতা,
তোমাকে খেয়েছে।
এক তৃপ্তিহীন দিনযাপনের হিম অবসাদে
উন্মাদের মতো
ছুটেছো ব্যথিত হয়ে
শৃঙ্খলিত মায়ের করুণ মুখ মনে কোরে,
এবং নিজেই
সব বিষ পান কোরে
চিরমৌনি নীলকণ্ঠ হলে একদিন।

BANGLADARSHAN.COM

নিঃস্ব মানুষের ধর্ম

নিঃস্ব মানুষের ধর্ম ‘অহিংসা’ হবে না কোনোদিনই।
সুস্থ জীবনের স্বপ্ন যে মেয়েটা দেখেছিল
সে আজ স্বৈরিণী;
সে জানে–পুরুষ, নারীমাংসাশী; শরীরটাকে
খুবলে খেতে জানে।

একদিন পরিশুদ্ধ আত্মার সন্ধানে
বেরিয়েছিলাম যারা,
বহুদেশ ঘুরে এসে আজ
ভাবি–কিন্তু অবশেষ রেখে গেছে নিওলিথ প্রাণী,
রেখে যায়, যাবেও; পৃথিবী
মানবতা-মুক্ত এক হিংস্র শ্বাপদের বাসভূমি
হয়তো হবেও কোনোদিন।

BANGLADARSHAN.COM

যে নারী ধর্ষিত হলো, তার চোখে সবই অর্থহীন;
সান্ত্বনার স্তোকবাক্যে তাকে কোন্ অলৌকিক ঘুম
এনে দেবে? কার স্নেহে ডুবিয়ে শরীর
ভুলে যাবে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া সেদিনের স্মৃতি?

নিঃস্ব মানুষের বুকে রাবণের চিতা যথারীতি
জ্বলে। সে তো হারাবার কিছু নেই–জানে।

সে বুঝেছে–শান্তি আছে শুধুমাত্র পরিনির্বাণে;
কিন্তু শরীরের খিদে মেটাতে জীবন করে দাবি।

‘শান্তির ললিত বাণী’ তার হাতে তুলে দেয় চাবি
যে নিঃশব্দে লুঠে নেবে সামান্যের নিষ্পাপ ভাঁড়ার!

নিঃস্ব মানুষের কাছে অর্থহীন বাণী অহিংসার।

ভাবি–একদিন সবই

ভাবি একদিন সবই ঠিক হয়ে যাবে–দেখে নিও;
অজানা শংকায় আর কেঁপে উঠবেনা থেকে থেকে–
সেই যে বেরুলো ফিরতে দেরী হচ্ছে কেন?
খুনিদের হাতে? না কি দুর্ঘটনা?
কেন, কাকে ডেকে
কেঁদে ফিরছে গলির বিড়াল?
মনেই হবেনা একদিন।

মিলিয়ে ঘড়ির কাঁটা দূরের পাল্লার ট্রেন ইন্
করবে স্টেশনে, আর সেখানে উচ্ছল অভ্যর্থনা
তুমি পাবে; নিশ্চিত অভ্যাসে
হাত তুলবে; দিব্যরথে এসে
পৌঁছে যাবে বাড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

আজ নিরুপায় বলে বাতাসকে দীর্ঘশ্বাসে ভারি
করছো। আমিও ভাবি এতো অবিশ্বাস, অনিশ্চিতি
এ্যতো এলোমেলো, ভয়, খানাখন্দ, এ্যাতো হাত্ছানি
বিজ্ঞাপনের জাদু–প্রতারক ডাকে
'খোল,
প্যান্ডোরা বাক্সের চাবি আমাদের হাতে;
ভয় কিসে?'

মাথা ঠুকে ঠুকে ব্যর্থ হয়ে ফেরা সরকারী অফিসে
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের
হাতে একদিন তার পেনসানের প্রাপ্য তুলে দেবে
মাননীয় মন্ত্রী; যদি
এরকম হয়?

ভাবি–হাসপাতাল বেড়ে নার্সের শুশ্রূষা,
বরাভয় এনে দেবে রোগজীর্ণ মানুষের মনে',
সেদিন অন্তত মৃত্যুপথ যাত্রীরাও জেনে যাবে–

ঠিক শুভক্ষণে
এই আরোগ্যের তীর্থে এসে পড়েছিলো;
তাই আজ
মৃত্যুও হয়েছে সহনীয়।

সম্ভাবনাহীন এই মরুভূমি স্বদেশ যদিও
তবু তাকে ছেড়ে
পাড়ি দিচ্ছে তরুণ তরুণী দূর দেশে।
ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকাতে তাদের ভয় করে।

অগণিত বেকারের দীর্ঘশ্বাসে
মরে আছি মুমুর্ষু শহরে।

BANGLADARSHAN.COM

আছি, আমি আছি

সহজ ঘুমের রাত শেষ হলে জেগে উঠি প্রতিদিন ভোরে।
মাধবীতলায় কাঁপছে প্রসন্ন আলোর দিন;
আরো একদিন
এসেছে জীবনে–
এই পাওয়া, এই অনিশ্চিত থেকে
নিশ্চিত সত্যের স্থির অনুভব–
আছি, আমি আছি।

শৈশবে খেলতে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কানামাছি
যখন পারিনি ছুঁতে বুড়ি
মনে হতো–পরাজিত, তবু
আরবার
ছোঁয়া যাবে–এই স্বপ্নে সহনীয় কোরে অন্ধকার
পেরেছি যখন ছুঁতে–অদ্ভুত তৃপ্তিতে
ভরে গেছে মন,
ঘরে ফিরে এসে ফের শুয়েছি মায়ের কোলে,
ঘুমিয়ে পড়েছি।

এখন সূর্যের তাপে পৃথিবী পুড়ছে। জেনে গেছি–
মা কখন একা ফেলে চলে গেছে!
ধুলো মুছে দেবার মতন
কেউ নেই পৃথিবীতে;
চোখ বাঁধা নেই, তবু অন্ধ। সারাক্ষণ
বুড়ি ছুঁতে প্রাণান্ত...পারিনি ছুঁতে।
জানি–তা পারবো না কোনোদিনই।

সহজ ঘুমের রাত শেষ হয় আরো এক প্রত্যাশা রঙিন
সকালের জন্ম দিয়ে। মাধবীতলায়
ভোরের স্বচ্ছতা কাঁপে
আমার প্রবীণ

BANGLADARSHAN.COM

মনের গভীর থেকে কার স্বর উঠে আসে
সংক্রমণ মুছে দিয়ে আসন্ন জরার?

সে বলে: ছোঁবেনা বুড়ি?
আরেকটি নতুন দিন, দ্যাখো, এলো
একান্ত তোমার।

BANGLADARSHAN.COM

ভেবে এসেছি

ভেবে এসেছি তোমার কথা আমি বলব, আমি লেখক
আমি সর্বজ্ঞ। আমি
উন্মোচন করবো তোমার আত্মার হাহাকার, আর
ব্যাখ্যা করবো তোমার স্বপ্নের, তোমার ব্যর্থতার
অলিখিত দিনলিপি;
ভেবে এসেছি নেবো তোমার ক্লান্তির স্বেদরক্তের স্বাদ,
তোমার অপূর্ণতার বিষাদ, আর
পূর্ণতার দিকে যাত্রার উদ্‌বিগ্ন দিনগুলোর দিনপঞ্জি;
কাঁধে হাত রেখে হাঁটবো বিরামহীন।

এসব ভাবনা শেকড় ছড়িয়ে বহুদূর...বহুকাল!
ডালপালা ছড়িয়ে আত্মবিশ্বাসে মাথা নাড়ছে,
অসংকোচে মাথা নাড়ছে, নাড়ছিল।

BANGLADARSHAN.COM

ঝড়-ঝাপটায় ডানা ভাঙলো ইতিমধ্যে,
মুখ থুবড়ে পড়লাম মাটিতে;
খাদ টপকাতে লাফ দিলাম–
ভাঙল পা,
আর মগডালের ফল পাড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে বুনো ঝোপে।
আমার জন্মান্তর হল।

এইভাবেই আমার স্পর্ধা হারাল বিশ্বাস,
স্বপ্ন ছিঁড়লো শেকড়ের টান,
এক অন্তহীন হাঁ মেললো গিরিখাদ। আমি
শূন্যে ঝুলছি।
হাতের মুঠোয় বুনো লতার হাড়গোড়।

যে চিনতেই পারলো না নিজের দৌড়ঝাঁপের সামর্থ্য
সে হতে পারে না তোমার আত্মার খনক, হতে পারে না সর্বজ্ঞ।

আমি শুধু নিজের কথাই বলতে পারি, শুধু নিজের।

তোমার সে কেউ নয়

কেউ নেই যার, তার পাশে
ঈশ্বর আছেন–বলে তুমি
পাশ ফিরে শুলে।
কে এসে নিঃশব্দে বসে
শিয়রে, তোমার
রুখু চুলে
আঙুল বোলালো
ঢেলে সম্পূর্ণ হৃদয়
এবং না রেখে কোনো চিহ্ন-লেশ;
তুমি
তাকে কি চিনেছো কোনোদিন?

ঈশ্বরের ভালোবাসা সকালের
পরিস্রুত আলোয় স্বাধীন
সাম্রাজ্য গড়েছে ঘাসে ঘাসে,
পাতায় পাতায়, সেই
অব্যক্তের
রূপের উদ্ভাস হয়ে মুখ
তুলে ধরে আছে হয়তোবা।
মন্দির চুড়োয় জ্বলছে গৈরিক পতাকা–
দেখে মহিমা, অথবা
তাঁর উপস্থিতি ভেবে অভ্যাসবশত
জোড় করি হাত।

তোমার সে কেউ নয়, তবুও
জেগেছে সারারাত
মৃত্যুকে হারিয়ে দিতে সে নারী
রোগীর পাশে বসে;
রোগমুক্ত হতে ফুল রেখে চলে গেলো

BANGLADARSHAN.COM

কখন, কোথায়? তুমি
খুঁজেছো কি তাকে?

মানুষের এইসব ঈশ্বরীয় ভালোবাসা
কেউ মনে রাখে?

BANGLADARSHAN.COM

আছে, সবই আছে

আছে, সবই আছে, থাকে এরকমই। যা যাবার যায়।
গতি তো স্তব্ধতা নয়, পূর্বাপর আগত প্রথায়
চলে না সে; ইতিহাস গড়ে আর ভাঙে;
নিরন্তর চড়াই উতরাই। কোনোদিন
নিষ্ফলা বালির আগ্রাসনে
থামে তার চলা?

এমন দুর্দিন আসে, মাঝে মাঝে মনে হয়–সবই বৃহন্নলা-
সময়ের সুগভীর উৎপীড়নজনিত অসুখে
সমাজ সভ্যতা আজ শয্যাশায়ী। ঠিক এরকম
সময়ে ছিল না বেঁচে সক্রেটিস,
দান্তে, আইনস্টাইন,
ইয়েটস, জীবনানন্দ, মানিক, বিভূতি!
পুরনো মানুষ শুধু ছাই ঘেঁটে তুলে আনে কিছু জনশ্রুতি,
সেখানে আশ্রয় খোঁজে, বলে: নেই সেরকম নেই–
যে গতি গিয়েছে থেমে প্রাচীন ভারতে, যেরকম
ছিল, রোমে ছিল একদিন।

উত্থানপতনে, রক্তক্ষয়ে জনসাধারণ শুধে গেছে, ঋণ
সামান্য জন্মের; গেছে দিনগত পাপক্ষয়ে
এ জন্ম কাবার
কোরে, না রেখেই কোনো দাগ পৃথিবীতে।

প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদের লুঠেরারা অদৃশ্য বড়শিতে
গেঁথেছে মেধা ও শক্তি, উদ্ভাবনী প্রতিভা, বিদ্রোহ;
কোমল অভ্যাসে শিরদাঁড়া ক্রমশই
ক্ষয়ে গেছে, তার পরে মরে
ভেসে উঠেছিল বদ্ধ জলে।

আমরা রেখেছি মনে তাকে শুধু, ইতিহাস যার কথা বলে।

BANGLADARSHAN.COM

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

অফুরন্ত ভালোবাসা ছড়িয়ে হেঁটেছো দীর্ঘপথ;
ভাঁড়ারে পড়েনি টান এতোটাই তোমার সঞ্চয়।
মৃত্যু-অধ্যুষিত এই দেশে কালে তুমি শুভময়
একক অস্তিত্ব হয়ে আছো, থাকো কবির মহৎ
উজ্জ্বল উপমা হয়ে আমাদের মাঝে দীর্ঘকাল।

BANGLADARSHAN.COM

যদি কিছু লিখে থাকি

যদি কিছু লিখে থাকি মেঘ হয়ে পুনর্জন্ম নেবো বারবার।
ভোগে বা বৈরাগ্যে নয়, নির্মোহ আত্মার
অনুভব–উৎসারিত দ্যুতির উত্থান
শব্দের অনুক্ত উচ্চারণে
পায় যেন বিমূর্ত শরীর।

উড়ন্ত পাখির মতো নয়, যেন এই পৃথিবীর
মাটিতে পা রেখে, ধুলো মেখে
হেঁটে যেতে পারি। চাওয়া–
এর বেশি নয়।

যা দেখি দুধারে, তাতে ফুরোয়না আমার বিস্ময়।
এরই নাম ভালোবাসা? যায়
যতোই ফুরিয়ে দিন ইচ্ছেগুলো
ছোট হয়ে আসে।

BANGLADARSHAN.COM

অনেক পাওয়ার শেষে কলকাতার কৃপণ বাতাসে
যতোটুকু নোনাজল ছুঁয়ে আসা গন্ধ পাই, তাকে
বুক ভরে টেনে নিতে চাই।

মানুষ ক্রমশ ছাড়ছে মানবতা। ‘আত্মা নয়, শরীরে যা পাই
তা নিয়ে খুশির কাল, উৎসবের সুখ
শুষে নিতে হবে।’

এইসব চেতাবনী চার্বাকেরা দিয়ে গেছে কবে
কেউ তা শুনেছে? কেনো স্থির সত্যে
পৌঁছতে পারেনি।
শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর নিয়েছে মনে কেউ?
এ জগৎ মিথ্যা, জেনে ব্রহ্মের উদ্দেশে
সমর্পণ করে সব অনিত্যবস্তুকে

চলে গেছে সহজ বিশ্বাসে
মায়াতীত লোকে!

একুশ শতকে এসে প্রশ্নও করেনা কোনো নিতান্ত বালকে
মিথ্যে ও সত্যের দ্বন্দ্বে তার পথ কোনটা সঠিক।
দেশকালগন্ডী ছেড়ে হতে চায় বিশ্বনাগরিক
একফালি মাটির লোভে মাটিকে ভিজিয়ে রক্তে, তার
তৃপ্তি সেই সেদিনের মতো।

ভাবেনা সবার জন্যে, হয়তো সে নিজস্বভাবের অনুগত;
প্রেম নয়, প্রয়োজন তাকে দেয় পথের নির্দেশ।

আমি বুঝে নিতে চাই বৃষ্টি পতনের হলে শেষ
কোন আলো ঘাসে ও পাতায় জলে অতীন্দ্রিয় মায়া
ছড়িয়ে, সংগীতে বেজে ওঠে।

গ্রীষ্মের পাখির মতো সামান্য খড়কুটো নিয়ে ঠোঁটে
মানুষের আশ্রয়ের স্বপ্ন আজো কতো মহিয়ান।

আমার কবিতা হোক অনুভবউৎসারিত বোধের উত্থান।

BANGLADARSHAN.COM

পৌঁছতে পারবো

পৌঁছতে পারবো আমি একদিন তোমাদের কাছে–
এরকম স্বপ্ন দেখে তাড়নাবশত দীর্ঘপথ
কিভাবে ছুটেছি, তার ছেঁড়া দিনলিপি
আমার কবিতা, তাতে
শান্তি নয়, রক্ত লেগে আছে।

ছেলেবেলাকার কথা–বাঁশের সাঁকোর নীচে
জলস্রোত পাছে
পার হতে গিয়ে যাই পড়ে, এই ভয়ে
পিছিয়ে গিয়েছি। ওরা, বন্ধুরা সহজে
পার হয়ে গেছে, আর আমাকে ডেকেছে ‘আয়, আয়।’

সোচ্চারে কবিতা পড়তো বন্ধুগণ কবিতাসভায়;
অকৃপণ অভিনন্দনের স্রোতে ভেসে যেতো তারা।
কে যেনো অস্পষ্ট স্বরে আমাকে বলতো ‘কিছু নয়।’

BANGLADARSHAN.COM

শব্দ দিয়ে সেতু বাঁধো, পার হয়ে খন্ডিত সময়
মহাসময়ের দিকে যাও তুমি, নীচে
চিরবহমান কাল, তার
নিঃশব্দ গর্জন শোনো; ওই
শব্দ ধরে রাখো কবিতায়।

পারিনি নৈঃশব্দ থেকে মন্ত্রের অমেয় শুদ্ধতায়
শব্দ তুলে এনে সেতু নির্মাণের মহাশিল্পী হতে।

তবু আর্ত আত্মা আজো নিমগ্ন যে ব্রতে
তা হলো–পৌঁছতে পারি এরকম সেতু
নির্মাণের আমৃত্যু সাধনা।

শুধু শব্দ নিয়ে খেলা অক্ষমের আত্মপ্রতারণা।

গুজরাটের গণহত্যা

প্রিয় ঈশ্বরের নাম-খোদিত কাপড় দিয়ে পতাকা গড়েছো,
এখন তা রক্তেই ছোপালে?
এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছো নিরপরাধের শব ঠেলে
দুর্যোধন কর্ণ জয়দ্রথ?

সেদিনেরই মতো
এই ভারতেই আমি মুখে ভাত তুলছি যখন
দেখি শিশু নারী বৃদ্ধ যুবক যুবতী
প্রাণভিক্ষা চেয়ে হাত জোর করে আছে।

আমার হাতের মুঠো খুলে যায়
বুঝিনা, এখন কার কাছে
মানুষ দাঁড়াবে? আমি কার কাছে যাবো?

BANGLADARSHAN.COM

শিশু বৃদ্ধ নারী ও প্রবীণ
স্বপ্নভুক যুবক যুবতী
শুয়ে আছে পাশাপাশি।

বাসি রক্তে মাছি
বসে, উড়ে যায়।

এ কেমন ধর্মযুদ্ধ পৌঁছে দেবে স্বর্গের দরজায়
কাকে, কোন দেবদূত? ঈশ্বর প্রেরিত অবতার?

জন্মান্ধ তো নই। এই স্নেহ, প্রেম, সভ্যতার
অজস্র উৎসার
মানুষ গড়েছে। আছি পরস্পর যুগাতীত কাল
পাশাপাশি দিতে আর নিতে।

মাঝে মাঝে এসে অতর্কিতে
পাকা ধান কেটে নিয়ে গেছে মহাজন
কখনো খেয়েছে পঙ্গপাল;

এবং দেখেছি, আজও ইতিহাসে, যুদ্ধে ও সন্ধিতে
মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে বহমান।

গোধরায়, গুজরাটে কারা ঈশ্বরের নামে বলিদান
দেবে বলে যূপকাষ্ঠে নিরপরাধের মুন্ডচ্ছেদ
করে, দেয় জয়ধ্বনি ঈশ্বরের নামে বারংবার।
কে দেবে উত্তর শেষ কবে হবে এই জিঘাংসার
কাল? ধর্ম না হবে মানবতা
সভ্যতার প্রতীক পতাকা?
নাকি এভাবেই যাবে গড়িয়ে রক্তাক্ত পথে
অধর্মের চাকা?

BANGLADARSHAN.COM

নদী খাচ্ছে

নদী খাচ্ছে মাটি, ভাঙছে পাড়, জলে
উঠছে ঘূর্ণি; ঘোলা জলের মস্ত হা, তাতে
তলিয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি, যাচ্ছে গাছপালা
সেই
পাতালগামী জলের সিঁড়ি বেয়ে
নীচে অতলে।

এইখানে ছিলো পথ, বসতো হাট, আসতো
মানুষ, বসতো মেলা,
এইখানে উড়তো ধুলো
পায়ে পায়ে;
চলতো দরদামের হাঁকডাক;
কেউ গুনতো লাভের কড়ি, কেউ
দিনের শেষে দীর্ঘশ্বাস ছড়াতো হাওয়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষের দেনদারীর সংসার, তার
খুঁটিনাটি, হারজিতের হিসেব
রাত দিতো মুছে। রাত
ঘন হয়ে বসতো তারাদের নিয়ে,
মেতে উঠতো গল্পসল্পে।

কেউ আর বলবেনা, এইখানে ছিলো একদিন
বাঁচতো যারা হাঁসমুরগির মতন,
তাদের নিত্যদিনের গেরস্থালী,
জন্মের আনন্দ, মৃত্যুর বিষাদ
এই সেদিনও এইখানে...।

পথ পেরিয়ে পথ ধরতো ওরা, পথ হারিয়ে
নতুন পথ;
ধরতো হাত, মেলে দিতো বুক, হাসতো
হা হা...।

সেই পথ খাচ্ছে নদী,
উঠছে ঘূর্ণি। ঘোলা জলে সূর্যের
টুকরো টুকরো শরীর; চাঁদের
ছেঁড়াখোড়া মাংস
ভাসছে, ঘুরছে, তলিয়ে যাচ্ছে
ঘূর্ণিতে।

আমি খাচ্ছি তন্দুরি আর কষা মাংস
ভাঙন থেকে অনেক দূরে;
আমার হাত
উঠছে আর নামছে, হাত
কাঁপছে না।

BANGLADARSHAN.COM

স্বাভাবিক জীবন জড়িয়ে

রাজত্যক্তে নেই বলে ভাঁড় ও ভিক্ষুক থেকে দূরে
রয়ে গেছি স্বাভাবিক জীবন জড়িয়ে এক কবি;
এরকম কেউ কেউ বেঁচে থাকে যুদ্ধ বা বিপ্লবে
বাঁচিয়ে একান্ত সামাজিক
ব্যক্তির সংকীর্ণ পরিচয়
খুশি মনে সারাটাজীবন।

দু পা গিয়ে, তিন-পা পিছিয়ে নয়, জীবন যেমন
তাকে ছুঁয়ে ছেনে, তাকে প্রেমে ও ঘৃণায়
সরিয়ে বা বুকে টেনে, এইভাবে
বুঝে নিতে নিতে
শেকড় চারিয়ে বহুদূর আছি।

এই থাকা ভাঁড় ও ভিখিরি থেকে সাধারণ মানুষের
খুব কাছাকাছি
বিস্ময়ে, বিপ্লবে; আছি
হাজারো সুতোয় বাঁধা চরিতার্থ এই
বোধে উদ্দীপিত
অতি সাধারণ।

ভগীরথ নই আমি সাধনায় করে দেবো গঙ্গাবতরণ,
পাথর ফাটিয়ে জল, স্রোতধারা এনে
মাটিকে উর্বর কোরে
এনে দেবো শস্যের উৎসব।
ভাঁড় ও ভিকিরি নই, পয়ারে গাঁথিনি মূর্খ স্তব
সভাকবি হয়ে কোনো বেনের নির্দেশে।

গ্রস্ত থেকে আজীবন মায়াচ্ছন্ন শিল্পের আবেশে
কয়েকটি স্তবক, কিছু পংক্তি লিখে
একদিন বলবো–বিদায়।
প্রিয় পরিজন যদি দুর্ভোগে দুর্যোগে কিছু
জীবনের অর্থ খুঁজে পায়।

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিভাবানের চেয়ে

প্রতিভাবানের চেয়ে পাগলের প্রয়োজন, মনে হয়–বেশি।
প্রতিভাবানের দাবি–তার প্রয়োজন ঠিক
অন্য সকলের মতো নয়।
সুখ ও স্বাচ্ছন্দ, আর নিশ্চয়তা,
বেশি অবসরের সময়
তার চাই, তা নাহলে
সাফল্য আসেনা। তাকে দেখা
সকলের দায়।

একটি পোখরান কোটি মানুষের মুখ থেকে
ভাত কেড়ে খায়।
প্রতিভাবানের অস্ত্র 'শত্রু' বলে নাশ করে যাকে,
সে ক্ষুদ্র মানুষ, শুধু
প্রাণধারণের স্বপ্ন দেখে।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষয়াটে শরীর, হাড়-সর্বস্ব, যে শিরাফোলা হাতে
সে ধরে ভিক্ষের থালি, তার
বেঁচে থাকা কোন প্রয়োজনে?
এ প্রশ্ন প্রতিভাবান তোলে বেনে সভ্যতার এই হিমযুগে।

অপুষ্টি, অশিক্ষা আর অর্ধাহার, অনাহারে ভুগে
অগুনতি মানুষ, বোঝে–
ঈশ্বরের এ-পৃথিবী অন্তত তাদের জন্যে নয়।

খুনিরা প্রতিভাবান, পাগলেরা এখনো নির্ভয়।
স্বপ্ন দেখা ভুলে গিয়ে যুবকেরা ডুবে আছে
গাঁজায়, চরসে।

পাগল নিশ্চিন্ত মনে মুতে দেয় রাজপথে বসে।
কেউ দয়রপরবশ হয়ে টুকরো রুটি যদি ছুঁড়ে দেয়

খানিকটা তার
খায় সে, অর্ধেক দেয় মুমূর্ষু মায়ের মুখে
মৃতশিশু প্রসবের পর
ফুটপাতে রয়েছে পড়ে, সমস্ত শরীর যার
হয়ে আসছে, ক্রমশ নিথর।

BANGLADARSHAN.COM

অনেক পাওয়ার ছিলো ওদেরো তো

অনেক পাওয়ার ছিলো–ভেবেছিলে একদিন–পাওনি কিছুই!
পঞ্চাশে পেরিয়ে এসে মনে হলো–
কিছুই হলো না!
পাড়া প্রতিবেশি, অল্প চেনা, অতিচেনা
মানুষ কী সপ্রতিভ; আত্ম প্রত্যয়ের প্রতিকৃতি।
কোনো অপূর্ণতা নেই কোনোখানে–
সবাই সফল।

রাতের ফুটপাতে কোনো থেকে থেকে উঠছে কোলাহল?
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেনো কাঁদছে নারী, শিশু?
ওরা কারা
দাপিয়ে হাঁটছে, রাত ঘন হচ্ছে যতো!
ঘুমের ব্যাঘাত হলে পাশ ফিরি,
সতর্ক প্রহরী ঘেয়ো কুত্তার গোঙানী,
সারারাত আততায়ী পায়ের সশব্দ ওঠানামা;
তারা কোন দিকে যায়? কেনো?

কি পেলে মিনার ছুঁয়ে উড়ে যেতে, যেনো
আরব্য গালিচা চড়ে সব পেয়েছির দেশে যাওয়া?
মাঝে মাঝে দুঃখ টুঃখ–হলোনা কিছুই,
তিনতলার ফ্ল্যাট, থাকবে
দক্ষিণের বিশাল জানালা,
দরজায় আঙুল দিতে না দিতেই খুলে যাবে
গার্হস্থ্য-স্বর্গের লীলাভূমি,

অন্তত মারুতি থাকবে প্রস্তুত দুয়ারে।

দীর্ঘনিঃশ্বাসের তাপে পুড়ে যেতে পারে
কিছু পাণ্ডুলিপি; তুমি যেখানে সুন্দর
জীবন-জড়িত ভালোবাসা

BANGLADARSHAN.COM

অক্ষরে রেখেছো ধরে
কতো মমতায়!

দ্যাখো, এ মুহূর্তে গঙ্গা মেতেছে কী নিষ্ঠুর খেলায়,
গিলে খাচ্ছে বাস্তুভিটে, বীজতলা, সোনাঝুরি গ্রাম,
নৌকায়–উদোম শিশু, অসহায় নারী, বৃদ্ধ
এক বুক জ্বালা নিয়ে
বেরিয়েছে ঠাঁই খুঁজে নিতে।
অনেক পাওয়ার ছিলো ওদেরো তো নির্মম নিষ্ঠুর পৃথিবীতে।

BANGLADARSHAN.COM

চেতন-বৃক্ষের ফল খেয়েছি

চেতন বৃক্ষের ফল খেয়েছি সুদীর্ঘকাল ধরে।
আজ মনে হয়—যদি
আদমের স্বর্গোদ্যানে ফিরে যাওয়া যেতো,
আমার বিষাদ-ক্লিষ্ট হাত থেকে
গান্ডীব পড়তো না খসে; বেঁচে থেকে
এইভাবে মরে
যাওয়া এ্যাতো সহজ হতো না।

প্রাজ্ঞের আকাশে নেই সহজ—মেঘের সম্ভাবনা;
জ্ঞানের উদ্‌ভ্রান্তি তাকে
স্বপ্নের উদ্‌গম থেকে দূরে
রাখে। সে সতর্ক, হাঁটে ধীরে, কাশে
কথা বলবার
আগে, দেখে নেয় চোখ ঘুরিয়ে কে আগন্তুক,
উদ্দেশ্য কি তার?
স্পষ্ট কোরে বলো, নেই প্রয়োজন আন্তরিকতার!'
উষ্ণ হৃদয়ের ভাপে কঠিন ধাতব মন
গলে যায় পাছে—
ভয়ে বেড়ালের মতো লোম খাড়া কোরে থাবা
আগে মেলে ধরে।

অসংখ্য গাধার পিঠে বাফুনেরা চলেছে শহরে,
ব্রিগেডের জমায়েতে প্রাজ্ঞজন বিলোবেন
সুভাষিতাবলী।
ট্রাকে, বাসে আদমেরা এখনো উচ্ছ্বাসে মুঠো তুলে
অভ্যাসবশত কিছু বলে।
এক পশলা বৃষ্টি হলে কলকাতার ফুটপাতও
ডুবে যায় জলে।
ভেজামাটি থেকে তবু গন্ধ ওঠে,
প্রাচীন পৃথিবী থেকে হাওয়া—

BANGLADARSHAN.COM

নোনা-স্বাদ...কতো দূরে বঙ্গোপসাগর?
ঘাসের ওপকে কাঁপছে পরিস্রুত আলো; চরাচর
জুড়ে সহজেই শান্তি শুয়ে আছে–
যেমন রয়েছে চিরদিনই।

চেতন-বৃক্ষের ফল খেয়েছি বলেই তাকে চিনতে পারিনি।

BANGLADARSHAN.COM

এখন সহজবোধ্য কিছু নেই

এখন সহজবোধ্য কিছু নেই। তোমাকে আমার
বিচ্ছিন্ন দ্বীপের কোনো অজ্ঞাত প্রজাতি
বলে মনে হয়। তুমি
আমাকেও ভাবো হয়তো বা
সেরকমই।
আমাদের ভাষা
অজানা ভাষার কোনো অভিধান থেকে তুলে আনা
‘শব্দ’ হতে পারে; শুধু
শরীরী ভাষার অর্থ হয়তো বা
হাবেভাবে বুঝে নিই, বিনিময়ে
বাক্যবন্ধ নেই।

এরকম হয়ে যাবে বিংশশতক ফুরোতেই
মনে হয়নি তো! তুমি
ভেবেছিলে নাকি!
চিরুণীতল্লাসী করে একটি দ্রবণশীল গোটামানুষের
খোঁজ পাবো লাখো মানুষের ভিড়ে? ঠিক
এমন ভাবিনি। তবে
ক্ষয় কিছু এসেছিলো দ্রুত!

পণ্যজীবিতার যুগে স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা প্রভূত;
হাত বাড়ালেই
মার্কারী চাঁদের জ্যোৎস্না অমাবস্যাতেও
এনে দিতে পারি এইখানে।

যদি চাই, ঈশ্বরের কাছাকাছি যে রয়েছে, প্রযুক্তির দানে
তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলে
হতে পারি ঘুমে অচেতন।

এইসব সফলতা দিয়েছে কি মৃতপ্রায় মানববন্ধন
ফিরিয়ে আবার শূন্য হাতে?

BANGLADARSHAN.COM

এখন কাছের বন্ধু, প্রতিবেশি লাগাতার রয়েছি সংঘাতে;
শত শত বছরের অতিথিশালা যে হিমঘর
হয়ে গেছে; মাঠ-প্রান্তরের সীমানায়
কাঁটাতার বেড়া, দুইধারে
ভাড়াটে জহ্লাদ, দেশপ্রেমিক সৈনিক মুখোমুখি,
শরীরী ভাষায় ওরা কথা বলে।
হৃদয়ের ভাষা
অর্থ তার হারিয়েছে। একটি তদ্‌গত অর্থ তার
জানে ওরা–মারো কিংবা মরো।

যারা নিরাপদে আছি তারাও আতঙ্কে জড়োসড়ো–
কে কাকে চিহ্নিত কোরে রেখেছে
অদৃশ্য খড়ি দিয়ে–
জানা নেই কারো, মুখে হাসি
মনে হয়–অনাবিল। কতোকাল আছি পাশাপাশি,
এ বাড়ির লাউডগা ওবাড়ির চালায় লতিয়ে
গিয়েছে কখন; আর শিশুরা মেখেছে ধুলো, ঝাঁপ
দিয়েছে নদীতে; ডিপটিউবয়েলের ধারে
সংসারের খানাখন্দ পেরোনোর কাহিনী বলেছে
প্রতিবেশিনীরা, কতোকাল ধরে
এই ভাবে!

ছাতিমগাছের মতো ছায়া ধরে একদিন
মানুষের পাশে এসে মানুষই দাঁড়াবে;
পাথর ফাটিয়ে মুশা এনে দেবে পিপাসার জল
আমাদের সন্তানেরা? এই–
সুখস্বপ্ন দেখা হয়তো
তেমন সহজ নয় আজ।

মাইক্রোস্কোপে দেখা যাচ্ছে ক্রমবিলুপ্তির পথে
মানবসমাজ;
গোষ্ঠী থেকে জনগোষ্ঠী–চোখ
এর বেশি

BANGLADARSHAN.COM

দেখে না! ভুট্‌ভুটি চড়ে নদী পার হতে
যেটুকু সময়...টুকরো কথা...মাছরাঙা
পাখিদের উড়ে আসা,
ছোঁ মেরে শিকার তুলে নিয়ে
ফের উড়ে যাওয়া, এতো
ক্ষিপ্র আজ জীবনধারণ
ঠিক করে নেমে যাওয়া যে যার গন্তব্যে। কারো আজ
পেছনের পথ ফিরে দেখার মতন
সময় এখন নেই আর।

তাবলে বলছি না—আছে অন্ধকার, ভবিষ্যৎ শুধু অন্ধকার।
ইতিহাস জুড়ে নেই ভাঙনের ধারাবাহিকতা।
মৃত্যুর সাম্রাজ্য ঘুরে প্রাজ্ঞ নচিকেতা
ফিরে এসে বলে, শোনো হে মানুষ! আমি
জেনেছি মৃত্যুকে। তাকে জানা
অর্থহীন। শুধু
জীবনকে জানো।
যে শিশু তোবড়ানো থালা হাতে, তাকে আনো
ফুটপাত থেকে ঘরে, সে তোমারি শিশু
হয়ে ঘরে আলো দিতে পারে
যদি দাও পিতৃপরিচয়।

কেউই দেখে না, জানি—
আমাদের ঘিরে আছে সপ্তরথী,
ঘাতক সময়।

BANGLADARSHAN.COM

বিকর্ণ উবাচ

[মহাভারতের ‘সভাপর্বে’ শকুনির কাছে পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির একে একে পণ রেখে সবকিছু, হেরে যেতে থাকেন; শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীকে পণ রেখে হেরে গেলেন যুধিষ্ঠির। ‘বিক্ষিপ্ত কেশ, অর্ধখচিত বসনে দ্রৌপদী সভায় আনীত হলেন।’

সেখানে উপস্থিত কুরুবীরগণ, বয়স্ক সভাসদগণ, কেউই এই কাজের প্রতিবাদ করলেন না। একমাত্র, দুর্যোধনের এক ভাই বিকর্ণ সভাস্থ সকলকে বললেন, দ্রৌপদী যা যা বলেছেন, তার উত্তর দিন সভায় উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় জনেরা। সকলেই মাথা নত করে ছিলেন। বিকর্ণ তখন যা বলেছিলেন সকলকে উদ্দেশ্য করে, তা এইরকম, যেখানে আত্মউন্মোচনে ধরা পড়লো একালের এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর]

প্রথম উন্মোচন

এখানে পুরুষ নেই

এখানে পুরুষ নেই, নপুংসকে ছেয়ে আছে দেশ
মাথা হেট করে আছে পিতামহ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ
কে নেই? যাদের চিনি অথবা চিনিনা, সকলেই
মাথা হেট করে বসে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

দুপহর না যেতেই শেয়ালেরা হস্তিনার কাছে
ডেকে উঠলো; প্যাঁচাদের দিনের আলোয় ওড়াউড়ি
শুরু হয়ে গেলো কেন? তারা খসে পড়লো মনে হয়।
কুরুবৃদ্ধ পিতামহ, তোমাদের ধর্মের সংশয়
আমার জেগেছে মনে।
ও কোন পাগল রাস্তা জুড়ে
হি হি হাসছে? প্রস্রাবে ভাসিয়ে দিচ্ছে রাজপথ?
পাগলের এই
অদ্ভুত কাজের অর্থ বোঝার ক্ষমতা আজ নেই
কারো নেই। অনুগত একঝাঁক কিমপুরুষ
বসে আছো অর্থহীন আনুগত্যে,
শিরদাঁড়া ভেঙে খানখান।

পুরুষার্থ নত হলে ধনুকের ছিলা থাকে টান?
ধর্মের দোহাই দিয়ে ইচ্ছেমতো ধর্মের বিধান
গড়ে তোলা, সেই গর্তে
কচ্ছপের মতো থাকো হাত পা গুটিয়ে।

সাড়ম্বরে ওরা কাকে নিয়ে যাচ্ছে রাজপথ দিয়ে
ওই শব কার?

দুধারে বিস্মিত ভীত মানুষের চোখে কী ধিক্কার?
ওদের চোখের ভাষা পড়ার মতন
বর্ণপরিচয় জ্ঞান
হারিয়ে ফেলেছো, আর বেঁচে থেকে সামলাচ্ছো গদি?

কার কাছে সুবিচার চাইছো দ্রৌপদী?
কেউ নেই, সকলেই সামাল সামাল;
জাহাজ ডুবছে, দ্যাখো, ইঁদুরেরা ঝাঁপ দিচ্ছে জলে,
অশক্ত বৃদ্ধ বা নারী, শিশু
আজ তাদের বাঁচায়
এরকম কেউ আছে? তুমি যাজ্ঞসেনী, হয়ে নিজে
নিরুপায়
কার কাছে সুবিচার চাও?
কলকাতার পথ থেকে দিনের আলোয় দ্যাখো
যুবতী উধাও,
পৃথিবীর কোন দেশে পেট্রোডলারের বিনিময়ে
হারেমের অবিরাম যৌন তান্ডবের সহচরী?
মা কাঁদে বুক চাপড়ে, বাবা অকালেই বুড়ো হয়ে যায়।

মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কেউ বলেনা, ‘তোমরা অসহায়
আমরা আছি তোমাদের পাশে’;
যুবক অকালবৃদ্ধ হয়ে যায়,
শাদাচুলো থুত্থুরে ভিখারী,
ধেয়ে আসা আগুনের মুখ থেকে বাঁচাতে যে পাড়ি
মার্কিন মুলুকে দেয় যারা তারা বাঁচে শুধু অর্থের কৃপায়;

BANGLADARSHAN.COM

যা কিছু সম্ভোগ সুখ সাফল্যের মাংস চুষে খায়
তারাই; চায়না দিতে বিনা রণে সুচ্যগ্র মেদিনী।

শোনো তুমি, বৃথা যাজ্ঞসেনী
ওদের জাগাতে চাইছো এই জ্ঞনবৃদ্ধদের,
ওরা নুন খায়
আমার বাবার, অন্ধকার উচ্ছিষ্ট খেয়ে ওরা বেঁচে আছে;
ওরা বেঁচে আছে, তবে আছে মৃতপ্রায়;
থুথু ছুড়ে দাও কিংবা লাথি দাও কষে
ওদের উদ্দেশে
কোনো পাপ নেই, হবেনা তোমার।

আমার তো কিছু নেই, ভবিষ্যৎ চিরঅন্ধকার
স্বপ্নের উপরে পড়ছে নিরন্তর হিমসম্প্রপাত।

যে দিকে তাকাই হত্যা, গণহত্যা আর অন্তর্ঘাত,
ঘৃণা প্রতিহিংসার আগুনে
ফোটার আগেই ফুল ঝরে যাচ্ছে
পুড়ে যাচ্ছে কুঁড়ি;
ঘরে ঘরে অঙ্গরাজ সন্তানের জন্য করে চুরি,
সাতপুরুষের ভিটে, পিতৃপিতামহদের
স্বোপার্জিত সাফল্য ক্ষুদকুড়ো
তামাম স্বস্তি ও শান্তি
চাকরি নেই, কারখানায় তালা;
কারখানার জমি বেচে মালিক ও প্রমোটার
রাজা বনে যায়
দুদিনে। ঠেকাবে কোন্ শালা
গুপ্ত হত্যা ধর্ষণ প্রকাশ্যে?
যদি বেঁচে যাই দৈবের কৃপায়
চিরদিন হাঁটতে হবে মাথা নীচু কোরে;
ঘাড়ের ওপর বোঝা; খড়কুটো ঠাসা মগজের উপস্থিতি
এইমাত্র বেঁচে থাকা;
শকুনিরা প্রকাশ্য সভায় যথারীতি

BANGLADARSHAN.COM

জুয়ো খেলে কেড়ে নেয়,
দেখেও ঘোলাটে চোখ কিছুই দেখেনা।

কিছুই দেখবে না, আছে বরাদ্দ দু মুঠো ভাত
পরিবর্তে দু'বেলা কুর্ণিশ;
অস্ত্রে জঙ ধরে গেছে।

ভুড়িদাস হাড়গিলে শকুন
ওদের চোখের সামনে রাহাজানি ধর্ষণ বা খুন
দিনের আলোয়; তবু শিরোস্ত্রাণ মাটিতে ঠেকিয়ে
আভূমি কুর্ণিশে ভেঙে পড়ে,
ইনিয়ে বিনিয়ে
স্তোত্র পড়ে সভাকবি। এখানে বিদুর থাকে দাসীপুত্র হয়ে,
কেউ শোনে তার কথা? গোটা দেশ আছে অবক্ষয়ে,
ডুবে যেতে যেতে হাত তুলে বলে 'আমাকে বাঁচাও!

যাজ্ঞসেনী, কার কাছে চাও
দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণও নারীমাংসলোভী
দৃষ্টি থেকে বাঁচাবার মতন পুরুষ নেই দেশে!
এ দেশ তোমার নয়, এ দেশ আমারো নয়
গান্ধারীর চোখে
বাঁধা আছে সাতপট্টি কাপড়।

চোখ থাকলেও অন্ধ, তার সতীধর্ম বুঝি আরো হাস্যকর;
সম্রাজ্ঞী বধির নয়, তার কানে এই আর্তনাদ
পৌঁছোতে পারে না? এই উলংগ করার পৈশাচিক
আনন্দ করছে যারা তারা তারই গর্ভজ সন্তান

মা আমার বুজে চোখ কান
শুনছে না কিছুই? শুধু মাঝে মাঝে ধর্মের দোহাই
দিয়ে পাশ ফিরে শোয়
প্রতিবাদে উঠছে না ফুঁসে।

BANGLADARSHAN.COM

শকুনি বা দুর্যোধন শুষে
যতো খাচ্ছে, ততো খিদে বেড়ে যাচ্ছে। যাবে এইভাবে?

সামান্য বালক আমি, কতোটুকু পারি?
এইটুকু প্রতিবাদ, প্রতিরোধে নিতান্ত আনাড়ি,
ভেঙে যাচ্ছে বুক, আমি ঘরে যাবো, শোনো অরিন্দম।

তুমিও আমারি মতো নিতান্ত অক্ষম
তোমাকে বাঁচাতে পারে কেউ নেই। অমারি মতন
নিরস্ত্র যুবক, শুধু ফুঁসে উঠতে পারো!
এবং ক্রোধে ও ক্ষোভে খেতে পারো হাত পা চিবিয়ে
তা শুধু নিজেরই। তাতে ক্ষতি নেই কারো,
সমস্ত শরীরে ক্ষত। ক্ষতে বসছে রক্তচোষা মাছি।

তারপরও যে যেখানে আছি
সেইখানে। পৃথিবীও ঘুরবে যেমন ঘুরছে আজ!

BANGLADARSHAN.COM

পঙ্গু ও বিধ্বস্ত প্রায় মৃত এই মানবসমাজ
ঘুমোবে নিঃসাড় চাপাচুপি দিয়ে শীতের রাত্তিরে।
যেমন ঘুমোয় সুখি মানুষেরা।
কে কাঁদে? আগুনে পুড়ছে কার ঘর
শুনে পাশ ফিরে
শুয়ে থাকবে বুদ্ধ, কৃষ্ণ, চৈতন্যের এই পৃথিবীতে।

হায়না, চিতার মুখ ফুটে উঠবে বিদীর্ণ আরশিতে?

দ্বিতীয় উন্মোচন

আমি কেন একা?

আমি রাজপুত্র, আমি অন্ধ কুরুরাজের সন্তান
সমস্ত ভারত যার আজ্ঞাবহ, তবু
আমি কেন একা?
সমাধি ভূমির ঘাসে বিকেলের রোদ শুয়ে আছে,
একটি ফড়িং কাঁপছে ঘাসের ডগায়
দূরে কাছে
অস্পষ্ট পায়ের শব্দ–
পশু না মানুষ? শব্দ কার?

আমি খুঁড়ে যাচ্ছি বুক, আমার আত্মার;
অতল সমুদ্র ঢুঁড়ে খুঁজে ফিরছি সান্ত্বনার
যে প্রবাল দ্বীপ
সে কোথায়?
সবখানে বিধ্বস্ত সভ্যতা
চূর্ণ প্রাসাদের খিলান গম্বুজ
মন্দিরে চূড়া নেই বিগ্রহ
রয়েছে পড়ে প্রদীপ পিলসুজ
দয়া প্রেম আনুগত্য করুণার শেষ অবশেষ
জলপোকা ঘিরে আছে ওদের শরীর।
এতো পরিবর্তনের মধ্যে মৃত্যু
কেমন সু-স্থির
সাম্রাজ্য ছড়িয়ে!
হায়, কোন্‌খানে স্পন্দমান সৃষ্টির আবেগ?
মৃত সভ্যতার ভাষা রক্তের স্বভাবে আজো
বেঁচে আছে?
বুঝিনা বুঝিনা...।

BANGLADARSHAN.COM

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য, দুর্যোধন, কর্ণ!
করো ঘৃণা
আমাকে
পারিনি হতে তোমাদের যোগ্য এক উত্তরাধিকারী!
অন্ধ কুরুরাজ! আমি
এ মুহূর্তে চলে যেতে পারি
আত্মাহীন সভাগৃহ হস্তিনা বা কুরুরাজ্য ছেড়ে।

অসময়ে সূর্য কেন অস্ত যায়?
অন্ধকার ঘেরে
দৃশ্যমান পৃথিবীকে?
মৃত্যুলোক ছুঁয়ে আসা হাওয়া
আমাকে কাঁপায়। আমি মৃত্যুর আলোকে
উদ্ভাসিত নচিকেতা। (সামান্য বালকও হতে পারি!)

পিচ্ছিল পথের এক নগণ্য নিঃসঙ্গ পথচারী
তবু এই একা, এই একার পৃথিবী থেকে
দৃষ্টির আলোয়
দেখি ঘিরে ফেলছে আঁধি
ভয়ংকর রাত্রির গহ্বর!
অতল গভীর থেকে উঠে আসছে
ডানা মেলে বিশাল পাহাড়
একচক্ষু দৈত্যের সেই গর্জনে সমুদ্র তোলপাড়
পৃথিবী সন্ত্রস্ত
কিছু ঘটবে এখনি মনে হয়।
আমি কি বিষাদগ্রস্ত? করেছে কি গ্রাস মৃত্যুভয়?
মৃত্যু কি এমন কিছু অভাবিত
যে কখনো আসবে না জীবনে?
সকলের প্রতি তার সমদৃষ্টি
প্রকৃত অর্থেই সাম্যবাদী?
শত্রু বা বন্ধু, তাকে কিছুই ভাবিনা
সমস্ত জীবের গতি

BANGLADARSHAN.COM

তার কানে কোনো আর্তনাদই
তোলে না সামান্য রেশ
সে এক অমোঘ পরিণাম।

ধর্ম অর্থ মোক্ষ আর কাম
যা নিয়ে জীবিতজন বুঁদ হয়ে আছি
ছিলো তারা
যারা আজ নেই, তারা
সকলেই কেড়ে নিতে চেয়েছিলো অপরের
মুখ থেকে গ্রাস;
কেউ কেউ ঘুম থেকে উঠেই চেয়েছে সর্বনাশ
প্রতিবেশিদের ঘরে লাগাতে আগুন
দ্বিধাও করেনি
সেই মোঘল পাঠান শক হুন
আর্য বা অনার্য
ধর্ম সকলেরই এক, দেখি
ইতিহাসময়
ভরাপেট, তবুও পশুর মতো ঘুমোতে পারেনি
তৃপ্ত হয়ে
মানুষ বুজেছে চোখ মানুষেরই ভয়ে।

আজ এই শতাব্দীর বিজ্ঞান দিয়েছে খুলে
অসংখ্য স্বপ্নের সম্ভাবনা
নিতান্ত শিশুর মতো মানুষ তো
ভীত নয় প্রকৃতির কাছে
জলস্থল অন্তরীক্ষ জুড়ে সে ছড়িয়ে আছে আজ
বামন রেখেছে পা বলির মাথায়, তবু
দিতে সে কী পেরেছে এনে সকলের জন্যে সেই
প্রার্থিত সমাজ?

মানুষের চোখে আজো হিংস্র হায়েনার লোভ জ্বলে
মৃত্যু ভয় নয়, আমি
গ্রস্ত যে বিষাদে সারাক্ষণ

BANGLADARSHAN.COM

চাইনিতো স্কন্ধকাটা পৃথিবী এমন
যে শিশু জন্মালো, তার
শিরে কালান্তক
যম বসে আছে, ঋণ চাপালেন প্রভু। হন্তারক
অপরিশোধ্য দায় আমাদের জন্মার্জিত পাপ
কাঁধের লাঙ্গল খুলে কোনোদিন স্বাধীন হবো না
এই সব জানা হলো; পায়ে বাঁধা অদৃশ্য যে বেড়ি
বালকও সেকথা জানে
জ্ঞানবৃদ্ধ বলে মনস্তাপ
জন্মকাল থেকে, তার যতোই বয়স বাড়ে
অকালেই বুড়ো হতে থাকে।

কালভেরির চূড়া থেকে অপঘাত মৃত্যু তাকে ডাকে
ক্রুশবিদ্ধ হবে সে, তা জেনেও
বহন করে কাঁধে ক্রুশকাঠ।

BANGLADARSHAN.COM

পিঠ বেঁকে যাচ্ছে, তুমি নাও রাজ্যপাট
দুর্যোধন, অভিশপ্ত অগ্রজ আমার
কালভেরির চূড়া থেকে ফিরে যদি আসি পুনর্বার
শরীরে যে ক্ষতচিহ্ন, ম্যাগদালিন
ঔষধি লেপনে
নিরাময় করে দেবে
মনে শান্তি কখনো পাবো না।

যদি বেঁচে থাকি, যদি
পুনরুত্থানের সম্ভাবনা
আসে কোনোদিন
যদি ফিরে পাই মহতী প্রেরণা–
শরীরের ক্ষতগুলো বলে দেবে পথের সন্ধান

কুরুরাজ্যে পথে ঘাটে মানুষের নিত্য অপমান–
কে কাকে দেখাবে পথ?
রাজা অন্ধ, সভাসদ অন্ধেরই সমান

নবীন শালগাছ ভেবে নিজেকে যদিবা কেউ ছুঁতে চায় নীল
উন্মাদ, বিকারগ্রস্ত বলে, হাত
ধরে, টেনে আনে–

যদি দুঃখী মানুষের টানে
সুখের শয্যায় মেরে লাথি
আমি ঘর ছেড়ে যাই, কানে
আসে–ও নির্বোধ, আত্মঘাতী!
ও ব্যাটা বংশের কুলাঙ্গার–
স্বল্পে তুষ্ট হয় নাকি কোনো
রাজা কিংবা রাজারকুমার?
এ উন্মাদ দেখিনি কখনো।

রাজার তো শুধুই সম্ভোগ,
কৃচ্ছ্রসাধনেতে তুষ্ট যোগী;
এ জীবনে নামুক দুর্যোগ
রাজার নিয়তি রাজ্যভোগই।
ঈশ্বরের প্রতিভূ সে, তার
কাজের বিচার করবে প্রজা?
শুধু তারই আছে অধিকার
বুঝে নেওয়া–কে বান্দা, কে খোজা।

ঈশ্বরের পৃথিবী নিয়মে
চলে, তাই প্রজা ও সম্রাট!
কেউ যদি ভাবে ভুলক্রমে–
নেই তার কেন রাজ্যপাট?
বলি তাকে–নির্বোধেরই হয়
এরকম চিন্তার উদয়।

আমাকে নির্বোধ জেনে বন্দী করে
রাখে ওরা অন্দর মহলে
গান্ধারী জননী, আজ নিরুপায়
ভাসে অশ্রুজলে

BANGLADARSHAN.COM

কে শোনে কাহার কথা?
কেউ শোনে? কেউই শোনে না
আমার উদ্ধত শির নোয়াতে পারেনা
ফোঁসে ক্রোধে।

অসহ্য যন্ত্রণা সয়ে পৌঁছেছি এ ক্ষুরধার বোধে
মাতুল শকুনি আজ ধ্বংস চায়
কুরুবংশ অসহ্য যে তার
তার নিরুচ্চার
ষড়যন্ত্র, ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের–
মৃত্যুলোকে
গান্ধারী বা ধৃতরাষ্ট্র একদিন প্রিয় পুত্রশোকে
হস্তিনা বা কুরুরাজ্য ছেড়ে যাবে বলে–
একফোঁটা চোখের জল শকুনিরা ফেলবেনা
তাদের স্মরণে।

BANGLADARSHAN.COM

তৃতীয় উন্মোচন

সব খাবো, আমি সব খাবো

‘সব খাবো, আমি সব খাবো

আমি যা পারবোনা খেতে, সমুদ্রে ভাসাবো
সব চাই, খিদে নয়–এ আমার দুরন্ত পৌরুষ
কাকে দেবো, সে আমার ইচ্ছে,
সেই দয়া, সেই দান
কে পাবে, আমারই ইচ্ছে,
শত্রু, মিত্র আছে ব্যবধান!
ভালোমন্দ, যে যেমন দেখে
আমি রাজা, মহারাজা। ওসব আমার জন্যে নয়
ভিখিরি পান্ডব শুধু তিথি ও নক্ষত্র মেনে চলে।’

আমার অগ্রজ, সব কেড়ে নিতে চায় বাহুবলে
ভাগ করে নিতে তার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা
ঘৃণা হয়
সে জানে–পৃথিবী ধন্য বুকে ধরে তার পদদ্বয়
চাঁদ কিংবা সূর্যের উদয়
হতো যদি তার ইচ্ছাধীন
ইচ্ছে পূরণের স্বার্থে
হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাতেন তিনি রাত্রিদিন
আমি তাকে বলি বা না বলি
আগ্রাসী চাকার ধুলো উড়িয়ে সে যাবে লক্ষ্যপথে।

নিয়ত তাচ্ছিল্য বয়ে আমি বেঁচে আছি কোনোমতে
শক্তি থাকে যে হাতে সংহত
আকাট, মর্কট, মূর্ত, দালাল বা তোষামুদে
স্বভাববশত
এঁটো হাড় পাবে বলে বিষপিঁপড়ের দল
সারবন্দী হয়ে আসে, খুদ কুড়ো মুখে করে
গর্তে ফিরে যায়।

বিদুরের সুমন্ত্রণা শোনে, আছে এরকম কেউ হস্তিনায়?
মূর্খ, ভাঁড়, ষড়যন্ত্রী, প্রসাদভিক্ষুরা পরস্পর
সন্দেহে তাকায়
চোখে ঘৃণা অবিশ্বাস।
উষ্ণীব লুটিয়ে রাজা হয়ে যায় দীন ক্রীতদাস
কিছুদিন চোখ বুজে ভোগ করে নিশ্চিন্ত আরাম
উষ্ণীব বদল হয়, সম্রাট তা জানে
জেনেও চোখ বুজে থাকে
নাদিরের উন্মুক্ত কৃপাণে
শিরশ্চেদ হতে থাকে, অসহায় নারী ও শিশুর
রাজায় রাজায় যুদ্ধ
উলুখাগড়া থেত্‌লে যায় বুটের তলায়–
চিরদিনই এইভাবে

BANGLADARSHAN.COM

শক্তিমান দুর্বলের মতো মৃতপ্রায়;
শক্তি আছে, তবুও বেহুশ
শক্তিমান, যতোক্ষণ তার গায়ে রক্ত ছিট্‌কে পড়ে।

আধমরা মানুষের নিঃশব্দ কান্নার রোল
ওঠে ঘরে ঘরে
যদি কেউ ক্ষোভে, ক্রোধে হয় প্রতিবাদী
তাকে রাজ্য দিয়ে খুশি করে দুর্যোধন

সূতপুত্র কর্ণ করে আজীবন রাজার তোষণ
অত্যাচারী শাসকের সে দেয় অভয়
সে থাকে বন্ধুর পাশে
পাপপুণ্যভেদে নির্বিচারে।

আমি তো শ্বাপদ, বুকে হেঁটে স্যাঁতসেতে অন্ধকারে
চলিফেরি, ঢোঁড়াসাপ
রাগে মারি নিজেকে ছোঁবল।

BANGLADARSHAN.COM

অক্ষমের অভিমান, আমাদের ক্রোধই সম্বল!
আমরা সুযোগ খুঁজি
প্রভুর পায়ের নীচে উষ্ণীব লুটিয়ে
দিতে পারি বলে সেই সুবর্ণসময়
প্রভু তা জানেন, তাই নিরুদ্‌বেগ তিনি।
ভীষ্ম, দ্রোণ যা পারেন, আমি তা পারিনি
শরীরের রক্ত আজো হয়নি শীতল, বৃদ্ধ নই
ছাপমারা ভেড়া নই
যেদিকে তাড়িয়ে নেবে ছুটবো সেইদিকে;
আমি সেই বেআক্কেলে ন্যাড়া
ফাটবে জেনেও মাথা বারবার বেলতলায় যাই।

অরক্ষিত আজ এতোটাই
সামান্য অর্থের লোভে যে কেউ জীবন নিতে পারে
রাতের আলোয় কিংবা দিনের উদোম অন্ধকারে
অবজ্ঞাবশত শত্রু ভাবেনা বলেই

বেঁচে আছি, এ-থাকার জন্যে কারো যায় বা আসেনা
বৈশ্য সমাজের পায়ে ক্ষাত্রতেজ আজ নিভু নিভু
সেপাই শান্ত্রী হয়ে পাহারায় থাকে রাজপুরী।

দুর্যোধন, দুঃশাসন যা কিছু দেখায় বাহাদুরি
সব ফাঁকা; ওদের পায়ে বাঁধা আছে অদৃশ্য শেকল!

কতো দূর যাবে ওরা?
ওদের ঘোড়ার আস্তাবল
হাতীশাল জুড়ে আছে টয়েটো, মারুতি
সূতোর অদৃশ্যটানে যাদুকর ম্যানড্রেক কখন
ধুলো করে দেবে রাজসিংহাসন
নির্বোধেরা দেবে আত্মাহুতি
সীমান্তে শত্রুর হাতে।
দেশ কার? কুরুসৈন্য জানে?

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষুদিরাম বিনয় বাদল দিনেশের আত্মদানে
মুক্ত হলো আমাদের মাতৃদেশ, প্রিয় মাতৃভূমি
সকলের জন্যে এই স্বাধীনতা–এরকম অলীক ঝুমঝুমি
বাজিয়ে বাজার মাত্ করে ঘর গোছাতে তৎপর
যারা, আজ তারাই ঈশ্বর!
যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষের, বন্যার দাপটে সম্বৎসর
দেশ, মৃত্যুভয়ে ত্রস্ত,
ভূতেরা বিদেশে দিচ্ছে পাড়ি

যেটুকু সম্পদ, নিয়ে তাও কাড়াকাড়ি
করে কুবেরের চর, অনুচরবর্গ,
সাত পুরুষের ভোগের সঞ্চয়
করে যায়, বাস করে কল্পবৃক্ষচূড়ে।

নঞর্থক মনে হচ্ছে আমার দর্শন? আপনি ঘুরে
আসুন, রাজপথ থেকে কানাগলি, গঞ্জ জনপদ।
আমি তো রাজার ছেলে,
কতোটুকু দেখেছি পৃথিবী?

অনভিজ্ঞ যুবকের সামান্য দেখার রুঢ় কথা
শোনার মতনও আজ কেউ নেই
জল নেই, নদনদী হ্রদ
কোথাও তৃষ্ণার জল নিয়ে কেউ আছে অপেক্ষায়?

এই অন্ধদের দেশে দ্রৌপদীকে কে তবে বাঁচায়?
এখানে সৈনিক জানে জয়, শুধু কেড়ে নিতে হয়–
অমেয় সম্পদ, নারী, রথ, অশ্ব, ফিরে হস্তিনায়
ঢালাও উৎসব, মাংস সহযোগে নারী আর মদ।
কেউই রাখবে না মনে, কার বুক শূন্য করে দিয়ে
যুবতী মেয়েকে এনে করেছে যৌনসেবাদাসী
সম্রাটের রথচক্রে শিশু বৃদ্ধ ভিখারী সন্ন্যাসী
থেঁতলে যাচ্ছে, চিরদিনই, ইতিহাস রাখে কি স্মরণে?

যে গেলো মিলিয়ে শূন্যে
বুকজলে দাঁড়িয়ে তর্পণে
মনে করা যায়, তাও মুহূর্তের, তার পর অনন্ত বিস্মৃতি।

BANGLADARSHAN.COM

যে আছে, কাদায় মুখ গুঁজে সে বাঁচবে যথারীতি;
সে জানে, স্বপ্নের মৃত শব তো শরীরী হবেনা
কোনোদিন!
শুধু মৃত্যুদেশ থেকে ঠাণ্ডা বয়ে যাবে
বুকের নরম হাড় সজোরে কাঁপিয়ে
মৃত্যুদেশ।

কে তুমি, ভিতর থেকে উঠছো ভয়ংকর হাসি হেসে!
ঘরের ভিতরে ঘর অন্ধকার করে
অবিরাম আত্মমৈথুনের নোনা স্বাদে চরিতার্থতার সুখ
আমাদের আজ
ক্রমিক ধর্ষণ থেকে কে বাঁচাবে এ মুমুর্ষু মানবসমাজ?
আরোগ্যলাভের স্বপ্নে মুহূর্তও হইনা বিহ্বল
যে আমি, পারি কি তার পাছায় প্রচন্ড লাথি ঝেড়ে
দিতে? যদি পারি তবে বরফ কতোটা হবে জল?

যে জলে খরার ক্ষেত ভরে ফলবে আত্মার ফসল
যা দেবে হৃদয়হীন পণ্যসভ্যতাকে মাতৃভূমি
সুজলা সুফলা; পাবে আজকের যুবক যুবতীরা
সামান্য স্বস্তির স্বাদ যেই দেশে, পারবে কি দিতে?

যতোই গর্জন করি,
গেঁথে গেছি অদৃশ্য বড়শিতে।

BANGLADARSHAN.COM

কখনো ভাবিনি

(মঞ্জুষ দাশগুপ্ত-কে মনে রেখে)

এভাবে বাঁধন ছিঁড়ে চলে যাবে, কখনো ভাবিনি।
শেকড়েবাকড়ে লতাগুল্মতে জড়িয়ে
আমাদের বেঁধেছিলে। ওইভাবে
কতো, কতোদিন!

কে বন্ধু, কে শত্রু, তুমি নির্বাচন করোনি, উদাসীন
ছিলে না সামান্য কোনো মানুষের প্রতি;
দরোজা জানালা খুলে রেখেছিলে–
‘এসো সুবাতাস,
এসো তুমি...তুমিও’...আহ্বান
সকলের জন্যে; আলো
ছড়িয়ে জড়িয়ে বসে, শুয়ে
থাকতো তোমার চারপাশে।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি আর আসবেনা কোনোদিন, উন্মাদ উচ্ছ্বাসে
জড়িয়ে ধরবেনা আর, বলবে না...‘দাদা,
বলো কবিতার কথা, অতল উৎসের
কথা বলো,
অন্য কিছু ভালো লাগছে না।’

আমি কবিতার দ্বারা তাড়িত, তোমাকে তাই চেনা;
তাড়িত আত্মার শিল্প কবিতা তোমাকে
অস্থির করেছে, জেনে কতো দুঃসময়ে
হেঁটেছি দুজনে পাশাপাশি।
অজস্র বাঁধনে বাঁধা কবি নয় কখনো সন্ন্যাসী;
বিষাদে বিপ্লবে প্রেমে দ্রোহে ও শান্তিতে দিন যায়।

কেউ বেনিয়ার দানে প্রতিভার শিরোপা মাথায়
করে হাঁটে সম্রাটের মতো;
শরীর পুড়িয়ে তাপ দিয়ে কেউ শব্দকে সাজায়

তাতে কতো
যন্ত্রণার চিহ্ন লেগে থাকে।

তুমি শুনেছিলে দৈবী কণ্ঠস্বর। কবিতার ডাকে
সাড়া দিয়ে অর্থ-কীর্তি যশের
অজস্র চোরাবালি
পার হতে চেয়েছিলে সন্তর্পণে।
হয়েছিলে পার।

তোমার কবিতা তাই শব্দশিল্প তাড়িত আত্মার।

BANGLADARSHAN.COM

আজো কি পেরেছি?

আজো কি পেরেছি আমি তোমাদের ভাষার ব্যঞ্জনা
বুঝে নিতে? সহায়ক কোনো চলন্তিকা নেই, শব্দকোষ নেই!
প্রতিটি মানুষ বড়ো একা; তার অনুরূপ নেই বলে
পরস্পর ভাষা বিনিময়
হয় না; থাকে না কোনো সাধারণ সেতু যাতে
পাশাপাশি হাঁটা চলা যায়;
একদিন মানুষের ভাষা অর্থ খুঁজে নিতো যে 'ব্যবহারিক
অভিধান'-এ, তাও নেই। ক্রমশ দুর্বোধ্য এক পরিভাষা
পেয়ে গেছে আজ;
অর্থ তাই বোধগম্য হলো না। সভ্যতা যতো প্রাচীন হয়েছে
শব্দের শরীর থেকে রক্ত মাংস মজ্জা গেছে শুকিয়ে বা ঝরে
এখন আগ্রাসী খাদ হা-মুখ মেলেছে অভ্যন্তরে!
সেখানে কুয়াশা ভাসে, ধীরে ধীরে ঢেকে দেয়
বহু শতাব্দীর স্বপ্নলালিত বিশ্বাস;
একদিন জানা ছিলো আবেগ-স্পন্দিত বুক
কোন মুখরতা নিয়ে বেজে ওঠে, হাসে!
আবার মৌনের কাছে ফিরে যায়, বুঝে নিতে চায়
প্রিয় মানুষের সুখ
অথবা দুঃখের উৎস কোন্‌খানে; আজ সেরকমভাবে
হয় না উৎসুক
কেউ আর। যন্ত্রগণকের কাছে সবারই নিজত্ব মুছে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

চোখে নেই ঘুম

চোখে কারো ঘুম নেই আর
চলে গেছে ঘুম চোখ ছেড়ে
অসময়ে কবর শ্মশান
ডাকে হাত নেড়ে।

নগ্নতার ভয়াবহ রূপ
এরকম দেখিনি তো আগে
আগ্রাসী এ মৃত্যুর স্বরূপ
দেখে, অবেলায় ক্লান্ত লাগে।

অবেলা, কেননা আয়ু তার
মধ্য গগনে; যেতে হবে
আরো পথ। শবের পাহাড়–
এতো পথ জুড়ে আছে শবে?

BANGLADARSHAN.COM

চেনা মুখ হোক না অচেনা
একই তো মানুষ সব দেশে
কোনোদিন ফিরে আসবেনা
ফের পৃথিবীকে ভালোবেসে।

আশা নিরাশার দোলাচলে
দুলবেনা আর কোনোদিনই
ডুবে গিয়ে বোধের অতলে
বলবেনা–তোমাকেও চিনি।

তুমি ভাই নও, তবু তুমি
আমাদেরই প্রিয় পরিজন
পৃথিবীর পরিচিত তুমি
আমাদের শান্তির কারণ।

রয়েছি নিশ্চিন্তে পাশাপাশি
মাঝে মাঝে এসেছে মৃত্যুও

তবু তো বাঁচতেই ভালোবাসি
মৃত্যুকে দিয়ে গেছি দুয়ো।

আজ এই নিদ্রাহীন রাত
দিনের সকল প্রতিশ্রুতি
মুছে দিয়ে বাধায় সংঘাত
‘ধর্ম’ বলে দেয় আত্মাহূতি।

কার ধর্ম, কে বেশি জেনেছে
ঈশ্বরের কারা প্রিয়জন?
না জেনেই ওরা হেঁটে গেছে
এই পথে ছড়িয়ে মরণ।

BANGLADARSHAN.COM

বিশশতকের পদাবলী

এক

বেনে সভ্যতা চিরদিনই আগ্রাসী,
মাকড়শা জাল পেতেছে অন্তরালে;
সম্রাট থেকে গৃহস্থ, সন্ন্যাসী
বাঁধা পড়ে আছে তারই কূট মায়াজালে।

তিনি যা দেখান, আমরাও তা-ই দেখি;
তিনি যা শেখান তার বেশি যায় শেখা?
শান্ত আকাশ, সুনীল সমুদ্রে কি
পড়া যায় পরমুহূর্তে আছে লেখা
কোন ঝঞ্ঝায় উড়ে যাবে ঘরবাড়ি?

মানুষের কতো সফল উদ্ভাবনা
পৃথিবীকে দিল প্রভূত সমুন্নতি;
কতো মনীষার মহৎ প্রস্তাবনা
এনে দিয়েছিল জীবনে অগ্রগতি।

BANGLADARSHAN.COM

তারি তো স্মারক চিহ্নই ইতিহাসে
কিছু লেখা হলো, কিছু খেলো বিস্মৃতি;
দিনযাপনের অচেতন অভ্যাসে
ভুলে থাকা অতি সাধারণ এক রীতি।

কিছু না জেনেই জীবন কাটায় যারা,
কিছু সাফল্যে মুখে অমলিন হাসি,
সন্ত্রাসে ত্রাসে থাকে অচেতন, তারা
বণিকপ্রভুর ক্রীতদাস ক্রীতদাসী।

সামান্য সুখে উদ্বেল হয়ে ভাসে
ঢেউয়ের চূড়ায়; ভাবে–অনুকূল হাওয়া
তাদের পকেট ভরে দেবে প্রতিমাসে
না দিলে মিছিলে জানালেই দাবিদাওয়া।

মেনে নিয়ে প্রভু উপুড় করবে হাত।
এ ছাড়া বাঁচার আছে কি অন্যপথও?
তাদের শরীর নিঙড়ানো শ্রমে ভাত–!
সমান স্বার্থ রয়েছে না উভয়ত!

স্বপ্নের ডানা ছেঁটে পায়ে হাঁটা ভালো
ততোটাই যাব যতটুকু যায় হাঁটা
প্রভুর জীবনযাপনের জমকালো
ছবি দেখে তোর গায়ে দিক যতো কাঁটা।

মাথার উপরে ঝুঁকে আছে চাঁদ দেখে
হাত বাড়াবার ইচ্ছেকে মারো পিষে
হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলো রেখে ঢেকে
না হলে শরীর নীল হয়ে যাবে বিষে।

দুই

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের বাবা, তোমাদের পিতামহ
শিখিয়েছিলেন কাস্তেতে শান দিতে
জীবনের আছে অনেক অর্থবহ
মানে। সংগ্রাম কোরে হয় বুঝে নিতে।

আমরা সেদিন হয়েছি উদ্‌বেলিত
দাঁড়িয়েছি গিয়ে ভুখা মানুষের পাশে–
ওরাও আপন, ওরা যে উপেক্ষিত
প্রাণিত করেছি বুকভরা আশ্বাসে।

ভেবেছি–তুচ্ছ যা কিছু ব্যক্তিগত
যোগ দিতে হবে আসন্ন সংঘাতে
যে পথে হেঁটেছি এতোকাল প্রথামতো
সেই পথ ছেড়ে হাঁটবো অন্য খাতে।

আমাদের বাবা, তোমাদের পিতামহ
বেরুলেন পথে ছেড়ে গ্রাম, ভিটেমাটি
সাধ কোরে কাঁধে নিয়েছেন দুর্বহ
দায়ভার, ফেলে সাজানো দুধের বাটি।

কী পড়ে রইলো পেছনে, ডাকছে কারা
পিছু থেকে, নেই সময় তো সাড়া দিতে
বাপ-ঠাকুর্দা সেদিন সর্বহারা
মানুষের সাথে গলা গণসংগীতে

মিলিয়ে দেবার সাধনায় ছিল ব্রতী
শিশু ও কিশোর আমাদের দিনগুলো
জানতো না কিসে কতো লাভ, কিসে ক্ষতি
স্বপ্নের রথ উড়িয়ে রঙিন ধুলো

ছুটেছে, পৃথিবীজয়ের পতাকা তুলে
আরোহী আমরা, আমাদের মতো প্রাণী
দেশ-বিদেশের সীমানা গিয়েছে ভুলে।
শেষ হলো তবে মানুষের হানাহানি!

মানুষে মানুষে অবিনশ্বর সেতু
বন্ধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দিনগুলি
বাঁচার অর্থ জেনেছিল শ্বেতকেতু
সেদিন, নিয়েছে হাতে তুলে রঙ তুলি।

এঁকেছে পতাকা। কাস্তে-হাতুড়ি-তারা–
লাঞ্ছিত লাল নিশানায় স্পর্ধায়
আশা ও উদ্দীপনায় সর্বহারা
বেঁধেছিল বুক অমোঘ প্রতিজ্ঞায়।

আকাশচুম্বী পাহাড়ের মতো দৃঢ়
প্রকৃত মানুষ ধরেছিল হাল কষে
আগুনে পুড়ছে নগর, দেখেও নিরো
বেহালা বাজায় আজো নিরাপদে বসে।

আমাদের চেনা পৃথিবীর রঙ ফিকে
হয়ে আসছিল, ফুটে উঠছিল লাল
অচেনা সূর্য ক্রমশই দিকে দিকে।
বিশশতকের তখন ক্রান্তিকাল।

BANGLADARSHAN.COM

জীবন্মৃতেরা তখন উজ্জীবিত
কংকালও শুষে নিচ্ছিলো প্রাণবায়ু
পৃথিবী বদল হবেই যে নিশ্চিত
এই বিশ্বাসে টানটান হলো স্নায়ু।

স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন যাঁরা
কালের নিয়মে মাটিতে গেলেন মিশে
দৈত্যের মতো পা ফেলে সর্বহারা
উপ্‌ড়ে ফেললো যা কিছু প্রাচীন, ক্লিশে।

ধর্মকে যারা শোষণের হাতিয়ার–
করে যুগে যুগে রক্ত খেয়েছে শুষে
তাদের দুচোখে ঘনালো অন্ধকার
রাগে বিদ্বেষে উঠেছিলো তারা ফুঁসে।

ধর্মান্ধ ও বণিকের গাঁটছড়া
বাঁধা চলছিল আড়ালে গোপন করে
স্রোতস্বিনীর বুকে জাগছিল চড়া
শিথিল গাঁথুনি বাড়ি উঠছিল নড়ে।

মৃদুকম্পনে কেঁপে উঠছিল পাড়া,
পাশ ফিরে কেউ শুয়েছিল হাই তুলে
আপন গন্ধে বুঁদ হয়েছিল যারা
বসেছিল যারা জাহাজের মাস্তুলে।

বোঝেনি, বজ্র লুকোনো খন্ড মেঘে
শান্ত সাগর মুহূর্তে উত্তাল
হতে পারে। সেই ঢেউয়ের আঘাত লেগে
চুরমার হয়ে যাবে জাহাজের হাল।

ফাটলের দাগ পড়েনি তাদের চোখে
ঝুপ করে ভেঙে পড়লো যেদিন পাড়
হঠাৎ স্তব্ধ মায়াপৃথিবীর শোকে
সব হারাদের আশা ভেঙে চুরমার।

BANGLADARSHAN.COM

ধর্মখোরের হাতে ফিরে এলো চাবি
রাজা ফিরে এলো ফের বণিকের বেশে
সন্ত্রাসবাদী জানালো ওদের দাবি
রক্তবন্যা বয়ে গেল দেশে দেশে।

বেনে সভ্যতা ফিরেছে আগ্রাসনে
প্রকাশ্যে আজ; ঘুচেছে অন্তরাল
নতুন মুখোশ পরেছে, বিশ্বায়নে
ফাঁদ পেতে রেখে সেই কূট মায়াজাল।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥